একোবিষ্ণুর্ন দ্বিতীয়ঃস্বপাঃ

২ কল্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।
গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুংপরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৭৩ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৬ সন ১২৭১ সাল ৩০ বৈশাখ

পুরাবৃত্তানু সন্ধান।

মহারাজা সগর অত্যন্ত বলবান্ সংগ্রামবিদ্যায় অতিশয় সুনিপুণ ছিলেন। তিনি ষড়ঙ্গিনীসেনাসমভিব্যাহারে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। অর্থাৎ রথাশ্ব, কুঞ্জর, পদাতিক ও ঊর্দ্ধাগ্নি যুদ্ধোপকরণ শতঘ্নীতবক এবং কতশত অর্ণবপোত তাঁহার সর্ব্বদা সজ্জীভূত থাকিত। সগরের

দুই মহিষী, জ্যেষ্ঠা কেশিনী, কনিষ্ঠা সুমতি, ঐ কেশিনী-গর্ব্ভে "অসমঞ্জা", নামে এক পুত্র জন্মে, সুমতিগর্ব্ভে ষষ্টি সহস্র পুত্র হয়, অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান। কিন্তু অসমঞ্জা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, সর্ব্বদা প্রজাদিগের অনিষ্টসাধন করিত, একারণ পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পিতা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি সর্ব্বদা অরণ্যপ্রস্থে আরণ্য-জাতির সহিত ভ্রমণ করিতেন।

ইক্ষ্বাকুকুলপ্রদীপ রাজা সগর নবসহস্র বর্ষ অবিরোধে রাজ্যপালনকরতঃ শেষাবস্থায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইলে, কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে আনয়নকরতঃ মহা-সম্ভৃত সম্ভারে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হন্। একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ এক বৎসরে সমাপ্ত হয়, তাহাতে মহারাজা ক্রমে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করেন, কেবল শেষাশ্বমেধ যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্র স্বপদভ্রংশাশঙ্কায় বিঘ্নাচরণকরণপূর্ব্বক যজ্ঞীয় অশ্বকে অপহরণ করিয়া কপিলাশ্রমে সংস্থাপন ক-রেন। রাজা অশ্বান্বেষণে বলিষ্ঠপুত্রগণ প্রতি আদেশ করাতে তাহারা সমস্তপৃথিবী পর্য্যটন করিয়া অনুসন্ধানপ্রাপ্ত না হওয়াতে, পরে পৃথিবীর চারিধারে সমুদ্রতীর খনন করিয়া পাতাল গমনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, সেই পরিখাত্তের নাম সাগর, তত্তীরস্থ স্তূপীকৃত মৃত্তিকা সকল দ্বীপবৎ হয়, অনন্তর তরঙ্গমালী সমুদ্র সহিত মিলিত হইয়া এক হয়, কে-বল স্থানে স্থানে মৃত্তিকারাশি এক এক উপদ্বীপ হইল। পরে

কপিলাশ্রমে অশ্ব দর্শন করিয়া সগরপুত্রেরা কপিলের অপমান করাতে তিনি শাপপ্রদান করেন, সেই ব্রহ্মশাপে তাঁহারা তথায় নিহত হন। অনন্তর সগরের পৌত্র অসমঞ্জাপুত্র অংশুমান কপিলাশ্রমে গিয়া বিহিতবিনয় ও বিনতিদ্বারা কপিলকে প্রসন্নকরতঃ অশ্বানয়নপূর্ব্বক পিতামোহের সংকল্পিতযজ্ঞ সমাপন করেন, পরে মহারাজা বহুকালপর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া পরিণামে পাঞ্চভৌতিকদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গত হয়েন। তাঁহার শাসনকাল ১০৫০০

সগর রাজার পরলোক গমনানন্তর অংশুমান অযোধ্যার রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপও সার্দ্ধনবসাহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া তপস্যার্থে হিমালয়ে গমন করেন, ইহাঁদিগের পিতাপুত্রের রাজ্যশাসনকাল ৯০৪৫

কিন্তু দিলীপ অপুত্রক তপস্যার্থে গমন করেন, পরে বহুকাল তপস্যায় স্বকলেবর উপন্যাস করিলেন। তৎপত্নী সুকুমারী বহুকালগত পতির অনাগমনে দৈবারাধনায় দিলীপের বংশরক্ষার্থ এক পুত্র প্রাপ্তা হন। দিলীপের তপোবন গমনের পর ৬০০০ বৎসরাবসানে ঐ পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম " ভগীরথ ,, কিন্তু এই ষট্‌সহস্র বৎসরই দিলীপের শাসনকাল মধ্যে ধৃত করা হইয়াছে। ৬০০০

ভগীরথ প্রাপ্তবয়সে পিতৃসিংহাসনে অধ্যারূঢ় হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। একদা পূর্ব্বপুরুষদিগের চরিতকথা মাতৃমুখে বিস্তাররূপে শ্রবণ করিয়া তাঁহারও

তপস্যানুচরণে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ভগীরথ তপস্যার্থে হিমালয়ে গমন করেন, অপ্রতিহত-প্রভাব মহারাজা ভগীরথ তখন অকৃতদার, উদারস্বভাব, মহা ধার্ম্মিক রাজ্যস্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে পতস্যা করিতে লাগিলেন, তাঁহার তপোনুষ্ঠান তত্ত্ব শ্রবণে মহামহা তপস্বীদিগেরও চিত্ত ব্যামোহ যুক্ত হয়। পঞ্চতপাদি সহ্য করিয়া ফলজলাদি আহার ত্যাগে শুদ্ধ পবনাশন দ্বারা দশ শত বর্ষক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সর্ব্বাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু একপদে অবস্থিতি করিয়া কতিচিৎ বর্ষকে অতি-পাত করেন, পরে লব্ধবর হইয়া এই ধরাতলে গঙ্গাকে আন-য়ন করেন, অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তি স্বরূপা সুরনিম্নগা সমস্ত পৃথিবীর অলঙ্কার রূপে দেদীপ্যমানা রহিয়াছেন, অতএব ঈশ্বরের কৃপাপাত্র না হইলে ধরণীমণ্ডলে অসাধারণ কীর্ত্তি-মান রূপে কেহই পরিচিত হইতে পারে না। ভগীরথের এই কীর্ত্তি জগজ্জনের হিতসাধিনী, কোন ভাগ্যবানই এরূপ কীর্ত্তিকে বিস্তারিতা করিতে পারেন নাই। ভগীরথানীতা গঙ্গাকে সকলেই ভাগীরথী বলিয়া খ্যাত করিয়া থাকেন। তন্নাম কীর্ত্তনে সর্ব্বজনের পরকালীয়বর্ত্ম অতি পরিষ্কৃত হয়, সেই গঙ্গা হিমালয় শৃঙ্গহইতে পরিচ্যুতা হইয়া হরিদ্বারে আসিয়া স্বয়ং উপস্থিতা হন, বিনাখাতে গঙ্গার আগমন হই-বাতে অত্যন্ত বক্রাগতি হইয়াছে, হরিদ্বার অবধি গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত (১৩৫০) সার্দ্ধত্রয়োদশ শতক্রোশ ব্যাপিনী যে গঙ্গা,

তিনিই ভগীরথের কীর্ত্তিপতাকারূপা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর কৃতকার্য্য হইয়া ভগীরথ স্বরাজ্যে আসিয়া দায়গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিহিত ধর্ম্মে প্রজাপালন পূর্ব্বক সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন, বিনাদৈবে ভুবন বিখ্যাতরূপে কীর্ত্তি ও যশঃ জাগরূক থাকিতে পারে না, প্রাচীন২ গ্রন্থকার সকল আপন আপন কৃতগ্রন্থ সকলকে প্রচারিত রাখিবার নিমিত্ত অনেকানেক দৈবকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন,ইদানীংস্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যমন্বাদি নানাশাস্ত্রহইতে সংগ্রহকরিয়া অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব স্মৃতিপাদ রচনা করেন, এবং সেই গ্রন্থ প্রচলিত হইবার কামনায় তিনি একপঞ্চাশৎ পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যফলে এই বঙ্গভূমণ্ডলে তদ্গ্রন্থ প্রচারে রাজার মনোযোগ হয়, তৎপ্রভাবে দেশীয় আপামর সাধারণ সর্ব্বলোকের বিশ্বাসজনক হইয়া অদ্যাপিও মান্যরূপে তৎকৃত গ্রন্থ প্রচলিত আছে। অতএব পরমেশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তির স্থিরতার সম্ভাবনা নাই।

ভগীরথের পুত্র "শ্রুত,, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে ভগীরথ তাঁহাকে রাজ্যভার অর্পণ করতঃ স্বর্গগত হন, ভগীরথ আবাল্য তপস্যা কালাবধি এবং অবশিষ্ট রাজ্যপালন কালপর্য্যন্ত পঞ্চোনপঞ্চাশৎ বর্ষাধিক নবসহস্র বর্ষ এই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহার শাসনকাল পঞ্চচত্বারিংশদধিক নবসহস্রবর্ষ। (৯০৪৫)

শ্রুতপুত্র "নাভ,, নাভের পুত্র, "সিন্ধুদ্বীপ,, ঐ

সিন্ধুদ্বীপ মহাবলবান অর্ণবযানারূঢ় হইয়া সমুদ্র মধ্যে যত দ্বীপ ছিল, যুদ্ধে জয় করিয়া সেই সকল দ্বীপকে তিনি আত্মবশে আনিয়াছিলেন, একারণ তাঁহাকে সকলেই সিন্ধুদ্বীপ বলিয়া খ্যাত করিত, স্বপরিমাণে রাজশাসন করতঃ তৎপুত্র "অযুতাযুকে,, রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, তাহাদিগের পুরুষত্রয়ের শাসনকাল অষ্টবিংশতিসহস্র বর্ষ হয়। (২৮০০০)

অযুতায়ুর পুত্র "ঋতপর্ণ,, ঋতপর্ণ মহাবলপরাক্রান্ত রাজা, অত্যন্তরূপে অক্ষজ্ঞ ছিলেন, অর্থাৎ দ্যুতক্রীড়ায় অতিসুনিপুণ ছিলেন, তাঁহাকে দ্যুতে পরাজয় করিতে কেহই পারিতেন না, ঐ সময় নিষধদেশে নলনামে মহারাজা ছিলেন, যিনি বিদর্ভদেশীয় ভীমরাজার কন্যা দময়ন্তীর পাণিগ্রহণ করেন, পরে তিনি দৈবউপদেশে নানা পদার্থতত্ত্ববিৎ, এবং জ্যোতির্ব্বিৎ হইয়াছিলেন, ভূমিপরিমাণ বিষয়ক বিদ্যার, ও গণিতশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞাতা ছিলেন, এতৎব্যতীত বিশ্বকর্ম্মার অপেক্ষাকৃত শিল্পশাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ নিপুণতা ছিল, ঈশ্বরসৃষ্ট অনেক বস্তুর যোগ বিয়োগাদি করণে সক্ষম ছিলেন, তিনি আত্মনৈপুণ্যে অনেক প্রকার যন্ত্র কৌশল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অপর পাকশাস্ত্রের মধ্যে " নলসূপ ,, নামে এক উত্তম গ্রন্থ করিয়াছিলেন, নলকৃত পাকে অনেকপ্রকার, মৎস্য, মাংস সূপব্যঞ্জন, পিষ্টক মিষ্টান্নাদি এবং কিশর পলান্নাদি রন্ধনের কৌশল উৎকৃষ্টরূপ দৃশ্যমান, ঐ নল আগ্নেয় পরমাণুকে

কৌশলে সংযত করতঃ বিনা ইন্ধনে উদ্দীপ্ত রাখিতে পারিতেন। জলানুসংগ্রহ করিয়া শূন্যহইতে জলে কুম্ভ পরিপূর্ণ করিতেন, ইত্যাদি, এবং গণিতশাস্ত্রে এমন নিপুণ ছিলেন যে দৃষ্টিমাত্রেই বৃক্ষাদির পত্র ও শাখার সংখ্যা করিতে পারিতেন। বহু দূরস্থিত গৃহ, দুর্গ, পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির ক্রমোচ্ছ্রতাদির নিশ্চয় করিতে সক্ষম ছিলেন। রথ শকট যানাদি নির্ম্মাণে পরম কুশল, অশ্বচালনের, ও যন্ত্রাদি পরিচালনের বিশেষ কৌশলজ্ঞ ছিলেন, গোশ্ব গজাদি পরীক্ষায় সুনিপুণ ছিলেন, যোগ কৌশলে রথাদিকে নিমেষমাত্রে অতি দূরাধ্বানে নীত হইতে প্যারিতেন। দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ কৌশল জানিতেন, নলের সমান কৌশলজ্ঞ পুরুষ কেহ হয় নাই, হইবে না, কিন্তু বিধিবিড়ম্বিত জনের সময়ে কোন গুণেই কিছু গুণ দর্শে না, কালে দৈব দুর্য্যোগে পতিত হইলে কোন বিষয়দ্বারাও তাহার আত্ম পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা থাকে না, যেহেতু সর্ব্বগুণ বিশারদ নল, দৈববিপাকে স্বীয় ভ্রাতা পুষ্করের নিকটে দ্যূতে পরাজিত হইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। অনন্তর ঋতপর্ণের নিকট অশ্বচালন কর্ম্মে বৃত হইয়া তাঁহার ভৃত্যত্বও স্বীকার করিয়াছেন। ঐকালে রাজা ঋতপর্ণ নলের নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা ও যন্ত্রকৌশল রথচালনাদি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তাঁহাকে অক্ষক্রীড়ার সুকৌশল প্রদান করেন, যেহেতু ঋতপর্ণ রাজা অক্ষজ্ঞ উত্তম ছিলেন। ঐ রাজা ঋতপর্ণ সার্দ্ধনবসাহস্র বর্ষ

রাজ্য করিয়া পুত্রে রাজ্যধন সমর্পণকরতঃ স্বর্গগমন করেন।
তৎশাসনকাল (৯৫০০)

ঋতুপর্ণ পুত্র "সুদাস,, তৎপুত্র "সৌদাস,, তৎপত্নী মদয়ন্তী, রাজা সুদাস বশিষ্ঠশাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হন, একারণ তাঁহার পদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং সৌদাস-কে সকলে কল্মাষপাদ বলিত। একদা সৌদাস মৃগয়ার্থ বনপর্য্যটনে এক রাক্ষসকে বিনাশ করেন, তাহাতে তদ্ভ্রাতা শোকমোহে আবৃত হইয়া রাজাকে ভ্রাতৃবধের পরিশোধ দিবার নিমিত্ত প্রচ্ছন্ন পাচক বিপ্ররূপে আসিয়া রাজ-গৃহে রন্ধনকর্ম্মে নিযুক্ত হয়, কদাচিৎ কালে রাজগৃহে ভোক্তুকাম বশিষ্ঠকে নরমাংস রন্ধন করিয়া ভোজন করিতে দিবাতে পরিবেশন সময়ে বশিষ্ঠ তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া রাজাকে অভিশপ্ত করিলেন, রে নরাধম! তুমি যেমন আ-মাকে নরমাংস ভোজন করিতে দিলে, তৎপ্রতিফলে তুমি অদ্যাই রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইবে। শাপদানানন্তর বশিষ্ঠ তাহার কারণ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া শেষে জানিলেন যে রাজা নির্দ্দোষী, তখন রাজার শাপ পরিমোচনার্থ বশিষ্ঠ দ্বাদশ বার্ষিক শাপভোগের কাল নিরূপণ করিয়া দিলেন। অকৃ-তাপরাধী রাজা সৌদাস তখন বশিষ্ঠ প্রতি কোপিত হইয়া জলগণ্ডূষ গ্রহণ পূর্ব্বক শাপদিতে উদ্যত হইলে মহারাণী মদয়ন্তী রাজার পাদদ্বয় ধারণ করতঃ অনেক বিনয়বাক্যে তাঁহাকে ক্ষান্ত করেন। মহারাজা রাজ্ঞীদ্বারা বারিত হইয়া

অধোবদন হইলেন, তৎকালে সেই রুষতী দৃষ্টি তাঁহার স্বপদে পতিত মাত্র কর্ব্বুর চিহ্নসূচক পাদদ্বয় ঘোর কৃষ্ণ-বর্ণ হয়, তখন রাজা আত্ম পাদাবলোকনে বশিষ্ঠ শাপাপ-হত বুদ্ধিবশে আপনাকে রাক্ষস বলিয়া নিশ্চয় অবধারণা করিয়া বনে গমন করেন। তৎকালে প্রকৃত রাক্ষসীবুদ্ধিও তাঁহাতে আসিয়া উপস্থিতা হয়। একদা মুনিদিগের তপো-বনে প্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন যে এক ব্রাহ্মণ ঋতুমতী ভার্য্যাতে পুত্রকামনায় মৈথুনোন্মুখ হইয়া-ছেন, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রাজা ভোজনার্থ ঐ ব্রাহ্মণকে ধরিলেন। তদ্দৃষ্টে বিপ্রপত্নী হাহাকার শব্দ করিয়া রাজাকে বিনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন। মহারাজ! কি কর, কি কর, তুমি নররাজ ইক্ষ্বাকুবংশ প্রসূত ক্ষত্রিয় প্রকৃত রাক্ষস নহ। হা? একেবারে কি তুমি হতবুদ্ধি হইয়াছ? তোমার কি মানুষী বুদ্ধি এককালে অবসন্না হইয়াছে? ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, অযশস্কর বিপ্রবধ করিহ না। এই ব্রাহ্মণ আমার প্রাণ-প্রিয়তম পতি অতি বিদ্বান তপস্বী স্বধর্ম্মনিরতঃ আমি পুত্র কামা হইয়া পুত্রার্থে উপগতা, অতএব পুত্রাভিলাষিণী প্রতি দয়া করিয়া পতিভিক্ষা দাও, অকৃতার্থে মৎপতিকে বধ করিহ না। তুমি ক্ষত্রিয়জাতি ব্রাহ্মণের সন্তান তুল্য হও, পুত্র হইয়া পিতৃবধ করা তোমার উচিত নহে। ইহাঁর বধে ভ্রূণহত্যা ও বিপ্রহত্যা এবং স্ত্রীহত্যাদি সকল পাপ করা সিদ্ধ হইাব, যদি তুমি ইহাঁর মাংসভোজনে নিতান্তই অভিলাষী হইয়া থাক,

তবে ইহাঁর বধের পূর্ব্বে অগ্রেই আমাকে ভোজন করহ, কেননা পতিবিচ্ছেদে আমি ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে পারিব না। এইরূপ বিস্তর করুণোক্তিদ্বারা বিপ্রপত্নী রাজাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু শাপে বিমোহিত রাজা কোনমতে প্রবোধিত না হইয়া যেমন ব্যাঘ্র বন্যপশুকে বধ করে, সেইরূপ ঐ ব্রাহ্মণকে বধ করিয়া তম্মাংস ভোজন করিলেন।

তখন বিপ্রপত্নী পতিকে পুরুষাদরূপী সৌদাস কর্ত্তৃক ভক্ষিত দেখিয়া মহাকোপে রাজাকে অভিশপ্ত করেন। রে পাপাচারিন্! যেমন আমার গর্ব্ভাধান কর্ত্তা পতিকে ভক্ষণ করিলি তেমনি তুই অনপত্য হইবি, তব পত্নীগর্ব্ভে বশিষ্ঠকর্ত্তৃক পুত্রজন্মিবে, এবং সেই গর্ব্ভ পশ্চাৎ পাষাণদ্বারা বিনিপাতিত হইবে। এই অভিশাপ দিয়া ভক্ষাবশিষ্ট পতির অস্থি লইয়া সমিদ্ধাগ্নিতে আরোহণ করতঃ পতিপরায়ণা ব্রাহ্মণী পতিলোকে গমন করিলেন। অনন্তর দ্বাদশ বৎসরাবসানে রাজা পাপে পরিমুক্ত হইয়া স্বগৃহে পুনরাগমন করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণী শাপ স্মরণ করিয়া স্ত্রীসম্ভোগ সুখে একালীন বঞ্চিত হইলেন, আর কোনমতে মদয়ন্তীকে গ্রহণ করিলেন না। নিয়োগবিধি দ্বারা মহারাজ্ঞী বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক গর্ব্ভধারণ করিয়া সপ্তবৎসর পর্য্যন্ত অপ্রসূতা রহিলেন। অনন্তর রাজ্ঞী গর্ব্ভভার বহনে অশক্তা হইয়া অমর্ষবশে অশ্মদ্বারা গর্ব্ভ আঘাত করাতে পুত্র ভূমিগত হয়, তন্নিমিত্ত তাহার নাম

"অশ্মক,, হইল, সৌদাসের ক্ষেত্রসম্ভূতপ্রযুক্ত সৌদাস সংজ্ঞায় বিখ্যাত করতঃ তাঁহাকে ইক্ষ্বাকুবংশ মধ্যে পরিগণনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বকাম ও সুদাস এবং সৌদাস এই তিনের একাদশ সহস্রবর্ষ রাজ্যশাসনকাল। (১১০০০)

পিতার উপরতিতে সৌদাস পুত্র "অশ্মক,, রাজা হন্। অশ্মকের পুত্র "বালিক,, তাঁহাকে সকল স্ত্রীগণেরা রক্ষা করিত একারণ তাঁহার নাম "নারীকবচ,, হয়। এই নারীকবচ সেই নিঃক্ষত্রিয় সময়ে ক্ষত্রিয়োৎপত্তির প্রকৃত মূল হয়েন। তাঁহার পুত্র "দশরথ,, দশরথের পুত্র "ঐড়বিড়,, তৎপুত্র "বিশ্বসহ,, ঐ বিশ্বসহের পুত্র "খট্টাঙ্গ,, রাজা হইয়া পিতৃসিংহাসনে অধ্যারূঢ় হইয়াছিলেন। অশ্মক অবধি বিশ্বসহ পর্য্যন্ত পঞ্চপুরুষের সার্দ্ধসপ্তত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ শাসনকাল। (৩৭৫০০)

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—ভাল আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ উপদেশদ্বারা কাশীক্ষেত্রের মহিমা যদি বেদে উক্ত হইয়া থাকে, তবে অবশ্যই তাহার অধিষ্ঠাতা অবিমুক্তেশ্বর শিবেরও স্বরূপতত্ত্ব লক্ষণও তাহাতে অনুবর্ণিত হইতে পারে? অতএব শিবের নাম রূপাদির ব্রহ্মতা বর্ণনদ্বারা আমার চিত্তস্থ সংশয় নিরাস করিতেআজ্ঞা হয়?

পরমহংসের উত্তর। রে বৎস! শিব পরব্রহ্ম, তাহাতে

সংশয় নাই, " একান্ত শিবমদ্বৈতমিতি ,, শ্রুতিঃ। এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম শিবঃ। " জ্ঞাত্বাশিবং শান্তিমত্যন্তমেতি,, ইতি শ্বেতাশ্বতরং। শিবের স্বরূপ জানিলেই অত্যন্ত শান্তি লাভ হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মতন্ময়তা লাভ হয়। " অজমজর মনাদ্যমদ্বয়ং,, ইতি। যাঁহাকে শিবশব্দে উক্ত করা যায়, তিনি অজ অজর, অনাদি অদ্বয় হয়েন, তাঁহার জরা নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি সকল অবস্থাশূন্য, অথচ শূন্যরূপ, বায়ুরূপ, অগ্নিরূপ, জলরূপ, ভূমিরূপ, সর্ব্বনাম, অথচ "অরূপ মস্পর্শ মগন্ধবচ্চযৎ, রূপ রস গন্ধস্পর্শ শব্দাদি রহিত। একারণ তিনি সদসদাত্মক, নিত্য মুক্তস্বভাব। ভাবাভাব সমন্বিত সর্ব্বকল্যাণাকর।

যথা। সর্ব্বেন্দ্রিগুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ। ইতি
শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।

সেই শিব সমস্ত ইন্দ্রিগুণাভাস গ্রাহক, অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয় বর্জ্জিত হয়েন। ইহাতে শ্রুতি নিশ্চয় করিয়াছেন, যে ঈশ্বরের গুণ কর্ম্মরূপাদি সকল লোক বিড়ম্বক, অর্থাৎ স্বরূপের ধ্যানধারণায় জীবের শক্তি না থাকাপ্রযুক্ত, তিনি লোকের ধ্যানধারণার যোগ্য এক এক প্রকার রূপ ধারণ করেন। সুতরাং তিনি অরূপ। শিবশব্দে " মঙ্গল ,, অকারে জনক, ইত্যর্থে সর্ব্বমঙ্গলজনক শিবশব্দের বাচ্য পরমব্রহ্ম। শ শব্দে ''কল্যাণ,, ইবশব্দেসদৃশ। অর্থাৎ সর্ব্বকল্যাণ স্বরূপ শিববাচকের বাচ্য পরব্রহ্ম। অন্যচ্চ। শব শব্দে জড়,

আদ্যক্ষরেই কার চৈতন্য, অকারে ব্যাপক, অর্থাৎ সমস্ত পিণ্ডব্যাপক আত্মারূপ, শিবশব্দের বাচ্য ব্রহ্ম। এবংচ। শ শব্দে জ্ঞান, ই শব্দে দক্ষিণনেত্র, ব কারে বিশিষ্ট, একারণ শিবের নাম "দক্ষিণেক্ষণ,, অর্থাৎ জ্ঞানদর্শন স্বরূপ শিবশব্দ ব্রহ্মবাচক হয়। অথবা শ শব্দে আনন্দ, ইকারে শক্তি,বকারে বিদ্যমান, অকারে সম্যক্। অর্থাৎ আনন্দশক্তি স্বরূপ সর্ব্বজগতে বিদ্যমান যেপরমাত্মা তিনিই শিবশব্দের বাচ্য হয়েন। ইহাতে শিব স্মরণ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে, পরব্রহ্মেরই শ্রবণ মনন স্মরণ নিদিধ্যাসনাদি সম্পন্ন হয়। কেবল সামান্য নরবৎ ভোটাদি দেশস্থ বৃষারূঢ় বিষাণ-বাদক, শ্মশান নাটক, পুরুষরূপে পরিগ্রহ করিতে হইবে না,, সমস্ত বেশভূষণাদি দৃষ্টে পরব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে। "ত্র্যম্বক,, ত্রি, অম্বক, ত্র্যম্বক। ত্রি শব্দে ত্রিলোক, অম্বক শব্দে নয়ন, অর্থাৎ তিনি ত্রিলোক দ্রষ্টা হন্ একারণ ত্রিলোচন নাম, এতৎ শব্দের বাচ্য এক পরব্রহ্ম হয়েন। মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুশব্দে "মরণ,, জয়শব্দে "পরাভব,, অকারে কর্ত্তা। যাঁহার অনুশীলনে জীব অমরণ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম মৃত্যুঞ্জয়। অথবা যিনি অজর অমর অজিত তিনি মৃত্যুঞ্জয়, এতৎ মৃত্যুঞ্জয় শব্দেও পরব্রহ্ম বুঝায়। ভৈরব শব্দের অর্থ পূর্ব্বে ভৈরবীপ্রকরণে কথিত হইয়াছে, অতএব শিবনাম উচ্চারণ করণকারণ সর্ব্বাঘ বিনাশন, ও অনায়াসে অষ্টপাশে পরিমুক্ত হইয়া জীব সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হয়। অষ্ট-

পাশের খণ্ডনে জন্মমরণ বন্ধনে পরিমুক্ত হওয়া যায়। যথা মুণ্ডমালাতন্ত্রে।

জীবঃ শিবঃ শিবো দেবঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
পাশ বদ্ধোভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ॥

জীবই শিব, শিবই সর্ব্বতোদীপ্তিমান। সেই জীব কেবল জ্ঞানস্বরূপ হয়েন। পাশে বদ্ধ যাবৎ তাবৎ জীব, পাশমুক্ত হইলেই জীব সদা শিবরূপ হন।

ইত্যর্থে বেদাভিপ্রায়ে তন্ত্রে তত্ত্বমসীর অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। যে জীব, সেই আত্মা, যে আত্মা সেই জীব, কেবল উপাধি মত্ত্বপ্রযুক্ত আত্মার জীবসংজ্ঞা, উপাধি ত্যাগে এই জীবই আত্মা হয়েন। যথা (হংসঃ সোহমিতিজ্ঞাত্মা সোহং ব্যঞ্জনহীনতঃ) ইতি। হংস, আর সোহং এই শব্দদ্বয়ে তত্ত্বমস্যর্থে প্রণবব্যাখ্যায় জীবেশ্বর বিচার করিয়াছেন। এস্থলে প্রণবব্রহ্ম, নির্গুণাত্মক নিরুপাধিক স্বরবর্ণ, সগুণাত্মক সোপাধিক ব্যঞ্জন হলবর্ণ, অনুলোম বিলোম যোগে ব্রহ্মতা প্রাপ্তি হয়, হংসঃ এই অনুরোধে অজপামন্ত্রজাপক জীব, সোহং এই বিলোমযোগে মন্ত্র জপ করিলেই ব্রহ্মতন্ময়তা লাভ হয়। (সঃ হং) এই বিলোমে সন্ধিযোগে হকার পরে সকারের উত্তর বিসর্গ ওকার হইলে হংসশব্দে সোহংশব্দ উদ্ভাবিত হয়। সেই সোহংকে হলবর্ণ উপাধি হীন করিতে পারিলেই তিনি প্রণবরূপে প্রতিপন্ন হন। সুতরাং যে হংস সেই সোহং। যে সোহং সেই হংস, কেবল

ব্যঞ্জন হীনে সমুদ্ভব জানিবে। ইত্যর্থে কর্ম্মোপাধি বিহীন হইলেই জীব ব্রহ্ম হন। উপাধিপদে অষ্টপ্রকার কর্ম্ম-পাশ। যথা।

> ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতিপঞ্চমী।
> কুলং শীলং তথাজাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ইতি কুলার্ণবং।

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা, কুল, শীল, ও জাতি এই জীবের অষ্টপাশ, ইহাতে যাবৎ বদ্ধ তাবৎ কোনমতেই শিবতা প্রাপ্তি হইতে পারে না। ফলিতার্থ পরব্রহ্মের অনুশীলনে যাহার চিত্ত প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাকে অগ্রেই পাশহইতে মুক্ত হইবার যত্ন করা আবশ্যক, এতৎ অষ্টপাশে সম্যক্ পরিমুক্ত না হইলে কখনই জ্ঞানলাভ হয় না, ইহার দুইটি বা একটি পাশকেও এককালে পরিত্যাগ করিতে পারে না, অথচ মৌঢ্যস্বভাবে শুদ্ধ যথেষ্টাচারে রত ব্যক্তিরা পাশ-মুক্ত জ্ঞানীর ন্যায় স্পর্দ্ধা করে? ফলিতার্থ জ্ঞানী অজ্ঞানীর লৌকিক ভাব একপ্রকারই হইয়া থাকে, যেমন পুত্রকলত্রাদি মায়াকে যোগীগণেরা পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ লম্পট পাষণ্ড, নরাধম ব্যক্তিরাও অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তন্নিত্ত কি তাহাদিগকে যোগী বলা সঙ্গত হইবে? কখনই হইবে না।

> তুষেণ বদ্ধোব্রীহিঃস্যাৎ তুষাভাবেতু তণ্ডুলঃ।
> কর্ম্মবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মমুক্তঃ সদাশিবঃ॥

তুষাচ্ছাদিত তণ্ডুলকেই ব্রীহিবলে, তুষাভাব হইলে

ব্রীহিরই তণ্ডুল নাম হয়। সেইরূপ কর্ম্মবদ্ধ আত্মাই জীব, কর্ম্মমুক্ত হইলেই সদাশিব হয়। অতএব জীবেশ্বরে অভেদ, বস্তুত উপাধিযুক্ত জীব, উপাধি রহিত হইলে জীবই আত্মা হয়েন।

ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যে পুরাণ ইতিহাস তন্ত্রাদি তাবৎ শাস্ত্রের বীজ বেদ। বেদে যেরূপ নিকার ব্রহ্মোপাসনার বিধি, সেইরূপ সাকার ব্রহ্মোপাসনারও বিধি আছে, এবং বেদ যেমন কর্ম্মাদির নিবর্ত্তক, সেইরূপ কর্ম্মাদির প্রবর্ত্তকও বটে, সুতরাং সাকার নিরাকার এক অভেদ আত্মা, উপাধিহীন হইলেই নিরাকার। অতএব সকল নামই ব্রহ্মবাচক হয়। শিবাদির যে শরীর সে প্রাকৃত শরীর নহে, শুদ্ধ ব্রহ্মোপ করণে বিনির্ম্মিত হইয়াছে।

গৃহস্থ ধর্ম্ম।

অথ জাতকর্ম্ম সংস্কার।

জাতমাত্রং সুতংদৃষ্ট্বা দত্বাস্বর্ণং গৃহান্তরে।
পূর্ব্বোক্ত বিধিনাধীরো ধারাহোমং সমাপয়েৎ।

পিতা জাতমাত্র সুতিকাগারে স্বর্ণপ্রদান পূর্ব্বক পুত্রমুখ দর্শন করিবেন। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত সংস্কারে যে রূপ হোমাদি করিতে কহিয়াছেন, সেইরূপ বহ্নিস্থাপন করতঃ ধারা হোম সমাপন করিবেন।

ততঃ পঞ্চাহুতী র্দদ্যাদগ্নিমিন্দ্রং প্রজাপতিং।
বিশ্বান দেবাংশ্চ ব্রহ্মাণ মুদ্দিশ্য তদনন্তরং।
মধুসর্পিঃ কাংস্যপাত্রে সমানীয় সমাংশকং।
বাগ্‌ভবং সপ্তধাজপ্ত্বা প্রাশয়েত্তংস্বয়ং পিতা।
দক্ষহস্তা নামিকয়া মন্ত্রমেনং সমুচ্চরণ।।

পরে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বদেব, ও ব্রহ্মার উদ্দেশে পঞ্চঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন। অনন্তর কাংস্য পাত্রে সমাম অংশে মধু ঘৃত আনয় করতঃ তাহাতে সরস্বতী বীজ সপ্তবার জপ করিয়া পিতা দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা এই মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ব্বক পুত্রকে পান করাইবেন।। যথা।

ওঁ আয়ুর্ব্বর্চ্চোবলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদাশিশোঃ।।

ঐ অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বদেব ও ব্রহ্মা; ইহাঁরা সকলে এই সন্তানের আয়ু, বল, তেজ, ওজ মেধা নিত্য বৃদ্ধি করুন্।

ইত্যায়ুর্জননং কৃত্বা গুপ্তং নাম প্রকল্পয়েৎ।।

এই অনুষ্ঠানে পুত্রের আয়ুজনন মন্ত্র পাঠকরতঃ একটি গুপ্ত নাম কল্পনা করিবেন, অর্থাৎ পুত্রের একটি ডাক নাম রাখিবেন।

বাল্যকস্যতু জিহ্বায়াং ত্রিদিনাত্যন্তরেন্যসেৎ।
মধুনা শ্বেত দূর্ব্বাভিঃ স্বুবর্ণস্য শলাকয়া।
ইদং বাগ্‌ভব কূটন্তু লিখে দ্বৈজননান্তরে॥

তদবধি তিনদিনের মধ্যে স্বর্ণশলাকা বা শ্বেতদূর্ব্বা দ্বারা

বালকের জিহ্বাতে মধুতে তিনটী সরস্বতী বীজ লিখিবেন। এবং ঐ বাগ্‌ভব কুট মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার বালকের শরীরে ন্যাস করিবেন, অর্থাৎ ক্লীং ঈং লং হ্রীং পঞ্চাননায় স্বাহা, ইতি। কিন্তু জাত দিবসেই ধাত্রী পুত্রের নাড়ী চ্ছেদন করিবেক। যথা

নালচ্ছেদং ততোধাত্রী কুর্য্যা ছুৎসাহ পূর্ব্বকং।
যাবন্নছিদ্যাতে নালং তাবৎ শৌচং নবিদ্যতে ॥

জম্মানন্তর কুসুম নির্গত হইলে পর, ধাত্রী উৎসাহ পূর্ব্বক কুমার কুমারীর নাড়ীচ্ছেদ করিবে, ইহাতে মন্ত্র নাই কেবল তুষ্ণীমাত্র, ফলে যাবৎ নাড়ীচ্ছেদন না হয় তাবৎ শৌচবাধ হয়, সুতরাং পুর্ব্বেই নাড়ীচ্ছেদন করিবার বিধি হয়॥ ইতি জাত কর্ম্ম।

ষষ্ঠাহে ষষ্ঠিকা পূজাং কৃত্বাশাস্ত্রে যথোদিতাং।
সর্ব্বান্ বিঘ্নান্ বালঘাতীন্ বলিদানেন তোষয়েৎ ॥

যথাশাস্ত্র ষষ্ঠদিবসে সুতিকা ষষ্ঠী পূজা করিবে, এবং বালকের সমস্ত বিঘ্ন কারী বালঘাতীগণকে মাষ ভক্ত বলি দ্বারা সন্তোষ রাখিবে।

অথ অন্নপ্রাশন সংস্কার।

ষষ্ঠেবা চাষ্টমে মাসি নাম কুর্য্যাৎ প্রকাশতঃ।
স্নাপয়িত্বা শিশুং মাতা পরিধাপ্যাম্বরেশুভে ॥

ভর্ত্তুঃ পার্শ্বং সমাগত্য প্রাঙ্মুখং স্থাপয়েৎ সুতং।
অভিষিঞ্চেৎ শিশোর্ম্মূর্দ্ধ্নি সহিরণ্য কুশোদকৈঃ॥

ষষ্ঠবা অষ্টম মাসে সন্তানের নাক্ষত্রিক রাশ্যুক্ত প্রকাশ্য নাম করণ করিবে।—তৎক্রম এই, যে, শুভ বস্ত্র পরিধাপন করতঃ মাতা শিশুকে স্নান করাইয়া ভর্ত্তার বাম পার্শ্বে আগতা হইয়া পূর্ব্ব মুখে পুত্রকে সংস্থাপন করিবেন। সুবর্ণ সহিত কুশোদক দ্বারা পুত্রের মস্তকোপরি অভিষেক করিবেন।

অস্য মন্ত্র।

জাহ্নবী যমুনা রেবা সুপবিত্রা সরস্বতী।
নর্ম্মদা বরদা কুন্তী সাগরাশ্চ সরাংসিচ।
এতেত্বা মভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থ সিদ্ধয়ে॥

গঙ্গা, যমুনা, রেবা, সরস্বতী, নর্ম্মদা বরদা এই পবিত্রা-নদী আর সাগর ও সরোবরাদি পুণ্যা জলাশয়ের নামোচ্চা-রণ পূর্ব্বক ঐ স্বর্ণোদকে একবার অভেষচন করিয়া, পরে "হ্রী ৺ আপোহিষ্ঠেতি তস্যাভাজয়তেহন ইত্যন্ত" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয়বার অভিষেক করিবে। অনন্তর "উসতীরিব ইত্যাদি আপোজন অথাচন ইত্যন্ত" মন্ত্রে তৃতীয়বার অভিষেক করিবে।

অভিষিচ্য ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈঃ পূর্ব্ববহ্নি সংস্ক্রিয়াং।
কৃত্বা সম্পাদ্য ধারাগ্রং দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীঃ সুধীঃ॥

এই মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ দ্বারা বালকের অভিষেক করতঃ

পুর্ব্ব বৎ অগ্নিস্থাপন পুর্ব্বক ধারা হোম সমাপন করিয়া বিচক্ষণ পিতা ঐ সংস্কৃত অগ্নিতে ক্রমে পঞ্চাহুতী দিবেন।

অগ্নয়ে প্রথমং দত্বা বাসবায় ততঃ পরং।
ততঃ প্রজানাং পতয়ে বিশ্বেদেবেভ্য এবচ।
ব্রহ্মণেচাহুতিং দদ্যা দ্বহ্নৌ পার্থিব সংজ্ঞকে॥

অনন্তর পার্থিব নামে অগ্নির নাম করণ করতঃ প্রথম একাহুতি অগ্নিকে, দ্বিতীয়া হুতি ইন্দ্রকে, তৃতীয়াহুতি প্রজাপতিকে, চতুর্থাহুতি বিশ্বেদেবগণকে, পঞ্চমাহুতি ব্রহ্মাকে ঐ স্থাপিত অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

ততোহঙ্কে পুত্রমাদায় শ্রাবয়েদ্দক্ষিণে শ্রুতৌ।
স্বল্পাক্ষরং সুখোচ্চার্য্যং শুভং নাম বিচক্ষণঃ॥

অনন্তর পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া অতি অল্পাক্ষর সংযুক্ত এবং অতি সুখে উচ্চারণ করিতে পারা যায়, এমন শোভন নাম পুত্রের দক্ষিণ কর্ণে বিচক্ষণ পিতা শ্রবণ করাইবেন।

শ্রাবয়িত্বা ত্রিধানাম ব্রাহ্মণেভ্যোনিবেদ্যচ।
ততঃ সমাপয়েৎ কর্ম্ম কৃত্বা স্বিষ্টি কৃতাদিকং॥

বারত্রয় সেই নাম পুত্রকে শ্রবণ করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করতঃ পরে স্বিষ্টিকৃত হোমাদি করিয়া সকল কর্ম্ম সমাপন করিবেন।

কন্যায়া নিষ্ক্রমো নাস্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং নবিদ্যতে।
নামান্ন প্রাশনং চূড়াং কুর্য্যাদ্ধীমানমন্ত্রকং॥

কন্যার নিষ্ক্রমণ নাই, এবং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ ও নাই, নামকরণ,

চূড়াকরণ ও অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সংস্কার পিতা ব্যবহারতঃ করিবেন, ইহার মন্ত্র নাই।

অথ পুষ্পমাহাত্ম্য। শক্তি পুষ্প কথন।

কৃষ্ণা পরাজিতা পুষ্পৈঃ করবীরৈর্ম্মনোহরৈঃ।
দ্রোণৈস্তু কেতকী পুষ্পৈ র্জবা মালূর পত্রকৈঃ।
পূজিতায়ৈ র্ভগবতী তেষাং কিং কর্ম্ম সাধনৈঃ॥

কৃষ্ণবর্ণ অপরাজিতা, আর করবীর, ও মনোহর দ্রোণ, কেতকী, জবাপুষ্প এবং বিল্লপত্র দ্বারা যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভগবতী যদি সমর্চ্চিতা হন, তবে তদপেক্ষা তাহাদিগের আর অন্য ফললাভার্থ কর্ম্ম সাধনের ফল কি ?

পূজায় নিষিধ্য পুষ্প।

অক্ষতৈ নার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং নতুলস্যা বিনায়কং।
ন দূর্ব্বয়া যজেদ্দুর্গাং গোপালং মুনি পুষ্পকৈঃ।

পুষ্পাভাবে অক্ষত দ্বারা সকল দেবতার পুজা হয়, কিন্তু বিষ্ণু পুজা করিবে না। তুলসীতে গণেশকে, দূর্ব্বাতে দুর্গাকে, গোপালকে বকপুষ্প দ্বারা পূজা করিতে পারে না। এই সামান্যত উক্তিমাত্র কিন্তু অর্ঘ্যে দূর্ব্বা ও অক্ষত প্রদানের বিধি আছে। বকপুষ্পে গোপাল মূর্ত্তির পূজা নিষেধ কিন্তু অপরা বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজায় দোষ নাই। অন্যচ্চ।

নতুলস্যা যজেৎকালীং নাক্ষতৈ বিষ্ণু মর্চ্চয়েৎ।
অপরাজিতায়া দানেন সাক্ষাত্তুষ্টা ভবেচ্ছিবা। ইতি
নিত্যাতন্ত্রং

তুলসী দ্বারা কালীপুজা, অক্ষত দ্বারা বিষ্ণু পুজা করিতে নিষেধ। কিন্তু অপরাজিতা পুষ্প প্রদানে সাক্ষাৎ কালিকা-দেবী পরম সন্তুষ্টা হন।

কালিকায়াশ্চ তারায়াঃ করবীর মতিপ্রিয়ং।
জবাপুষ্পং মহেশানি দদ্যান্নধারয়েৎ ক্বচিৎ॥

করবীর ও জবা পুষ্প কালিকা এবং তারার অতিশয় প্রিয় হয়। হে মহেশ্বরি! কিন্তু মনুষ্যে কেহ জবা কি করবীর পুষ্প ধারণ করিবে না।

(বিষ্ণুপুষ্প)

মঞ্জরীং সহকারস্য কেশবায় নিবেদয়েৎ।
জম্বূতিন্তুকয়োরেব তথা বৈ কেশরস্য চ।
শেফালিকাঞ্চ তগরং বন্ধূকঞ্চ নিবেদয়েৎ।
রুদ্রজটাং শিরীষঞ্চ দাড়িমং কাঞ্চনং তথা।
নীলকণ্ঠং ময়ুরঞ্চ যোন্যাকারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

আম্র মঞ্জরী, জম্বূপুষ্প, তিন্তুক পুষ্প, এবং বকুল পুষ্প শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিবে, এবং, কদম্ব, শেফালিকা, তগর, রক্ত শালূক পুষ্পও নিবেদন করিতে পারে। দাড়িমীপুষ্প, শিরীষপুষ্প, কাঞ্চন পুষ্পও নিবেদন করিবে। কিন্তু বাকস, অপরাজিতা দিবে না, এবং যোনির আকার যত পুষ্প আছে

সে সকলই বিষ্ণু পুজায় বর্জ্জন করিবে, বিশেষতঃ বিল্লপত্র দ্বারা বিষ্ণু পুজা হয়, "বিশেষতো বিল্লপত্রং বর্জ্জয়ে দেবকীসুতে। বিশেষতঃ বিল্লপত্রে কেবল গোপাল মুর্ত্তিকে পুজা করিবে না।

ব্রহ্মহত্যাদি পাপানাং প্রায়শ্চিত্তং সুরেশ্বরি।
রক্তপুষ্পৈর্গতাদেবি চক্ররাজং প্রপূজয়েৎ॥ ইতি
নিত্যাতন্ত্রং

হে সুরেশ্বরি! ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, যদি রক্ত পুষ্প দ্বারা সূর্য্যদেবকে সমর্চ্চনা করে।

মহাপাতক কোটীশ্চ জন্মান্তর কৃতাঅপি।
মাস মাত্রেণ হন্যন্তে সত্যং সত্যং নসংশয়ঃ।

একমাত্র রক্ত পুষ্পে সূর্য্য পুজায় জন্ম জন্ম কৃত কোটী কোটী মহাপাতক সকল নাশ পায়, হে সুরেশ্বরি! ইহা আমি নিঃসংশয় তোমাকে সত্য সত্য, কহিতেছি।

স্নাত্বা মধ্যাহ্ন সময়ে নচ্ছিন্দ্যাৎ কুসুমং নরঃ।
তৎপুষ্পৈ রর্চ্চনেদেবি রৌরবে প্রতিপচ্যতে॥

স্নানানন্তর মধ্যাহ্নকালে পুষ্প উত্তোলন করিতে নিষেধ, যদি করে, তবে সেই পুষ্প দ্বারা দেবার্চ্চনা করিলে নর চির-কাল ব্যাপিয়া রৌরব নাম নরকে পাপচ্যমান হয়।—কিন্তু প্রাতস্নানান্তর পুষ্পাহরণে দোষ হয় না। তুলসী চয়নের বিশেষ প্রমাণ আছে। যথা।

পূর্ণিমায়া মমাবস্যাং দ্বাদশ্যাং রবিসংক্রমে।
তৈলাভ্যঙ্গেচ স্নাতেচ মধ্যাহ্নে নিশিসন্ধ্যয়োঃ।

অশৌচে শুচিকালে বা রাত্রিবা সান্বিতে নবাঃ।
তুলসীং যে বিচিন্বন্তি তে চিন্বন্তি হরেঃশিরঃ॥ ইতি
পুরাণং॥

পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, সংক্রান্তি, এবং, তৈল ম্রক্ষণানন্তর, অথবা প্রাতঃস্নান ভিন্ন অন্য সময়ে স্নানানন্তর, ও মধ্যাহ্নকালে, ও রাত্রিকালে, কি উভয় সন্ধ্যাকালে, এবং অশৌচে বা অশুচিকালে, অথবা রাত্রিবাস পরিধান করতঃ যে সকল মনুষ্য তুলসীপত্র ছিন্ন করে, সেই সকল ব্যক্তির তাহাতে হরির মস্তকচ্ছেদন করা হয়।—কিন্তু শালগ্রামাদি শিলার্চ্চন কালে যদি তুলসী না থাকে, তবে তদনুরোধে তিনটী পত্র তুলিতে পারে, এই মাত্র বিধি আছে।

শ্রেয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন। সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা চিতপুর রোড বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

একো বিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ

২ কল্প ১৮ খণ্ড

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।
গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৭৩ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৬ সন ১২৭১ সাল ৩১ জ্যৈষ্ঠ

পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

বিশ্বসহ পুত্র "খট্টাঙ্গ„ মহারাজাধিরাজ, পিতার উপ-রমে অযোধ্যার সিংহাসনে অধ্যারূঢ় হইয়া সর্ব্ব সাম্রাজ্য ভোগ করেন।—রাজা খট্টাঙ্গ চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। সকল রাজাই ইহাঁর ছত্রতলে আসিয়া কর প্রদান করেন। বাহুবলে

অনেকানেক দৈত্য, দানব, যক্ষ এবং রাক্ষসাদিকে সংগ্রামে জয় করিয়াছিলেন, খট্টাঙ্গ প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া ইন্দ্রাদিদেব গণে বর প্রদান করিতে তৎপুরতঃ সমাগত হন, এবং খট্টাঙ্গকে কহিয়াছিলেন মহারাজ! আমি ইন্দ্র দেবরাজ তোমাকে বরপ্রদান করিতে আসিয়াছি, তুমি যথাভিলষিত বর যাচিঞা কর। বিষয় বৈরাগ্যপ্রাপ্ত মহাভাগবত রাজা খট্টাঙ্গ দেবগণকে এই কথা কহিলেন। ভো দেবাঃ! আমি আপনাদিগের নিকট কি বর প্রার্থনা করিব, এই জগৎ স্বপ্ন তুল্য, ইহাতে কোন বস্তুই সত্য নহে "জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং সংসার মতি নশ্বরং। জলরেখা যথা মিথ্যা তথা মিথ্যা জগত্রয়ং॥" জলবিম্ব ন্যায় সংসার অতি নশ্বর, সলিলের রেখা যেমন মিথ্যা সেইরূপ এই ত্রিজগৎ মিথ্যা বস্তু হয়। অতএব এই স্বপ্ন বিলাস মিথ্যা জগতে স্থিতি করিয়া অনিত্য দেহ সমাশ্রয়ে আর কি সুখ সম্ভোগ করিব? আত্মদেহ, ধন, ঐশ্বর্য্য, হস্ত্যশ্ব যান বাহন, দারা, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, কুল, শ্রী, পৃথিবীও রাজ্যাদিকে আমার বল্লভ জ্ঞান হয় না, এ সকলই অধর্ম্মমূলক, অতএব ক্ষুদ্র সুখাসক্তি নিমিত্ত আমি কদাপি অধর্ম্মে মতি করিতে ইচ্ছুক নহি, কেবল ভগবান্ ও তদারাধনাই সত্য হয়। যথা

> সম্পদঃ স্বপ্নসংকাশং যৌবনং কুসুমোপমং।
> তড়িচ্চপল মায়ুশ্চ কস্য স্যাজ্জানতো ধৃতিঃ॥ ইতি।

এই সম্পদ সকলই স্বপ্ন তুল্য প্রকাশ, মনুষ্যের যৌবন

প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় ক্ষণকাল স্থায়ী, ক্ষণ প্রভা বিদ্যুতের ন্যায় জীবনের চঞ্চলতা, ইহা জানিয়া কিরূপে জীবের ধৈর্য্যাবলম্বন হয়।

হে দেবগণেরা! যদি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহ পুর্ব্বক আমাকে এই কহেন, যে আমার আয়ুর কি পর্য্যন্ত সীমা হয়, আপনারা আজান সিদ্ধ ভগবদ্রূপ বিশেষ, সকলি কহিতে পারেন। এতৎ রাজ-বাক্য শ্রবণে দেবরাজ পুরন্দর ঈষৎ হাস্য করিরা কহিলেন। হে রাজন্! আপনার পরমায়ু সীমা অতি অল্প, এতৎ কালাবধি এক মুহূর্ত্ত মাত্র আপনি জীবিত থাকিবেন। ইহা শ্রবণ করিবা মাত্র মহারাজা প্রণাম পুর্ব্বক দেবগণকে বিদায় দিয়া সমস্ত ধন দান করতঃ নিঃসঙ্গ ভাবাপন্ন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্বহৃদয়ে জগদন্তরাত্মা সেই সর্ব্ব সম্ভজনীয় পরমাত্মা হরিকে স্মরণ করিতে করিতে শ্বাসের উপরম করিলেন। অর্থাৎ এই মর্ত্ত্য লোকাধিবাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক অমর লোকাধি চিন্তনীয় তদ্বিষ্ণুর পরম পদে অধি গমন করিলেন। এই খট্টাঙ্গ রাজা তৎকালোচিত পরমায়ু সাংখ্যায় অত্যল্প কাল রাজ্য করতঃ মর্ত্য লীলা সম্বরণ করেন। তিন সহস্র একশত অষ্টবর্ষ চারিমাস তাঁহার শাসন কাল। (৩১৮৪)

অনন্তর তৎপুত্র "দীর্ঘবাহু" রাজ সিংহাসনে অধি-রূঢ় হইয়া স্বধর্ম্মে প্রজাপ্রতি পালন করতঃ এক বৎসরোত্তর

পঞ্চ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া তপস্যার্থে বন প্রবেশ করেন। তাহার শাসন কাল। (৫০০১)

দীর্ঘবাহুর পুত্র "রঘু,, ইনি অতি প্রতাপশালী পরাক্রমী, এবং অতিশয় যোদ্ধা, পৃথিবীস্থ সমস্ত স্থানের রাজাকে জয় করিয়া করগ্রহণ করিয়াছিলেন, সর্ব্বদেশে সকল রাজাই রঘুর গুণ কীর্ত্তন করিত, তৎকালে রঘুর তুল্য রাজা ছিল না, অতি মহীয়ান রঘুর নামে তদ্বংশকে রঘুবংশ ও তদ্বংশীয় পুরুষদিগকে সকলে রাঘব বলিয়া খ্যাত করিয়াছিল। অতি পুণ্যবান রঘুর রাজ্যে প্রজা সকল করভারে পীড়িত ছিলনা, আধি ব্যাধি জরা ছিল না, সকলেই মহাহর্ষে কাল যাপনা করিয়াছিল, অনাবৃষ্টি বা মারীভয় মাত্র ছিলনা, প্রজা সকল সম্পূর্ণ সুখে দীর্ঘকাল জীবিত ছিল, মহারাজাধিরাজ রঘু সদক্ষিণ অনেক যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অষ্টসাহস্র বর্ষ সমতীতে পুত্রে রাজ্য সমর্পণ করতঃ তপস্যার্থে অরণ্যানি প্রবেশ করেন। তৎশাসন কাল। (৮০০০)

তৎপুত্র, "পৃথুশ্রবাঃ,, পিতৃ সিংহাসনারূঢ় হইয়া পিতৃবৎ রাজ্যপালন করতঃ সম্যক্ বৈরাগ্যোদয়ে অল্পকালেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপো ধর্ম্মে সংলগ্ন হয়েন, তাহার শাসনকাল। (৪৬৯২।৮)

তৎপুত্র "অজ,, ইনি রাজ্যভার গ্রহণ করতঃ সধর্ম্মে রাজ্য প্রতিপালন করিয়া "সাগ্রমষ্ট সহস্রাণি বর্ষাণি বুভুজে

মহীঃ " অজরাজা অষ্ট সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া স্বর্গত হন। তৎশাসন কাল। (৮০০০)

অজ রাজার উপরমে তৎপুত্র (দশরথ) রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী অযোধ্যার সিংহাসনারূঢ় হইয়া সাম্রাজ্য ভার গ্রহণ করেন। মন্বোক্ত দশবিধ ধর্ম্মে সম্যক্ নিষ্ণাত ছিলেন, কোনমতে ধর্ম্মপদবী হইতে তিনি স্খলিতপাদ হন নাই, শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য গুণে অতি মাননীয়, বাহুবলে সর্ব্বত্র সকল রাজাকেই জয় করিয়াছিলেন, সমুদ্র মেখলা ধরণী পৃষ্ঠে সর্ব্বত্রেই তাঁহার জয়পতকা উড্ডীয়মানা ছিল। তিনি কুলজন হিতকারী বন্ধুবর্গানুমোদী হইয়া বহুকাল রাজ্য করেন, কেবল দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ অনপত্যতা দুঃখেই চিরদিন চিত্ত সন্তাপিত ছিল। মহারাজা দশরথ সপ্তশত উনপঞ্চাশৎ রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কোশলরাজকন্যা কৌশল্যা, মধ্যমা কেকয়দেশীয় গিরিব্রজ রাজধানীর অধিপতি কেকয়রাজদুহিতা কৈকয়ী, আর সুমাত্র দ্বিপীয় রাজকন্যা সুমিত্রা, এই তিন মহিষী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা কৌশল্যা, মধ্যমা কেকয়ী, কনিষ্ঠা সুমিত্রা, এতদ্ভিন্ন সিংহল, তারকট, মরীচি, বারুণ, তাম্রবর্ণ, নাগদ্বীপ এবং ইন্দুদ্বীপীয় অনেকানেক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন, কিন্তু কোন গর্ব্ভেই সন্তান জন্মে নাই, কেবল শান্তা নামে একা কন্যা মাত্র হইয়াছিল,। সেই কন্যাকে প্রতিপালন করিতে প্রিয় সখা অঙ্গদেশীয় রোমপাদ রাজাকে প্রদান করেন।

বিভাণ্ডক ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। সেই ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনা করেন। অনন্তর পুত্রীয় চরু প্রবীণা তিন রাজ্ঞী প্রাশন করিয়া কালে গর্ব্ভ ধারণ করেন। ঐ তিন মহীষীর গর্ব্ভে চারিটি সন্তান হয়। কৌশল্যা গর্ব্ভে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠগুণ শালী শ্রীরাম, মধ্যমাগর্ব্ভে ভরত, কনিষ্ঠা গর্ব্ভে সর্ব্ব লক্ষণান্বিত লক্ষণ ও শত্রুঘ্নের উৎপত্তি হয়। লক্ষ্মণ শ্রীরামানুগত শত্রুঘ্ন ভরতানুগত হয়েন। ঐ চারি পুত্রের অদ্ভুত চরিত্র গুণে, আর ভবিষ্যদ্বক্তা মহর্ষি বাল্মীকি রাম জন্মের পুর্ব্বে রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রত্যক্ষ হওয়াতে সকল লোকেই তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। এই সকল বিষয়ে বিজাতীয়েরা কুতর্কদ্বারা কহিয়া থাকেন, যে রাম মনুষ্য এবং বাল্মীকি মুনিও তৎ সমকালবর্ত্তী ছিলেন, কেবল প্রতারণা মূলক বাক্য রচনা করিয়া ভবিষ্যৎ বক্তারূপে ভাবি আপন মহিমা প্রকাশার্থ কতক গুলা অমূলক বাক্য রচনা করিয়াগিয়াছেন। উত্তর, যদ্যপি এইরূপ তাহাদিগের বাক্য মত রামায়ণ গ্রন্থের রচনা হইত, তবে তৎকাল জাত আর আর মহর্ষিগণেরা ও অন্যান্য বিচক্ষণ জনগণেরা অবশ্যই শ্রীরামচন্দ্রকে মনুষ্য ও রামায়ণ গ্রন্থকে অপ্রামাণ্য করিত। যাহা হউক্ পুরাবৃত্ত কথন প্রসঙ্গে সে বাদানুবাদের কোন প্রয়োজন নাই, এরূপ তর্কে কোনজাতীয় শাস্ত্র

ও ঈশ্বরাবতার প্রসঙ্গকে মিথ্যা কহিতে কে না সাবকাশ প্রাপ্ত হয়? এ অনিত্য জল্পনার প্রয়োজনাভাব, শুদ্ধ রাজরূপে শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যকে আমি বর্ণন করিতেছি। অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রকে একজন মহাবল পরাক্রম রাজা মান্য করিলে এবং লোক বিস্মাপনীয় অতুল্যাদ্ভুত তৎকার্য্য সকল দৃষ্টি করিলে অবশ্যই এতদ্দেশীয়ের ক্ষুদ্রত্বাপত্তির নিরাস হইয়া যাইবেক।

পুর্ব্বোক্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয় মিথিনামে রাজা মিথিলা নামে একনগর স্থাপনা করেন, আধুনিক তন্নাম ত্রিহুত। এক্ষণে তৎস্থানের সৌভাগ্য কি কহিব পুনঃ পুনঃ যবন জাতীয়ের দিগের উপদ্রবে তাহার চিহ্ন মাত্র ও নাই। সেই মিথিলা-নগরে তৎসময়ে সীরধ্বজ জনক নামে মহাসম্ভ্রান্ত রাজা ছিলেন, তিনি মহাযোগী যোগ প্রভাবে রাজর্ষি কল্পে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ঐ জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিবার কালে মৃত্তিকা হইতে এককন্যা রত্নলাভ করেন, তাহার নাম-সীতা, তদ্ভিন্ন আর ও তাঁহার কন্যাত্রয় ছিল। শ্রীরামচন্দ্র সেই সীতার পাণিগ্রহণ করেন, এবং শ্রুতকীর্ত্তি, ঊর্ম্মিলা প্রভৃতি আর তিন কন্যার সহিত ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়।

অনন্তর মহারাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষেক করিবার কালে তৎ প্রিয়তমা পত্নী ভরত জননী কৈকেয়ী স্বীয় পুত্র ভরতকে রাজ্য দিবার কারণ অনুরোধ

করেন। তাহার প্রতিকারণ রাজা কৈকেয়ীকে বরদ্বয় প্রদান করিব বলিয়া পুর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই বর যাচিঞা ছলে কৈকেয়ী একবর শ্রীরামের বনবাস দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন। তন্নিমিত্ত রাজসভায় মহা বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু ভরত তৎকালে মাতামহাশ্রয়ে অধিবাস করিতেন। মহাধার্ম্মিক শ্রীরামচন্দ্র তৎকালে এই বিবেচনা করিলেন, যে পিতা মহারাজ ধার্ম্মিক সত্যপরায়ণ, তাঁহাকে সত্যে বিচলিত করা আমার কোনমতেই শ্রেয়ঃকল্প নহে, এবং সর্ব্বাভিমত সিদ্ধ না হইলেও রাজ্যে সুখলাভ হইতে পারে না, এ কারণ শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বসন্তোষার্থে আপনি স্বেচ্ছাপুর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চীরবল্কল জটা ধারণ পূর্ব্বক সহসীতা দণ্ডকারণ্যে গমন করেন, ভ্রাতৃ স্নেহানুসারে ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণও তৎ সমভিব্যারী হন্। পরে পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত রাজা দশরথ সুতীব্রযাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া কেবল রামানুস্মরণ করতঃ দিনত্রয় মধ্যেই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করেন। তৎ সংবাদ শ্রবণে অতি ব্যাকুল হইয়া মাতামহালয় হইতে ভরত সত্বর গমনে অযোধ্যায় আগমন করেন। আগত হইয়া রাজার মৃতদেহ দেখিয়া এবং প্রিয়তর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাম বিবাসন বার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত দূনমনে মাতাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া রামানয়নে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করেন। পথিগত চিত্রকুটে

শ্রীরামের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া অনেক বিনয় সহকারে আনিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু রাম কর্ত্তৃক তাঁহার তচ্চেষ্টা সফলা হইল না। অনন্তর ভরত শ্রীরামচন্দ্রের কুশ পাদুকা লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হন। সেই পাদুকাদ্বয়কে রাজ-সিংহাসনে সংস্থাপন করতঃ আপনি জটাবল্ক ধারণ পূর্ব্বক নন্দীগ্রামে বাস করিয়া মন্ত্রীরূপে রাজকার্য্য করিয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীরাম, লক্ষ্মণ সীতা সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্য মধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐবনে বিরাধ নামক এক রাক্ষস চমূপতিকে বিনাশ করিয়া একাম্রকাননে অগস্ত্যাশ্রম পদে উপস্থিত হন, অতি প্রীতমনা হইয়া মুনি-বর শ্রীরাম লক্ষ্মণকে দুইখানি অজেয় ধনু ও দুইটি অক্ষয় শায়ক তূণ প্রদান করেন, তথাহইতে গমনকালে কবন্ধকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হন। পরে কবন্ধকে নিহত করিয়া গোদাবরীতীরে পঞ্চবটীমধ্যে উটজ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাসকরতঃ অনেক সমাকে সমতিপাত করেন। অধুনা তৎস্থানের নাম পুনা-সেতারা হইয়াছে।

একদা দশানন ভগিনী শূর্পণখা ঐ আশ্রমগতা হইয়া শ্রীরামলক্ষ্মণরূপ সন্দর্শনে স্মর শরে উন্মথিত চিত্তা হয়। হৃচ্ছয়াগ্নিতাপে সন্তপ্তা নিশাচরী অপূর্ব্বরূপলাবণ্য সন্ধারণ পূর্ব্বক উৎপন্ন স্মররোগোপশান্তি নিমিত্তক মহৌষধিজ্ঞানে রাম লক্ষ্মণ সন্নিধানে আসিয়া স্বীয়াভিলাষ প্রকাশ করিয়া কহে, তৎশ্রবণে জাতামর্ষী হইয়া রামেঙ্গিতানুসারে ধনুর্দ্ধর

লক্ষ্মণ শাণিতক্ষুর প্রেষণদ্বারা তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। তাহাতে ক্রন্দমানা নিকৃতি বিকৃতি ভজমানা হইয়া তথা হইতে সত্বরগমনে আসিয়া তৎপরিত্রাণদ খর, দূষণ ও ত্রিশিরাদি পুরুষত্রয়কে সংবাদ করে, তৎসংবাদশ্রবণে কূটাযোধী নিশাচরত্রয় সন্নদ্ধ হইয়া বদ্ধ গোধাঙ্গুলীত্র ধনুষ্পাণি চতুর্দ্দশ সহস্র তমসীচর সমভিব্যাহারে রামনিগ্রহার্থে পঞ্চবটীতে সমাগত হয়। রঘুনাথ তদ্দৃষ্টে জানকীরক্ষার্থে অনুজ লক্ষ্মণকে সংস্থাপনকরতঃ ধনুষ্পাণি হইয়া তাহাদিগের সম্মুখে সংগ্রামার্থ সমুপস্থিত হইয়া কিয়ৎক্ষণমাত্র সংপ্রহারে চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসী সেনা সংহারকরতঃ বীরত্রয়কে শমন সদন দর্শন করাইলেন। তাহা দেখিয়া শূর্থনখী নিকষা গর্ব্ভসম্ভূতা মহোগ্রমূর্ত্তি মহামোহরূপ দশকন্ধরকে আপনার বিরূপীকরণ বিষয়ক সংবাদাবগত করিয়াছিল।

রাক্ষসরাজ শূর্পণখামুখে রামঘটিত সমস্তবৃত্তান্ত ও রামপত্নী সীতার রূপলাবণ্যাদির প্রশংসাবগতি করিয়া সীতা গ্রহণে সাভিলাষ হইয়া বাহ্যে ভগ্নী প্রিয়চিকীর্ষা ব্যাজে সন্ন্যাসীরূপে রামাশ্রম পদে সমাগত হইয়া রামলক্ষ্মণ বিরহিত কুটীরস্থা সীতাকে হরণ করিরাছিল, পুষ্পকারূঢ় রাবণ পথিগমনকালে গতি বিরোধক পক্ষীরাজ জটায়ুকে বিনিহত করতঃ লঙ্কায় গিয়া অশোক বনিকা মধ্যে সীতাকে সংস্থাপনা করেন।

পুরাবৃত্তে ভূরিশঃ প্রমাণ আছে, যে অতিপূর্ব্ব রাজা-

দিগের বিমানারোহণ পূর্ব্বক আকাশ পথে গমনাগমন করাছিল। সে বিমানের বাহক অশ্ব নহে, শুদ্ধ পদার্থযোগে কল্পিত বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইত। শূন্য গমন প্রতি অলীকত্বাপবাদ দেওয়া যাইতে পারে না, যেহেতু অধুনা ম্লেচ্ছদেশীয় কোন কোন পুরুষেরা বাষ্পানুকুলে "বেলুন," যন্ত্র প্রকাশে শূন্যমার্গ গমনের প্রথাকে প্রমাণীকৃতা করিয়াছেন। তৎকালে রাজারা যৎপ্রভাবে যন্ত্র চালনা করিতেন, তাহাতে যে কি কৌশল ছিল, এক্ষণে তাহা কেহই অবগত নহেন, পুনঃ পুনঃ রাজ্য বিপ্লব হেতু সে বিদ্যা এখন বিলোপাবস্থায় রহিয়াছে।

সে যাহাহউক। পরে শ্রীরামচন্দ্র সীতাহরণজন্য শোক কর্ষিত হইয়া সীতান্বেষণার্থে বানরপতি সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিয়া ছিলেন। অর্থাৎ রাবণ সখ তদ্ভ্রাতা বালিকে যুদ্ধে হত করিয়া তদনুজসুগ্রীবকে রাজ্যস্ত্রীপ্রদানপুর্ব্বক বালি পুত্র অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। চারিমাস বর্ষায় মাল্যবান পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া শরদাগমে বানর দূত দ্বারা লঙ্কাস্থিতা জানকীর উদ্দেশ পাইয়া লঙ্কাধিপ বধে প্রযত্নবান্ হন্।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসাইয়া তদ্দ্বারা বানরচমূ সংগ্রহ করতঃ সাগরোপরি সেতু বন্ধন করিয়া বানরানীক সমভিব্যাহারে রাবণনগরী লঙ্কায় প্রবেশ করেন। পরে যুবরাজ অঙ্গদ রামদূত হইয়া রাবণ

সভায় গিয়া সংগ্রামকরণার্থে সংবাদ দেন। অনন্তর রাবণ ভ্রাতা বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাপ্রত্যর্পণ জন্য উপদেশ দেওয়াতে লঙ্কেশ্বর জাতক্রোধী হইয়া বিভীষণকে পদাঘাত করতঃ বিধিমত অপমানিত করেন। তাহাতে যৎপরোনাস্তি মনস্বী হইয়া বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া রামের সহিত মিলিত হন। শ্রীরামও বিভীষণকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা লঙ্কার ও রাক্ষসরাজের সম্যক বিবরণ পরিজ্ঞাত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন।

রাজাধিরাজ রাবণ ত্রিলোক বিজয়ী তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধনাধিপতি কুবের, তদ্ধনে রাবণের কোষাগার পরিপুরিত, ও বহুসৈন্য সামন্তযুক্ত, স্বয়ং বরদর্পিত মহাবীর পুরুষ, পুত্রপৌত্রাদি সকলেই সংগ্রামকুশল, ত্রিলোকগ্রাসক অনুজ ভ্রাতা মহাবীর কুম্ভকর্ণ এবং বিদ্যুজ্জিহ্বাদি অনেকানেক কৌশলকারী যন্ত্র নির্ম্মাতা শিল্পকর ছিল, তাহারা অভাবনীয় এক এক প্রকার শিল্পদ্বারা জগৎকে সম্মোহিত করিয়াছিল। এরূপ বহুতর ধনজনাদি সম্পন্ন রজনীচর রাজ সপ্ত উপদ্বীপা ধরণীকে সমস্ত উপদ্বীপের সম্বিত জয় করিয়া স্বয়ং ত্রিলোকাধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ লঙ্কার দুর্গ অতি দুর্গম, সুদৃঢ় তাম্রলৌহাদি ধাতুতে প্রাচীর বিনির্ম্মিত অজেয়রূপে বিখ্যাত ছিল। একারণ রাবণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নিরস্ত্র বানরীসেনা সহায়ে লঙ্কা প্রবেশপুর্ব্বক রাক্ষসকুল জয়ে কখনই মনুষ্যে সমর্থ হইবে না। এ বিধায়

বিভীষণ বাক্যের অনাদরণ করতঃ রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণ প্রমুখাৎ সমুদয় গোপনীয় সন্ধান অবগত হইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া সদলবলে রাক্ষসাধিপতিকে বিনাশ করতঃ দুর্ভেদ্য লঙ্কাদুর্গকে একেবারে ছারখার করিয়াছিলেন। সবংশে রাবণ হত হইলে বিভীষণকে তৎপুরাধীশ্বরকরতঃ সীতা লইয়া পুনরযোধ্যায় আগমন করেন, এবং চারিভাই একত্র মিলিত শ্রীরামচন্দ্র পিতৃপিতামহের পরিপালিত রাজ্যকে ধর্ম্মতঃ পালন করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথের বয়স নয়সহস্র বৎসরগত দুই পুত্র জন্মে তাহার প্রমাণ যোগবাশিষ্ঠে বৈরাগ্যপ্রকরণে। যথা—“ নববর্ষ সহস্রাণি মমজাতস্য কৌশিক। দুঃখেনোৎপাদিতা স্তেতে চত্বার পুত্রকাময়া ,, বিশ্বামিত্রকে দশরথ কহেন। হে কৌশিক! আমার বয়স নয়সহস্রবর্ষগত, আমার অনেক দুঃখে চারিটি সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব মৃত্যুকালে তাহার আরও কিঞ্চিৎ বয়স অধিক হইয়াছিল। সুতরাং মহারাজা দশরথের রাজ্যশাসনকাল একশত দশোত্তরনবসহস্রবর্ষ। (৯১১০)

পুরাবৃত্তে জনশ্রুতি আছে, যে রামরাজ্যে প্রজার কোন উদ্বেগ বা আধিব্যাধি জরা রোগ অকাল মৃত্যু ছিলনা, নিরাময় স্বচ্ছন্দসুখে প্রজাগণ কালযাপনা করিয়াছেন, সর্ব্বশস্যে পৃথিবী পরিপূর্ণা, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্ট্যাদির শঙ্কা

ছিলনা। শ্রীরামচরিত্রকে চিরকাল জাগরূক রাখিবার জন্যে অনেকানেক পুরাবৃত্তেতিসাহাদিতে পণ্ডিতগণেরা বর্ণনা করিয়াছেন। একারণ অদ্যাপিও রামচরিত্র সর্ব্বদেশে সুবিখ্যাত রহিয়াছে।

অনন্তর লক্ষ্মী বর্দ্ধন লক্ষ্মণ রামানুগামী ছিলেন, তিনি কিয়ৎকাল যমুনোপকূলাবধি সাগরান্ত দক্ষিণদেশের পরিরক্ষণার্থে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ভরত, সংগ্রামে গন্ধর্ব্ব রাজ্য জয় করিয়া তদ্দেশে আধিপত্য করেন। শত্রুঘ্ন লবণকে নিহত করিয়া মথুরার রাজা হন, কিন্তু সকলেই রামাজ্ঞাবশবর্ত্তী ছিলেন। এইরূপে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যকাল বিদ্যমান ত্রেতাযুগে অনুবর্ণিত হইয়াছে।

> একাদশ সহস্রাণি একাদশ শতানিচ।
> বুভুজেচ যথাকালং কামানন্যানপীড়য়ন্।
> বর্ষপুগান বহূন্ নৃণা মভিধ্যাতোহঙিঘ্রপল্লবঃ॥

সর্ব্বজীবের অভিধ্যেয় পদ শ্রীরামচন্দ্র একাদশ সহস্র বর্ষকাল যথাকাম এই ধরণীমণ্ডলে রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন বিষয়ে কোন প্রাণীর পীড়াদায়ক হয়েন নাই, অতএব শ্রীরামচন্দ্রের শাসন কাল। (১১০০০)

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—হে মহাত্মন্! পরমাত্মাশিবরূপের স্বরূপতা বর্ণনা দ্বারা অস্মৎ চিত্তস্থ আগ্রহতার চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে আজ্ঞা হয়?

পরমহংসের উত্তর! রে জ্ঞানাভিমানিন্। অনাদিনিধন বিজ্ঞান ঘন চিদানন্দস্বরূপ সদাশিবকে সর্ব্বশাস্ত্রেই মহাকাল বলিয়া বিখ্যাত করেন। অপক্ষয় বিনাশাদিরহিত কালাত্মার অবস্থাদিশূন্য অথচ তিনি সর্ব্বাবস্থ। কালের কোন আকার নাই অথচ বহ্বাকার বিশিষ্ট, কালের কোন রূপ নাই, অথচ সর্ব্ব রূপবান। কালই জগদুৎপাদক, জগৎপালক, জগৎ সংহারক হয়েন। সর্জ্জন, পালন, বিধন এই কালের এক প্রকার অবস্থা, অপর অতীতানাগত বর্ত্তমান ইহাও তদবস্থা রূপে পরিগণিত হয়। বাল্য, যৌবন, জরা জীবসম্বন্ধে এই তিন অবস্থাকেও কালাবস্থা বলা যায়। অনাম অরূপ হইয়াও কাল সর্ব্বনাম ও সর্ব্বরূপবিশিষ্ট হয়েন। "অনোরনীয়াস্মহতো মহীয়ানিতি,, শ্রুতি প্রমাণে কাল স্থূল হইতে স্থূল, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম। যথা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরমাণু, স্থূলাতিস্থূল কল্পাদি,, অর্থাৎ কল্প হইতে সূক্ষ্ম মন্বন্তর, মন্বন্তর হইতে দিব্য যুগ, দিব হইতে যুগ, যুগ হইতে বৎসর, বৎসর হইতে অয়ন, অয়ন হইতে ঋতু, ঋতু হইতে মাস, মাস হইতে পক্ষ, পক্ষ হইতে দিবা, দিবা হইতে প্রহর, প্রহর হইতে

যামার্দ্ধ, যামার্দ্ধ হইতে মুহুর্ত্ত, মুহুর্ত্ত হইতে দণ্ড, দণ্ড হইতে পল, পল হইতে বিপল, বিপল হইতে অনুপল, অনুপল হইতে কলা, কলা হইতে বিকলা, বিকলা হইতে কাষ্ঠা, কাষ্ঠা হইতে নিমেষ, নিমেষ হইতে ক্ষণ, ক্ষণ হইতে ত্রসরেণু, ত্রস-রেণু হইতে অণু, অণুহইতে পরমাণু ইত্যাদি। এইরূপ উপরি উপরি স্থূলাবস্থা হয়। অতএব স্থূল সূক্ষ্মরূপে অনেকাবয়ব বিশিষ্ট কাল।

কালবয়বপ্রাপ্তে কার্য্যরূপ প্রত্যক্ষফলানুভব হইয়াথাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিকেও কালরূপ সর্ব্বশাস্ত্রেই উ-ল্লেখ করিয়াছেন। যথা "মহাকালো জগৎকর্ত্তা শিবঃ পরম পুরুষ ইত্যাদি।" তথাচ "বাসুদেবো জগন্নাথো ভগবান কালপুরুষ ইত্যাদি।" ব্রহ্মারূপ সৃষ্টিকাল, বিষ্ণুরূপ পালনকাল, শিবরূপ সংহারকাল হয়েন। সেই মহাকাল যে শিবরূপ, তাহা তদ্রূপাবয়বের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই বোধগম্য হইতে পারে। কাল যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালদর্শী, একারণ শিবরূপ ত্রিলোচন বিশিষ্ট, এতৎ সংসার জরাবস্থায় নিধনদশাপ্রাপ্ত হয়, এতদর্থে শিবস্বরূপে বৃদ্ধাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। কালে প্রলয়াগ্নিতাপে যে জগৎ ভস্মীভূত হয়, তন্নিদর্শনার্থে শিবকে ভস্মভূষণ বলিয়া উক্ত করেন। কালে শিব জীব নিকায়ের কঙ্কালমালাতে জগৎ পরিপূর্ণ হয় এজন্য অনাদিনিধন শিব কঙ্কালমালী হন। কালে নরসকলের অস্থি ভূতলে বিচরিত

একারণ শিবরূপে করকমলে নরকপালসংস্থিত হইয়াছে। মুক্তিকালে জীব সকলে পরমাত্মা কালরূপে শয়ন করে, আর পুনর্ব্বার জাগ্রত হয় না, বিশেষতঃ কাশীরও নাম মহাশ্মশান একারণ শিবকে মহাশ্মশানালয় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ভিন্ন শ্মশানভূমিতে মহাদেবের বাসের আরও এই কারণ, যে কালরূপী শঙ্কর সর্ব্বসংহারক হয়েন। আর মুণ্ডমালা ধারণের এই কারণ যে কালে সকল জীবেরই শিরোনিরস্ত হয়, তন্নিদর্শনার্থে হর গলে নরশিরমালা বিভূষণ। নীলকণ্ঠরূপে কালের কালিমার প্রদর্শন করাইয়াছেন, কালের অপরিচ্ছিন্নতায় সর্ব্বব্যাপকত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ শিব দিগ্বাসা হয়েন। এই বিশ্বসৃষ্টির যত অঙ্গ ও যত উপকরণ আছে, সে সকল অঙ্গ হইতে প্রধানাঙ্গ পঞ্চ মহাভূত হয়, একারণ কালস্বরূপ শিবরূপের পঞ্চাননত্ব শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। কালের অমোঘবীর্য্যতা পদে পদে প্রদর্শন হয়, তাহাতে উত্তমাধম মধ্যম পক্ষে নিয়তিকালের প্রধানাশক্তি, সেই নিয়তিই শিবের ত্রিশূল, তাহা কোনমতেই ব্যর্থ হয় না, অর্থাৎ নিয়তির অন্যথা করিতে কেহই পারেন না। যিনি যত বড় দুরাত্মা ও হিংস্রক হউন না কেন, কিন্তু কালে তাঁহার নিধন হয়, তাহার চর্ম্মোপরি কাল নিয়তই অবস্থান করেন, এহেতু ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর শিবরূপের ব্যাখ্যা করেন। ভুজঙ্গকুল অতি অবশ্য, উরুমন্যুও অতি খল, কিন্তু তাহারাও কালের বশীভূত একারণ সদাশিব ভুজঙ্গভূষণ জ্ঞানস্বরূপ

মহাকাল শিবরূপ, তাঁহার বাহন বৃষ হয়, তদর্থে জানাইছেন যে জ্ঞান কেবল একধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, অতএব বৃষরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞানস্বরূপ শিবকে সর্ব্বদা বহন করেন, অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানে রতব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানের সম্যক্ ফললাভ হয়। কোনমতে শিবকে চতুর্ভুজরূপে যে বর্ণন করেন, তাহাতে চতুর্ব্বর্গই সাক্ষাৎ প্রমাণ হইতেছে, যথা— "পরন্তু মৃগবরা ভীতিহস্তমিত্যাদি,, যে হস্তে মৃগ, সেই হস্তই কাম, অর্থাৎ সর্ব্বাভিলাষপূরক মৃগমুদ্রা হয়। যে হস্তে কুঠার, সেই হস্তই অর্থ, অর্থাৎ বিনা শত্রুনাশে রাজ্য কি ঐশ্বর্য্যলাভ হইতে পারে না। যে হস্তে বর, সেই হস্তই ধর্ম্ম, অর্থাৎ বিনা ধর্ম্মে বিশুদ্ধ সুখের সন্দর্শন নাই। যে হস্তে অভয়, সেই হস্তই মোক্ষ, অর্থাৎ বিনা মোক্ষে জীবের ভয় শান্তি নাই। অতএব কালমূর্ত্তি যে পরমাত্মা শিব, তাহাতে সন্দেহ কি? কেহ কেহ শিবকে দশবাহুরূপে ও ধ্যান করেন, তদর্থে কালের কর দশদিগেই বিস্তৃত আছে, তাহাতে দশবিধ অস্ত্র ধারণ, তদর্থে আত্মা হইতে কালে জীবের নানোপকরণদ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে। যিনি কাল, তিনি জগৎকর্ত্তা ও ভর্ত্তা, হর্ত্তা হয়েন, সুতরাং যিনি কর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর, একারণ শিবকে শাস্ত্রে ঈশ্বর বলেন। এবিধায়ে শিবোপাসনায় যে নিরতিশয় শিবত্ব অর্থাৎ তন্ময়তাপ্রাপ্তি হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শুদ্ধ অব্যক্তরূপ পরমাত্মার উপাসনায় সামান্য জীবের

সামর্থ হয় না, একারণ উপাসনার সৌলভ্যসাধনজন্য পরমা-
ত্মার আত্মোপকরণে রূপ বিনির্ম্মিত শিবনাত্র হয়, এই সকল
রূপ ভাবনা করিলেই পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞরূপে পরমাশান্তিলাভ-
করতঃ জীব সংসারবন্ধে পরিমুক্ত হয়। যাহারা নিতান্ত
অজ্ঞ, তাহারাই নামরূপের দ্বেষ করিয়া মোক্ষসুখে বঞ্চিত
হইয়া থাকে এইমাত্র।

গৃহস্থধর্ম্ম সংস্কার কথন।

ষষ্ঠেমাসি কুমারস্য মাসে বা ঘাষ্টমে পিবা।
পিতৃ ভ্রাতাপিতা বাপি কুর্য্যাদন্নাশনক্রিয়াং॥

বালকের ছয়মাসে বা অষ্টমমাসে পিতা কি পিতার
ভ্রাতা সন্তানের অন্নপ্রাশনক্রিয়া করিবেন। যথা,

পূর্ব্ববদ্দেব পূজাদি বহ্নি সংস্করণংতথা।
এবং ধারান্ত কর্ম্মাণি সংপাদ্য বিধিবৎপিতা।
দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীস্তত্র শুচিনাম্নি হুতাশনে॥

পূর্ব্ববৎ গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারাসম্পা-
তন, আয়ুষ্যজপ ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি করতঃ স্বশাখোক্ত বহ্নিস্থা-
পনপূর্ব্বক যথাবিধি অগ্নিসংস্কার কর্ম্ম করিবেন। অনন্তর
শুচি নামে অগ্নির নামকরণ করতঃ পিতা পঞ্চাহুতি প্রদান ক-
রিবেন।

অগ্নিমুদ্দিশ্য প্রথমাং দ্বিতীয়াং বাসবং স্মরন্।
ততঃ প্রজাপতিংদেবং বিশ্বান দেবান ততঃপরং।
ব্রহ্মাণঞ্চ সমুদ্দিশ্য পঞ্চমী মাহুতিং ত্যজেৎ ॥

শুচি নামাগ্নিতে অগ্নির উদ্দেশে প্রথমাহুতি, ইন্দ্রো-দ্দেশে দ্বিতীয়াহুতি, প্রজাপতির উদ্দেশে তৃতীয়াহুতি, বিশ্ব-দেবের উদ্দেশে চতুর্থাহুতি, ব্রহ্মার উদ্দেশে পঞ্চমাহুতি প্রদান করিবেন।

ততোহগ্নাবন্নদাং ধ্যাত্বা দত্তপঞ্চাহুতিঃ পিতা।
তত্রাথ বা গৃহেতস্মিন্ বস্ত্রালঙ্কার শোভিতং।
ক্রোড়েনিধায় তনয়ং প্রাশয়েৎ পায়সামৃতং ॥

অনন্তর পিতা ঐ অগ্নিতে অন্নদাকে ধ্যানকরতঃ পঞ্চা-হুতি প্রদান করিবেন। পরে ঐ হোমস্থানে বা অন্য কোন গৃহেইবা হউক্ বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত করতঃ বালককে ক্রোড়ে নিয়া সঘৃত হোমীয় পরমান্নপ্রাশন করাইবেন।

পঞ্চপ্রাণাহুতের্ম্মন্ত্রৈ ভোজয়িত্বাতু পঞ্চধা।
ততোন্নব্যঞ্জনাদীনাং দত্বা কিঞ্চিৎ শিশোর্মুখে।
শংখতুর্য্যাদি ঘোষেণ প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ॥

অনন্তর অগ্নিতে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চাহুতি দিয়া পঞ্চপ্রাণাহুতিমন্ত্রে শিশুর মুখে পঞ্চ গ্রাস দিয়া, পরে অন্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি কিঞ্চিৎ সন্তানের মুখে প্রদান করিবেন। ইহাতে দেশবিশেষে আচার ভেদে, কোথাও পিতা কোথাও বা মাতুল অন্নপ্রাশন করাইবেন,

এবং নানাবিধ যৌতুক ও পুস্তকলেখনীপ্রভৃতি হস্তে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন, পরে শঙ্খবাদ্য ও অন্যান্য বাদ্যাদি করণানন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোম করতঃ পূর্ণাহুতি দিয়া বহ্নি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ম্ম সমাপন করিবেন।

ইতি অন্নপ্রাশনবিধি।

অথ পুষ্পমাহাত্ম্য।

কহ্লার কুসুমৈর্যস্তু পূজয়েজ্জগদম্বিকাং।
মহাপাতক কোটীশ্চ জন্মান্তর কৃতাঅপি।
মাসমাত্রেণ হন্যন্তে সত্যং সত্যং নসংশয়ঃ॥
লক্ষ্মীস্তস্য ভবেদ্গেহে সুস্থিরা বীরবন্দিতে॥

হে বীরবন্দিতে দেবি! একমাসমাত্র সঙ্কল্প করিয়া কহ্লারপুষ্পদ্বারা জগদম্বিকা অর্থাৎ মহাদেবীমাত্রের পূজা যে ব্যক্তি করে, তাহার জন্মান্তরকৃত কোটিকোটি মহাপাতক-নাশ হয়। ইহা আমি তোমাকে সত্যই কহিতেছি, তাহার গৃহে লক্ষ্মী সর্ব্বদা সুস্থিরা হইয়া থাকেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

জবাপুষ্পৈ র্মহেশানি পূর্ব্ববৎ যদিপূজয়েৎ।
মাসমাত্রেণ নশ্যন্তি সপ্তজন্ম কৃতান্যপি।
ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি ধনবান জায়তেকবিঃ॥

হে মহেশ্বরি! যদি জবাপুষ্পদ্বারা মাসমাত্র সঙ্কল্পে ভগবতীর পূজা করে, তবে সপ্তজন্মকৃত ব্রহ্মহত্যাদি মহা-

পাতক সকল বিনষ্ট হয়, এবং এই পৃথিবীতলে সেই ব্যক্তি অতিশয় ধনবান ও কবি হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

পূর্ব্ববৎ কেতকীপুষ্পৈঃ পত্রৈর্ব্বা যদি পূজয়েৎ।
মাসমাত্রেণ দেবেশি উপপাতক কোটয়ঃ।
লভতে রাজসৌভাগ্যং সাধকো নাত্রসংশয়ঃ।।

পূর্ব্ববৎ এক মাসমাত্র সঙ্কল্প করিয়া যদি কেতকীপুষ্প ও কেতকী পত্রদ্বারা মহাদেবীর অর্চ্চনা করে, তবে গো-হত্যাদি কোটিকোটি উপপাতক নাশহয়, আর পুজকব্যক্তির রাজসৌভাগ্য লাভ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

শতপত্রৈর্মহেশানি পূর্ব্ববৎ পূজয়েচ্ছিরাং।
মাসমাত্রেণ দেবেশি সর্ব্বপাপং বিনাশয়েৎ।।

যদি একমাস পদ্মমাত্রে পূর্ব্ববৎ শিবাদেবীকে মনুষ্য পূজা করে। হে দেবেশি! তবে সেই মনুষ্যের সঞ্চিত স-মস্ত পাপের বিনাশ হয়।

চম্পকৈঃ পূজয়েদ্দেবীং পূর্ব্ববন্মাস মাত্রকং।
নিহত্য পরমেশানি পাতকং শতজন্মজং।।
সৌভাগ্যং লভতে মন্ত্রী ত্রিষুলোকেষু পার্ব্বতি।।

পূর্ব্ববৎ মাসমাত্র সঙ্কল্পে চম্পকপুষ্পদ্বারা যদি সাধক মহাদেবীকে অর্চ্চনা করে। হে দেবিশি! হে পরমেশ্বরি! তবে সেই সাধকের শতজন্মজাত পাতক বিনাশ হয়। হে পার্ব্বতি! আর তাহার ত্রিলোকীতলে পরমসৌভাগ্যলাভ হয়।

শ্বেতপদ্মৈর্মহেশানি মাসমাত্রং প্রপূজয়েৎ।
ত্রিংশজ্জন্মকৃতান্ পাপান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥

হে মহেশানি! শ্বেতপদ্মদ্বারা একমাসমাত্র যদি ভগবতীর পূজা করে, তবে তাহার ত্রিংশৎজন্মকৃতপাপ সমুচ্চয় বিনষ্ট হয়, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।

বন্ধূকৈঃ পূর্ব্ববদ্দেবি মাসমাত্রং প্রপূজয়েৎ।
নিহত্য সর্ব্বপাপানি ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥

বন্ধকপুষ্পদ্বারা পূর্ব্ববৎ সঙ্কল্পে যে ব্যক্তি মাসমাত্র দেবীকে পূজা করে। হে দেবি! তবে তাহার সমস্ত পাতক বিনাশানন্তর ত্রৈলোক্য বশীভূত হয়।

মালতীমল্লিকাজাতী কুন্দৈঃ শ্বেতোৎপলৈঃসহ।
সুমিশ্রৈঃ পূর্ব্ববদ্দেবীং মাসমাত্রং প্রপূজয়েৎ।
ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি শতজন্ম কৃতান্যপি।
নাশয়েৎ পরমেশানি মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা ॥

হে পরমেশ্বরি! যদি রক্তচন্দনাদি সহিত এবং সুগন্ধ মিশ্র মালতী, মল্লিকা, জাতী, কুন্দ ও শ্বেতোৎপলপুষ্পদ্বারা পূর্ব্ববৎ মাসমাত্র দেবীকে পূজা করে, তবে শতজন্মকৃত ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাতক বিনাশ পায়, এবং মুক্তিও তাহার করতলস্থা হয়।

রক্তোৎপলজবা বহ্নিবন্দূকাগস্ত্যকৈঃ শিবাং।
পূর্ব্ববৎ পরমেশানি মাসমাত্রং প্রপূজয়েৎ।
পাতকং নাশয়িত্বাসৌ মমতুল্যো ভবেন্নরঃ ॥

হে পরমেশ্বরি! যদি রক্তোৎপল, জবা, বহ্নিবন্ধূক, অর্থাৎ রঙ্গণপুষ্প এবং বকপুষ্পদ্বারা পুর্ব্ববৎ মাসমাত্র দেবী পুজা করে, তবে সেই নর সকলপাতককে বিনাশ করিয়া পরিণামে আমার তুল্য হয়। ইহা মহাদেব স্বয়ং আপনি কহিয়াছেন।

নাগকেশর কহ্লার বকুলৈঃ সিন্ধুবারকৈঃ।
পাটলৈঃ পুজয়েদ্দেবীং শ্রীপীঠাস্ত নিবাসিনীং।
পূর্ব্ববৎ পুজয়েদ্যস্তু মাসমাত্র মনন্যধীঃ।
সহস্রজন্মজং পাপং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
সৌভাগ্য মতুলং তস্য ভবেদ্দেবী প্রসাদতঃ।।

যে ব্যক্তি পুর্ব্ববৎ মাসমাত্র শ্রীপীঠনিবাসিনী মহাদেবী-কে নাগকেশর, কহ্লার, সিন্ধুবারক ও পাটল, অর্থাৎ গো-লাপপুষ্পদ্বারা একমনোভক্তিসহকারে পুজা করে, তাহার সহস্রজন্মকৃত পাতক সমুদয় বিনাশ হয়, তাহাতে সংশয় নাই, এবং দেবীপ্রসাদে তাহার অতুল সৌভাগ্যও লাভ হয়।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধার্ম্মনুরঞ্জিকা।।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা চিতপুর রোড বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড।
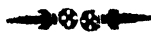
সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।
গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৭৫ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৬ সন ১২৭১ সাল ৩২ আষাঢ়।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

শ্রীরামচন্দ্র স্বধামোপগত হইলে তৎপুত্র কুশ ও লব, এই দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ কুশ অযোধ্যার সিংহাসনপ্রাপ্ত হন, লব যুবরাজ হইয়া তদনুবর্ত্তী থাকিয়া উভয়ে রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন। সপ্তসহস্রবর্ষ তাহাদিগের রাজ্যশাসন কাল।

(৭০০০)

ভরতের পুত্র "তক্ষ্য ও পুষ্কল,, ইহাঁরা গন্ধর্ব্বরাজ্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র "অঙ্গদ ও চিত্রকেতু,, ইহাঁরা লক্ষ্মণশাসিত দক্ষিণরাজ্যের অধিপতি হন। শত্রুঘ্নের পুত্র "সুবাহু ও শ্রুতসেন,, ইহাঁরা পিতৃরাজ্য মথুরার অধিপতি হন। অর্থাৎ সকলেই অযোধ্যার সিংহাসনের অধীনে রাজ্য করিয়াছেন। ইহাঁরদিগের সকলের বংশ বিস্তার করিয়া লিখিতে হইলে এপত্রিকায় স্থান হয় না, এবং বহুকাল গত হইয়া যায়, আমারদিগেরও পরমায়ুর তত দীর্ঘতা নাই। অতএব কেবল অযোধ্যার রাজাদিগের বংশাবলী লিখিলাম, প্রসঙ্গত আরও কোন কোন রাজচরিতও কদাচিৎ লেখ্যোপযোগি জ্ঞানে লিখিত হইয়াছে এই মাত্র।

শ্রীসীতানন্দন কুশ ও লব, ইহাঁরা অতিশয় শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশে স্বীয় পরিমিতকাল রাজ্য করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। কুশের পুত্র "অতিথি,, অতিথির পুত্র "নিষধ,, নিষধতনুজ "নভ,, নভের পুত্র "পুণ্ডরীক,, তৎ পুত্র "ক্ষেমধন্বা,, তাঁহার পুত্র "দেবানকীক,, ইহারদিগের ছয় পুরুষের শাসনকাল। (৪০৯৬৬)

অনন্তর দেবানীকের পুত্র "অহীন,, রাজা হইয়া নিষ্কণ্টক (৫০৩৪) বর্ষ রাজ্য করেন। তৎপুত্র "পারিপাত্র,, তৎশাসন (৫০৪২) বর্ষ। তাঁহার পুত্র "বল,, তদ্রাজ্যশাসন (৫০০০) বর্ষ। তৎপুত্র "স্থল,, তাঁহার শাসন (৪৫০০) বর্ষ। স্থলের পুত্র "বজ্রনাভ,, অযোধ্যার রাজা হইয়া বাহুবলে সাম্রাজ্য

ভোগ করেন এবং কুমারিকা উপদ্বীপে এক অজেয় দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ বজ্রনাভ নগর নামে বিখ্যাত করেন এবং আপনার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিলতা বিস্তারিত করিয়া তথায় এক মেলা স্থাপন করিয়াছিলেন, অদ্যাপিও সেস্থানে "রাম-সেতোয়া,, মেলা বলিয়া তথাকার লোকেরা খ্যাত করিয়া থাকে। দ্বাপরযুগে সেই দুর্গ মধ্যে "নিকুম্ভ ও কুম্ভ,, নামে অসুরদ্বয় বাস করিয়াছিল, নিকুম্ভের কন্যা প্রভাবতী, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্ব গোপনে অপহরণ করেন, তদুপলক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে সাম্ব হস্তে নিকুম্ভ ও কুম্ভ নিহত হইয়াছিল। ইহা দ্বাপরযুগে চন্দ্রবংশীয় রাজচরিত কথনে সুব্যক্ত হইবে। ঐ বজ্রনাভ মহাবলী (৫২৫৭) বৎর রাজ্য করেন। অহীন অবধি বজ্রনাভ পর্য্যন্ত পঞ্চপুরুষের রাজ্য-শাসনকাল। (২৪৮০৩)

বজ্রনাভের স্বর্গারোহণের পর তৎপুত্র "অর্কসম্ভব,,নামে রাজা হন, তাঁহার শাসনকাল (৪০৯৩) তৎপুত্র "সগণ,, তৎ শাসন (৫০০০) বর্ষ। তাহার পুত্র "বিধৃতি,, তৎশাসন (৫০৮০) বৎসর। তত্তনুজ "হিরণ্যনাভ,, ইনি মহাবল পরাক্রান্ত, তাহার শাসনকাল (৫০২৭) বর্ষ হয়। ঐ হিরণ্য-নাভ পূর্ব্বোক্ত কুমারিকা উপদ্বীপে "হৈরণ্যপুর,, নামে এক নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে দ্বাপরযুগের প্রথমে "কাল-নেমি,, নামে এক দানব বাস করিয়াছিল, সেই দানবের ভয়ে দেবগণেরা স্বর্গে বাস করিয়াও শঙ্কিত হইতেন। ভগবান্

বিষ্ণু তদ্বধে যত্নবান হইয়া যুদ্ধে তাহাকে হত করেন। সেই কালনেমি দ্বাপরশেষে উগ্রসেন রাজার ক্ষেত্রে উপবর্হণ নামে দানবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করতঃ কংস নামে বিখ্যাত হয়, তাহকেও শ্রীকৃষ্ণ বিনাশ করেন, এবং ঐ স্থানে পরে নিবাত কবচ দানবের বাস হয়, তাহাকে পাশুপতাস্ত্রে অর্জ্জুন বধ করিয়াছিলেন। এ প্রস্তাবও চন্দ্র বংশ কথনে সুব্যক্ত হইবে। ফলে অর্কসম্ভব অবধি হিরণ্যনাভ পর্য্যন্ত চারি পুরুষের শাসনকাল। (২২৯৪৩)

হিরণ্যনাভের পুত্র "পুষ্প,, পিতার পরলোকগমনানন্তর যথাধর্ম্মে প্রজাপালন করেন, তাঁহার শাসনকাল (৫৬০০) বৎসর। তৎপুত্র "ধ্রুবসন্ধি,, তৎ শাসনকাল (৪৬০০) তৎ পুত্র "সুদর্শন,, তাঁহার শাসনকাল (৪০০০) বৎসর। সুদর্শনের পুত্র "অগ্নিবর্ণ,, অগ্নিবর্ণের রাজ্যশাসন (৫২০০) বর্ষ। তৎপুত্র "শীঘ্রগ,, তৎশাসনকাল (৫০০০) বৎসর। শীঘ্রগের পুত্র "মরু,,মরুর শাসনকাল (৬১০০) তাহার পুত্র "প্রসুশ্রুত,, প্রসুশ্রুতের রাজ্যভোগকাল (৫০৬৫) তস্যপুত্র "সন্ধি,, সন্ধির রাজ্যশাসন (৪০২০) বর্ষ। সন্ধির পুত্র "অমর্ষণ,, অমর্ষণ অতি তেজস্বী ছিলেন, তিনি স্ববলে অনেকানেক দ্বীপোপদ্বীপ শাসন করতঃ রাজ্য করেন, তাহার রাজ্যভোগ কাল (৪০০০) বৎসর হয়। পুষ্প অবধি অমর্ষণ পর্য্যন্ত নয় পুরুষের সর্ব্বশুদ্ধ শাসনকাল। (৪৫১০০)

অমর্ষণপুত্র "মহস্বান,, পিতার অবসানে সিংহসনাধিরূঢ়

হইয়া রাজ্যশাসন করেন, তৎশাসনকাল (৪৪৪৮) বৎসর। তৎপুত্র "বিশ্ববাহু,, তাঁহার শাসনকাল (৪৪৪৮) তৎপুত্র "প্রসেনজিৎ,, তৎ শাসনকাল (৪০০৪) বৎসর। তস্য পুত্র "তক্ষক,, তিনি (৬০০০) বৎসর রাজ্য করেন। তস্য পুত্র "বৃহদ্বল,, তাহার রাজ্যভোগ (৪৪৮০) বর্ষ। তস্য পুত্র "বৃহদ্রণ,, তৎশাসন (৪৩০০) বৎসর। তৎপুত্র "উরুক্রিয়,, তিনি (৫০২০) বৎসর রাজ্য করিয়া তপোধর্ম্মে লগ্ন হয়েন। মহস্বান অবধি বৃহদ্রণ পর্য্যন্ত ছয় পুরুষের রাজ্যশাসনকাল। (৩৪৯৯০)

উরুক্রিয়ের পুত্র "প্রতিব্যোম,, তৎশাসন (৫০০০) বর্ষ। তস্য পুত্র "ভানু,, তাঁহারও শাসনকাল (৫০০০) বৎসর। তৎপুত্র "দিবাকর,, তস্য ভোগকাল (৯০০০) বৎসর। দিবাকর পুত্র "সহদেব,, তাহার শাসনকাল (৪২৩৬) বৎসর। তস্য পুত্র "বৃহদশ্ব,, তাহার রাজ্যভোগ কাল (৪৪৯৮) বর্ষ। তস্য পুত্র "ভানুমান,, তাহার শাসনকাল (৫৬১২) বৎসর। তস্য পুত্র "প্রতীকাশ্ব,, তাহার রাজ্যশাসন (৫৫৪০) বৎসর। তাঁহার পুত্র "সুপ্রতীক,, তাহার শাসনকাল (৪২১০) বর্ষ। তস্য পুত্র "মরুদেব,, তাহার শাসনকাল (৩০০৪) বৎসর। তাহার পুত্র "সুনক্ষত্র,, যাহার জন্মকালে শশধর মণ্ডল হইতে চন্দ্র স্বয়ং দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং আপনার সৌম্যতেজঃ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সকলে সুপ্রসন্নচিত্ত হইতেন, একারণ তাঁহার নাম সুনক্ষত্র হয়।

তৎশাসনকাল (৪০০০) বৎসর। প্রতিব্যোম অবধি সুনক্ষত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ দশ পুরুষের শাসনকাল। (৫৫২০০)

সুনক্ষত্রের পুত্র "পুষ্কর,, যিনি পুষ্কর তীর্থে বহুকাল তপস্যা করতঃ সাবিত্রী দেবীকে সাক্ষাৎ করিয়া তৎপ্রসাদে অন্তরীক্ষ নামে এক পুত্র প্রাপ্ত হন। পুষ্করের রাজ্যপালন কাল (৫০০০) বৎসর। তৎপুত্র "অন্তরীক্ষ,, তাঁহার রাজ্য (৩১০০) বৎসর। তস্য পুত্র "সুতপা,, তাঁহার শাসনকাল (৪৬০০) বৎসর। সুতপাপুত্র "অমিত্রজিৎ,, তৎশাসন (৩২০০) বৎসর। তস্য পুত্র "বৃহদ্রাজ,, বৃহদ্রাজের রাজ্যশাসনকাল (৪১০০) বৎসর। এই পাঁচ পুরুষ অর্থাৎ পুষ্করাবধি বৃহদ্রাজ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ রাজ্যশাসনকাল। (২৯০০০)

বৃহরাজের স্বর্গলোকগমনানন্তর তৎপুত্র "বর্হি,, তিনি (৩০৪৬) বৎসর রাজ্য করিয়া বৈরাগ্য সমাশ্রয় করেন, তস্য পুত্র "কৃতঞ্জয়,, অযোধ্যার সিংহাসনারূঢ় হন, তৎশাসনকাল (৪৬০৯) বৎসর। তস্য পুত্র "রণঞ্জয়,, তস্য শাসনকাল (৪২৬১) বৎসর। তৎপুত্র "সঞ্জয়,, তাঁহার রাজ্যভোগকাল (৩১৩০) বৎসর। তৎপুত্র "সাক্য,, তৎশাসনকাল (৩০০০ তৎপুত্র "শুদ্ধোদ,, তৎরাজ্যভোগকাল (৩০০০ বৎসর। তস্য তনয় "লাঙ্গল,, তাহার রাজ্যশাসনকাল (৩৫০০) বৎসর। তৎপুত্র "প্রসেনজিৎ,, তৎশাসনকাল (৩৫০০) বৎসর। তস্য পুত্র "ক্ষুদ্রক,, তাঁহার রাজ্যভোগকাল (৩৫০৫) বৎসর হয়। তিনি জন্মান্ত অশক্ত ছিলেস, জন্মাবধি কোন রাজ্যাই অব-

লোকন করেন নাই, কেবল স্বস্থানে স্থিতি করিয়া নিরন্তর গ্রাম্যভোগে আসক্ত থাকিতেন, সেই ভাবেই তিনি ক্ষীণ-মস্তিষ্ক হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। বর্হি অবধি ক্ষুদ্রক পর্য্যন্ত নয় পুরুষে সর্ব্বশুদ্ধ শাসনকাল। (৩৮৫৫১)

পিতার উপরতি হইলে তৎপুত্র "সুমিত্র,, রাজসিংহা-সনারূঢ় হন। কিন্তু সুমিত্ররাজা অত্যন্ত অলস ছিলেন, কেবল আয়াসেই মগ্নমন, সর্ব্বদাই সহচর সমভিব্যাহারে উদ্যানক্রীড়ায় রত ছিলেন, রাজকার্য্য বা কোষসঞ্চয়াদিতে এবং সৈন্যসামন্ত প্রতি কিছুমাত্র অবলোকন করিতেন না, কালে আয়শূন্য ও কোষাগারস্থিতধন সমুদয়ই ব্যয় হইয়া গেল, সৈন্য সকল আপন আপন স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে লাগিল, মন্ত্রীগণেরা আপন আপন অভিলাষানুসারে যে কিঞ্চিৎ আয় হয় তাহা লুণ্ঠন করিতে লাগিল, কেহবা গাবী, কেহবা অশ্ব, কেহবা কুঞ্জরকুলকে অপহরণ করিল, এইরূপ রাজ্য সম্পত্তি প্রায় পরিক্ষয় হইতে লাগিল, মহারাজা সুমি-ত্রের তাহাতেও কিছুমাত্র অবলোকন হয় না, কেবল অসতী ললনার প্রেমাব্ধিতে এককালে নিমজ্জমান হইয়া গেলেন। তদ্দৃষ্টে চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার বংশে উৎপন্ন কোন পুরুষ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাদ্বাদশীতে সুমিত্রকে রাজ্য হইতে বহি-র্ভূত করিয়া সম্যক পৃথিবীর রাজা হয়, তাহা দ্বাপরযুগ বর্ণনায় চন্দ্রবংশীয় রাজ চরিত্র বর্ণনে পশ্চাৎসুব্যক্ত হইবে।

সংপ্রতি সুমিত্ররাজা সহপরিবার স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যপ্রস্থে গমন করেন, তৎশাসনকাল। (২৪৬৩)

পুরাবৃত্তে আর তাঁহার বংশ বিস্তারের কথার উল্লেখ নাই। এই পর্য্যন্তই ত্রেতাযুগের শেষ দ্বাপর সন্ধি উপস্থিতে সূর্য্যবংশ প্রায় বিলোপ হইল। লিপি দ্বারা এইমাত্র বোধ হয়, যে কলির শেষ পর্য্যন্ত কলাপ গ্রামে অধিবাস করতঃ কতকগুলি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়ের অবস্থান থাকিবে। কেহ কেহ বলেন যে এক্ষণে যাহা রাজপুত্র নামে খ্যাত জাতি, তাহারা কুশ ও লবের পুত্র সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়, অধুনা ঝিলটস্ নামে বিখ্যাত মিয়রের রাণারাও আপনাদিগকে ঐ সুর্য্যবংশ বলিয়া কহে, তাহারা কান্যকুব্জ দেশে রাজ্য করিয়াছিলেন "রাথোরেরাও,, আপনাদিগকে কুশেরবংশ বলিয়া পরিচয় দিত, ইদানীন্তন মুষলমান দিগের দ্বারা তাড়িত হইয়া তাহারা মিয়র রাজ্যে বসতি করিয়াছিল, তৎকালে রাথুরদিগের একলক্ষ করবালধারী সৈন্য মুষলমান দিগের পক্ষ হইয়া সাহায্যও করিয়াছিল। কুশ হইতে "কাছয়াজ নামে খ্যাত এক বংশ জন্মিয়াছিল, তদ্বংশেও একজন নলনামে বিখ্যাত রাজা হয়, তাহাকেই বিজাতীয়েরা নিষধাধিপতি নল বলিয়া সংশয় করে, সে কথা অলীক, যেহেতু দময়ন্তী পতি নল রামের সময়াপেক্ষা অনেক পুর্ব্বে, যৎকালে রাজা ঋতপর্ণ, তৎসমকাল হয়। এবং আধুনিক জয়পুরের রাজাদিগকেও কেহ কেহ ঐ বংশ বলিয়া থাকেন।

কুশান্বয়ে জাত ক্ষত্রিয় বংশ বলিয়া যাহারা পরিচয় দেয়, তাহারাই পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত মিয়রের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল। পরে সেই দুর্গ সিন্ধিয়ারা অধিকার করিয়া লয়, সেসকল কথা যাহা হউক্, ফলিতার্থ সুমিত্রান্ত শ্রীরাম-চন্দ্রের বংশ বিলোপ হইয়াছে।

ইতি ত্রেতাযুগাধিপতি রাজচরিত্র।

সমাপ্ত।

ইক্ষ্বাকু রাজাবধি সুমিত্রান্ত সূর্য্যবংশীয় রাজারা সমস্ত ত্রেতাযুগ কাল ব্যাপিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন, তাহা দিগের ভোগকাল পরিমাণ পত্র গর্ব্বস্থ থাকিলে সকলের আশুবোধ হইতে অনেক ক্লেশ হইবে, একারণ নির্ঘণ্ট পত্র রূপে এক স্থানে সংযত করিয়া লিখিতেছি।

যথা।

রাজাদিগের নাম		ও বৎসর মাস দিবস সংখ্যাদি
ইক্ষ্বাকু রাজার পিতাপুত্রের শাসনকাল	.....	১৮৫০০
বিকুক্ষির শাসন	.....	১২৯৬০০
অনেনার শাসন	.....	৮৫০০
পৃথুর শাসন	.....	৮৫৮০
বিশ্বগন্ধির রাজ্যশাসন	.....	৮৫৮০
চন্দ্র, যুবনাশ্ব, শ্রাবস্ত, শ্রাবস্তী, ও বৃহদশ্ব এই পঞ্চ ভূপতির শাসনকাল	.....	২৬৫০০
কুবলয়াশ্ব রাজার শাসনকাল	.....	৫৫৫০০

দৃঢ়াশ্ব, হর্য্যশ্ব, নিকুম্ভ, বহুলাশ্ব, কৃশাশ্ব ও সেনজিৎ এই ছয় পুরুষের শাসনকাল ৫৭৫০০
যুবনাশ্ব রাজার শাসনকাল ৯১৫১
মান্ধাতার শাসনকাল ৩৫৯২০০
পুরুকুৎসের শাসনকাল ১১০০০
ত্রসদস্যু ও অনরণ্য, সত্যব্রত, এই চারি পুরুষের শাসন কাল ২০৮০০
ত্রিশঙ্কুর শাসনকাল ৪৬০০০
হরিশ্চন্দ্রের শাসনকাল ১২০০০
রোহিত, হরিত, চম্প, সুদেব, বিজয়, ভরুক, ও বাহুক, এই সপ্ত রাজার শাসনকাল ৬৯০০০
সগর রাজার শাসনকাল ১০৫০০
অংশুমান রাজার শাসন ও দিলীপের শাসনকাল ৯০৪৫
ভগীরথের শাসনকাল ৯০৪৫
শ্রুত, নভ, সিন্ধুদ্বীপ এই তিন রাজার শাসনকাল ১৮০০০
অযুতায়ুর শাসনকাল ১০০০০
ঋতপর্ণের শাসনকাল ৯৫০০
সর্ব্বকামের শাসনকাল ৭৫০৪
সুদাসের শাসনকাল ৬৪৩৬
সৌদাসের শাসনকাল ৬৫৬০
অশ্মক নারী কবচ, দশরথ, ঐড়বিড়, ও বিশ্বসহ এই চারি রাজার শাসনকাল ৩২৮৯২
খট্টাঙ্গের শাসনকাল .... ৩১০৮।৪।২৭
দীর্ঘবাহুর শাসনকাল ৫০৫০
রঘুর রাজ শাসনকাল ৯০০০
পৃথুশ্রবার শাসনকাল ৪০৭০
অজ রাজার শাসনকাল ৮০০০

দশরথ রাজার শাসনকাল	৯১১০
শ্রীরামের শাসনকাল	১১০০০
কুশের শাসনকাল	৭০০০
অতিথির শাসনকাল	৫০০০
নিষধের শাসনকাল	৫৪০০
নভরাজার শাসনকাল	৫৩০০
পুণ্ডরীকের শাসনকাল	৫০০০
ক্ষেমধন্বার শাসনকাল	৪১০০
দেবানীকের শাসনকাল	৪১৬৬
অহীনের শাসনকাল	৪০৩৪
পারি পাত্রের শাসনকাল	৫০৪২
বলরাজার শাসনকাল	৫০০০
স্থল রাজার শাসনকাল	৪৫০০
বজ্রনাভের শাসনকাল	৫২৫৭
অর্কসম্ভবের রাজ্য শাসনকাল	৪০৯৩
সগণের রাজ্য শাসনকাল	৫০০০
বিধৃতির শাসনকাল	৫০৮০
হিরণ্যনাভের রাজশাসন	৫০২৭
পুষ্পের রাজ শাসনকাল	৫৬০০
ধ্রুব সন্ধির রাজার শাসনকাল	৪৬০০
সুদর্শনের রাজ শাসনকাল	৪০০০
অগ্নি বর্ণের রাজ শাসনকাল	৫২০০
শীঘ্রগের রাজ শাসনকাল	৫৬০০
মরুররাজ শাসনকাল	৬১০০
প্রসুশ্রুতের রাজ শাসনকাল	৪০৬৫
সন্ধির রাজ শাসনকাল	৪০২০
অমর্ষণের রাজ শাসনকাল	৪০০০

মহস্বানের রাজ্য পালনকাল	......	৫৪৪৮
বিশ্ববাহুর রাজ শাসনকাল	......	৪৪৪৮
প্রসেনজিৎ রাজার শাসনকাল	......	৪০০৪
তক্ষকের শাসনকাল	......	৬০০০
বৃহদ্বলের রাজ শাসনকাল,	......	৪৪৮৮
বৃহদ্রণের রাজ শাসনকাল	......	৪৩০০
উরুক্রিয়ের শাসনকাল	......	৫০২০
প্রতি ব্যোমের শাসনকাল	......	৫০০০
ভানুর শাসনকাল	......	৫০০০
দিবাকরের শাসনকাল	......	৯০০০
সহদেবের রাজ শাসনকাল	......	৪২৩৬
বৃহদশ্বের শাসনকাল	......	৪৪৯৮
ভানুমানের শাসনকাল	......	৪৬১২
প্রতীকাশ্বের শাসনকাল	......	৫৩৪০
সুপ্রতীকের শাসনকাল	......	৪২১০
মরুদেবের শাসনকাল	......	৪০০৪
সুনক্ষত্রের শাসনকাল	......	৪০০০
পুষ্করের শাসনকাল	......	৩১০
অন্তরীক্ষের শাসনকাল	......	৩১১০
সুতপার শাসনকাল	......	৪৬০০
অমিত্রজিৎ রাজার শাসনকাল	......	৩২০০
বৃহদ্রাজের শাসনকাল	....	৪১০০
বর্হির রাজ শাসনকাল	......	৩০৪৬
কৃতঞ্জয়ের শাসনকাল	......	৪৬০৯
রণঞ্জয়ের শাসনকাল	......	৪২৬১
সঞ্জয়ের শাসনকাল	......	৩১৩০
শাক্যের রাজ শাসনকাল	......	৩০০০

শুদ্ধোদের শাসনকাল	......	.....	৩০০০
লাঙ্গলের শাসনকাল	......	.....	৩৫০০
প্রসেন্নজিৎ রাজার শাসনকাল		.....	৩৫০০
ক্ষুদ্রকের শাসনকাল	......	.....	৩৫০৫
সুমিত্রের রাজ শাসনকাল		.....	২৪৩৬

এই পুরুষ সংখ্যায় ত্রয়োদশ লক্ষ কয়েক সহস্র বৎসর ৪ মাস সপ্ত বিংশতি দিবস পরিমাণ ত্রেতাযুগের সমাপন হয়, তাহাতে যে কিঞ্চিৎ কাল বেশী হয়, সে বহুকাল লিপি বৈগুণ্য বা চন্দ্রমান ও সৌরমানে গণনার ন্যূনাধিকই বা হ-উক্ অথবা সন্ধ্যাংশ কালেইবা তাহা ভুক্ত হইয়া থাকিবেক। আমি যেমন দেখিয়াছি সেই রূপই লিখিলাম ইতি।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—হে ব্রহ্মন্! কালরূপ পরমাত্মা শিব-রূপের ব্যাখ্যা শ্রবণে, এক প্রকার স্থির করিলাম, যে পরমাত্মা শিবরূপ বিশেষণ দ্বারা পরমব্রহ্ম তদ্বিশেষ্য হইতে পারেন। কিন্তু শিব লিঙ্গা-র্চ্চন বিষয়ে অনেক গোল বোধ হয়। যেহেতু অতি কদর্য্য আকৃতি গঠন দ্বারা পূজা করায় পরমার্থ সম্বন্ধ কি প্রকারে সঙ্ঘটন হইতে পারে? যোনিলিঙ্গ সংযোগ দর্শনে পরিহাস ব্যতীত ভক্ত্যুদ্রেকের সম্পর্ক কি? বরং সর্ব্বজন সম্বন্ধে চিত্তে সংপূর্ণ বিকারের উদয় হইয়া থাকে, অতএব এতদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ জন্মিয়াছে, সেই সন্দেহ নিরাস করিতে আজ্ঞা হয়?

পরমহংসের উত্তর।—অরে বৎস! এ বিষয়ে অজ্ঞও অজিতেন্দ্রিয় মূঢ় ব্যক্তিরই সন্দেহ জন্মিয়া থাকে। যোনি লিঙ্গের স্বরূপ তত্ত্বানুশীলন দ্বারা অর্চ্চনা করিলে যোগীধ্যেয় সেই পরমপদ অনায়াসে লাভ হয়। আপাততঃ যোনি লিঙ্গ নাম শ্রবণ বা দর্শন করিলেই লোকের হাস্যানন এবং চিত্ত বিকারী হয়, কিন্তু যখন স্বরূপ তত্ত্ববোধ জন্মে, তখন আর সে ভাব উপস্থিত হয় না। হাস্যোপস্থিত হওয়াও অতুল্যানন্দের কার্য্য, এ বিধায় আনন্দাত্মা স্বরূপ বলিয়া যোনি লিঙ্গকে বেদে ব্যাখ্যা করেন। যথা প্রশ্নোপনিষৎ। "উপস্থে আনন্দায়িতব্যঞ্চেতি ,, উপস্থে আনন্দের অধিষ্ঠান হয়। উপস্থ পদে যোনি লিঙ্গ উভয়। যথা বেদান্তং। " যোনিশ্চহি গীয়তে ,, বাদরায়ণ আচার্য্য বেদান্ত দর্শনে বেদ প্রমাণে সূত্রিত করিয়াছেন। অর্থাৎ বেদে যোনিকে ব্রহ্ম বলিয়া গান করিয়াছেন। এবং যোনি লিঙ্গ উভয়কেই ব্রহ্ম বলিয়া নমস্কার করেন,। যথা " ঊর্দ্ধ লিঙ্গং বিরূপাক্ষং ,, তথা " ব্রহ্মযোনিং নমস্তুতে ,,। ইতি। ঊর্দ্ধপদে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই লিঙ্গরূপ, এবং যোনিও ব্রহ্ম, সুতরাং উভয়কে নমস্কার করি।

এতদ্ভিন্ন তন্ত্রাগম পুরাণাদিতেও কহিয়াছেন। যথা " লিঙ্গবেদী ভবেদ্দেবী লিঙ্গং সাক্ষান্মহেশ্বর ইতি ,, লিঙ্গ বেদী পদে যোনি, ঐ যোনি সাক্ষাৎ মহাদেবী অর্থাৎ উপাদান কারণ ব্রহ্মশক্তি। লিঙ্গরূপ সাক্ষাৎ মহেশ্বর

অর্থাৎ পরংব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ। এ জন্যে শক্তিযোগে পর-ব্রহ্মের স্বরূপতা জ্ঞানে অর্চ্চনাদি করিতে অনুশাসন করিয়া-ছেন। যাহারা অল্প জ্ঞান সম্পন্ন, তাহারাই যোনিলিঙ্গের স্বরূপ জ্ঞানের প্রতি বিমুগ্ধ তাচরণ করিয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে কখনই উপহাস করা যাইতে পারে না। যখন আনন্দ সত্তা ব্যতীত বিশ্বোৎপত্তির অস-ম্ভাবনা, তখন আনন্দ যে পরব্রহ্ম তাহাতে সন্দেহ কি? জগ-ন্মধ্যে সকলি অসৎ, সম্মাত্র আত্মা হইতে জগৎ উৎপত্তি হয়, এই আনন্দ স্বরূপ সত্য স্বরূপ পরামাত্মাই যোনি লিঙ্গ রূপে সকলের পুজ্য হইয়াছেন। যখন যোনি লিঙ্গ সংযোগ ভিন্ন জীবের উৎপত্তি হইতে পারেনা, তখন যোনি লিঙ্গা-ত্মক আনন্দময় আত্মা যে বিশ্ব কারণ,তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সামান্যত যোনি লিঙ্গ নাম শ্রবণে অজ্ঞজনেরা পরিহাস করিরা থাকে, কিন্তু বিশেষ তত্ত্বের অনুশীলন থাকিলে যে উহা কি পদার্থ তাহা বোধ করিতে সক্ষম হইতে পারে। কাঠকাদি বেদ শাখাতে শুক্রকে ব্রহ্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যথা " তদেবশুক্রং তদ্ব্রহ্ম ইতি ,, সেই শুক্রাধান স্থান যোনি ও লিঙ্গকে ব্রহ্ম বলা যায়,এবং তদর্চ্চন দ্বারা নিবৃত্তি লাভের কোন ব্যাঘাত নাই। উপদান কারণ যোনি,লিঙ্গনিমিত্ত কারণ হয়,অতএব উপদান কারণ ও নিমিত্ত কারণের সংযোগে যেমন বিশ্বোৎপত্তি, সেইরূপ আনন্দাত্মক যোনি ও লিঙ্গ সংযোগ

দ্বারা জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে॥ উপাদান কারণ যোনি রূপা শাম্ভবী শক্তি যোনি রূপা বেদী, নিমিত্ত কারণ লিঙ্গ-রূপীশম্ভু, এই শক্তির ও শক্তিমন্তের যোগরূপ শিবলিঙ্গার্চ্চনকে পরমপদ প্রাপ্ত্যুপায়ীভূত সাধনা বলিয়া সমস্ত যোগীগণেরা নিশ্চয় করিয়া শম্ভূনগরী বারাণসীতে নিয়ত অধিবাস করেন। এবং ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে অবিমুক্তেশ্বর বিশ্ববীজ নিখিল কল্মষঘ্ন নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব পরমাত্মা বিশ্বেশ্বরকে আরাধনা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। অপর সর্ব্ব শাস্ত্রেই দুর্গাকে জগজ্জননী, সদাশিবকে জগ-জ্জনক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আনন্দময়ী ও আনন্দময়ের অধিষ্ঠিত বিহার স্থানকে আনন্দ কানন কহেন। বৎস! জ্ঞানাভিমানিন্! তুমি আপন মার্জ্জিত বুদ্ধিতে ক্ষণকাল বিচার করিয়া দেখনা কেন, যে এরূপ গূঢ়ভাব না থাকিলে যোনি লিঙ্গাকারে সংঘটিত শিবলিঙ্গ পূজার বিধি কি জন্য প্রচলিত রহিয়াছে, অজ্ঞের আপত্তি করিতে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা না পারেন এমত নহে, কেবল হেতুবাদ যোজনায় সুশুষ্কতর্কদ্বারা পরমার্থপথে কণ্টক নিঃক্ষেপ করাই সার হয়। পূর্ব্বপূর্ব্ব মহর্ষিগণেরা স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাতা ছিলেন, একারণ মহামোক্ষোপযোগি যোনিলিঙ্গাত্মক ব্রহ্ম লিঙ্গকল্পনা করিয়া অর্চ্চনা করিতেন, নিন্দাবাদে নিন্দিত যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমূর্য্য নিরয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। ভোভগবন্! আমরা আধুনিক ব্রহ্মসভার বক্তৃতায় যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, সন্দিহান হইয়া তাহাই প্রশ্ন করিলাম। এক্ষণে ভবদীয় বদন কমল বিগলিত সুধাধারানায় বচ যুাহ শ্রবণে শ্রুতিপথ অতিশয় সুতৃপ্ত হইল, এবং শিব লিঙ্গার্চ্চনে যে মুক্তিলাভ হয় তাহাতে কিঞ্চিৎ সংশয় রহিল। ব্রহ্মসভার আমাদিগের উপাচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন, যে ব্রহ্ম শুদ্ধ নির্গুণ, তিনি সগুণ নহেন, এবং কদাপি আপনাকে তিনি সগুণ করিতে পারেন না, অর্থাৎ তিনি বাগিন্দ্রিয় ব্যাপ্যার বিশিষ্ট স্বরূপ নহেন, এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত কি? তাহা শ্রবণে ইচ্ছা হয়।

পরম হংসোত্তর। রে বৎস। ব্রহ্ম কেবল নির্গুণ, সগুণ নহেন এবং আপনাকে তিনি বাগিন্দ্রিয় ব্যাপার বিশিষ্ট রূপবান করিতে পারেন না যাঁহারা বলেন, তাঁহারা অতিশয় ভ্রান্ত ও শ্রুতি মর্ম্মাপহারক, যেহেতু এ বিচারে ব্রহ্মের দ্বৈততা কল্পনা করা হয়, অর্থাৎ ইহাতে জগৎ ভিন্নও ব্রহ্মভিন্ন সহজেই প্রতিপন্ন হইয়া উঠে। এবং "অবাঙ্মনস গোচরং। ও নৈনং বাচাবদন্তে নমনসা মনুতে,, এবাক্যেরও বিশেষ খণ্ডন হইয়া যায়, কেননা, ভাক্তজ্ঞানীদিগের বাক্যে তাঁহার সুন্দর ইয়ত্তা হইল, যে তিনি অরূপ সর্ব্বাগোচর আর একথা বলা যায়না। সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁহাকে পদে২ ভাবাভাব উভয়াত্মক রূপে অপরিচ্ছিন্ন কহিয়া থাকেন, সেই বেদ বেদ্য পরমাত্মাকে অজ্ঞান মুগ্ধ লোকের বাক্যে পরিচ্ছিন্ন বোধকরিতে হয়, কেননা তিনি কেবল নির্গুণ কোনমতেসগুণ নহেন। তিনি ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও গুণাভাস গ্রহণ করেন,

যে শ্বেতাশ্বর শ্রুতি সংবাদ আছে, তাহাকেও অলীক বোধ করিতে হইল। যথা

> অপাণি পাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ।
> সসর্ব্ববেত্তা নহিতস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষপ্রধানং॥

তাঁহার চরণ নাই অথচ সর্ব্বত্র গমন করেন, হস্ত নাই সকল গ্রহণ করেন, চক্ষু নাই সকল দেখেন, কর্ণ নাই সকল শুনেন, তিনি সকলকে জানেন, অথচ তাঁহাকে কেহ জানেন না, বেদবিৎ জ্ঞানীগণেরা তাঁহাকে পুরুষপ্রধান বলিয়া খ্যাত করেন।

> সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
> সভূমিং সর্ব্বতো বৃত্ত অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥

তিনি সহস্র শিরা, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণবিশিষ্ট পুরুষ, অথচ সকল ভূমি অর্থাৎ সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া আছেন, কিন্তু নাভির ঊর্দ্ধ দশাঙ্গুলাভ্যন্তরে অল্পস্থাত হৃদ্দহরেও অবস্থিতি করিয়া রহিয়াছেন।

এই শ্রুতিদ্বয়ের মর্ম্ম বোধ করিলেই সুন্দর জ্ঞান হয় যে তিনি অরূপ সরূপ উভয়াত্মক হন। যে স্থলে কেবল অতীন্দ্রিয় বলিলেই চরিতার্থ হয়, সে স্থলে, চরণ নাই চলেন, হস্ত নাই লয়েন, নয়ন নাই দেখেন, শ্রবণ নাই শুনেন, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা তাঁহার বিশেষ্যতা প্রতিপাদনার্থ যত্নকরার সার্থকতা কি? সুতরাংইহাতেই পরিগ্রহ করিতে হইবে যে তিনি সকলবিষয়েনির্লিপ্ত কে নক্রমেইন্দ্রিয়াধীননহেনকিন্তু

ইন্দ্রিয়াদির সকল কার্য্যই করেন এ অর্থে যে তিনি বাগিন্দ্রিয় ব্যাপার ভুত শরীরী হইয়া বেদাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ কি? যখন তাঁহার সহস্র শির, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ কহিয়াছেন, তখন তাঁহার হস্ত পাদ শিরো বিশিষ্ট রূপ নাই ইহাই বা তাঁহাদিগকে কে কহিয়াছে। যিনি অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্ব ব্যাপক হইয়াও স্বল্প স্থানহৃদয়াকাশে অবস্থিত যখন বেদে কহিয়াছেন, তখন তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন রূপবান বলিয়া কে না গ্রহণ করিবে? অতএব ব্রহ্ম নিরূপণ বিষয়ে যাহা শ্রুতি কহিয়াছেন তাহাতেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। আপন আপন ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তদ্বিষয়ক তর্কোপস্থিত করিলে ইহ পরকালে বঞ্চিত হইতে হয় এইমাত্র।

—।৫।—

গৃহস্থধর্ম্ম কথন।

অথ চূড়াকরণ সংস্কার।

তৃতীয়ে পঞ্চমে বর্ষে কুলাচারানুসারতঃ।
চূড়া কর্ম্ম শিশোঃ কুর্য্যা ত্বাল সংস্কার সিদ্ধয়ে॥

তৃতীয় অথবা পঞ্চবৎসরে স্বং কুলাচারানুসারে বালকের পবিত্রতা সিদ্ধির নিমিত্তে পিতা স্বপুত্রের চূড়াকরণ করিবেন।

দেবপূজাদি ধারান্ত কর্ম্ম নিষ্পাদ্য সাধকঃ।
সত্যাগ্নে রুত্তরে দেশে বৃষ গোময় পূরিতং।
তিল গোধূম সংযুক্তং সরাবং স্থাপয়েদ্বুধঃ॥

প্রথমতঃ গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা সম্পাতন আয়ুষ্য জপ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিয়া বহ্নি স্থাপনপূর্ব্বক সত্য নাম অগ্নির নামকরণ করিবেন। অনন্তর বৃষ গোময় ও তিল গোধূম অথবা যব সংযুক্ত পরিপূর্ণ সরাবত্রয়, ঐ সত্যাগ্নির উত্তর দিকে সংস্থাপন করিবেন।

করোষ্ণং সলিলঞ্চাপি কাংস্য পাত্রে বিধায়চ।
তত্র দর্পণ মেকঞ্চ ক্ষুরমেকং সুশাণিতং।
আসাদ্য তনয়ং তত্র জনকঃ স্বীয় বামতঃ।
সংস্থাপ্য জননী ক্রোড়ে করোষ্ণং সলিলৈশ্চতৈঃ।
বারুণং দশধা জপ্ত্বা সংমার্জ্য শিশুমূর্দ্ধজান্।

অনন্তর পিতা কাংস্য পাত্রে উষ্ণজল রাখিয়া তাহাতে এক খানি দর্পণ ও এক খানি সুশাণিত ক্ষুর সংস্থাপন করিবেন। পরে স্ববামে মাতৃ ক্রোড়ে শিশুকে সংস্থাপন করতঃ কাংস্যপাত্রে পূর্ব্ব স্থাপিত উষ্ণজল দ্বারা সন্তানের শিরঃ স্থিত কেশচয়কে তন্ত্রোক্ত বারুণ বীজ বা বেদোক্ত বারুণ মন্ত্রেই বা হউক সংমার্জ্জন করিবেন।

মায়য়া কুশ পত্রৈশ্চর্তুস্তিমেকাং প্রকল্পয়েৎ।
বেদোক্ত মন্ত্রমুচ্চার্য্য ত্রিভাগং কারয়েদ্বুধঃ।
কপুচ্ছিৎ বাম হস্তেন গৃহীত্বা জনকং তপা।
দক্ষ হস্তেন গৃহ্ণীয়াং দর্পণং শুভ লক্ষণং॥
বেদোক্ত সৌর মন্ত্রেণ ত্রিবারং স্পৃশামূর্দ্ধজং।

মায়াবীজ দ্বারা কতক গুলি কুশ পত্র দ্বারা এক এক

কেশে জুষ্টি কল্পনা করিবে, অর্থাৎ এক বিংশতি কুশ-পত্রে তিন জুষ্টি নির্ম্মাণ করিবেন। বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ কুশপত্র সহিত কেশ পাশকে তিন ভাগ করিবেন। ক্রমে বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত, বাম হস্তে এক এক কপুষ্টি ধারণ পূর্ব্বক পিতা দক্ষিণ হস্তে দর্পণ গ্রহণ করিয়া বেদোক্ত সূর্য্য মন্ত্রে তিনবার কেশে স্পর্শ করাইবেন।

মায়াং লক্ষ্মীং ত্রিধা জপ্ত্বা গৃহীত্বা লৌহ জং ক্ষুরং।
ছিত্ত্বাচ জুষ্টিকামূলং মাতৃ হস্তে নিধাপয়েৎ॥

অনন্তর পিতা বেদ মন্ত্রে বা তন্ত্রোক্ত মায়াবীজ তিনবার জপ করিয়া লৌহ নির্ম্মিত ক্ষুর গ্রহণ করতঃ এক এক জুষ্টি মূল ক্রমে ছেদন করিয়া মাতৃ হস্তে প্রদান করিবেন।

কুমার মাতা হস্তাভ্যামাদায় গোময়ান্বিতে।
সরাবে স্থাপয়েজ্জুষ্টিং নাপিতায় পিতাবদেৎ॥

কুমারের মাতা হস্তদ্বয়ে কুশ সহিত ছিন্ন কেশ গ্রহণ করতঃ পূর্ব্ব স্থাপিত গোময় পাত্রে সংস্থাপন করিবেন। অনন্তর পিতা নাপিতকে বলিবেন। যথা মন্ত্রং

ক্ষুর মুণ্ডে শিশোঃ ক্ষৌরং সুখ সাধয় ঠ দ্বয়ং।
পঠিত্বা নাপিতং পশ্যন্ সত্য নামনি পাবকে।
প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ং॥

শিশুর মস্তকে ক্ষুর স্পর্শন দ্বারা হে নাপিত! তুমি সুখে ক্ষৌর কর্ম্ম সাধন কর্হ, এই মন্ত্র বহ্নিজায়ান্ত পাঠ করতঃ নাপিতকে দেখিয়া পরে সত্যনাম অগ্নিতে প্রজাপতির উদ্দেশে আহুতিত্রয় প্রদান করিবেন।

নাপিতেন কৃতং ক্ষৌরং স্নাপয়িত্বা শিশুং ততঃ
বস্ত্রালঙ্কার মাল্যেন ভূষয়িত্বাগ্নি সন্নিধৌ।
স্ববাম ভাগে সংস্থাপ্য স্বিষ্টি কৃদ্ধোম মাচরেৎ।।

নাপিত দ্বারা কৃত ক্ষৌর সন্তানকে স্নান করাইয়া অনন্তর বস্ত্রলঙ্কার মাল্যে পরিভূষিত করতঃ পিতা অগ্নি সন্নিধি স্বীয় বামভাগে সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বিষ্টিকৃৎ হোম কর্ম্ম করিবেন।

প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং পিতা।
মায়া শিশো তে কুশলং কুরুতাং বিশ্বকৃদ্বিভুঃ।।

তদনন্তর, প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া পিতা পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন। এবং মায়াবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিবেন॥ হে শিশো! বিশ্বকর্ত্তা বিভু প্রজাপতি তোমার সম্যক্ কুশল করুন্।

পঠিত্বৈনং শিশোঃ কর্ণে স্বর্ণ ময়্যা শলাকয়া।
রাজত্যা লৌহ ময্যাবা তত্র বেধং প্রকল্পয়েৎ।।

উপরি উক্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ স্বর্ণ নির্ম্মিতা শলাকা দ্বারা অথবা রজতনির্ম্মিতা কি লৌহনির্ম্মিতা শলাকাদ্বয়ে শিশুর কর্ণদ্বয় বেধন করিবেন। ইহার মন্ত্র নাই আচার মাত্র।

আপোহিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ অভিষিচ্য সুতং ততঃ।
শান্ত্যাদি দক্ষিণাং কৃত্বা চূড়া কর্ম্ম সমাপয়েৎ।

অনন্তর "আপোহিষ্ঠেতি" মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পুত্রের অভিষেক করিয়া শান্তিজল প্রদানে দক্ষিণান্ত করতঃ অচ্ছিদ্রাবধারণে উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবেন, অর্থাৎ চূড়াকরণ কর্ম্ম ও কর্ণবেধ ক্রিয়ার সমাধান করিবেন ইতি।

গর্ব্ভাধানাদি চূড়ান্তং সমানং সর্ব্ব জাতিষু।
শূদ্র সামান্য জ তীনাং সব্বমেত দমন্ত্রকং ॥

গর্ব্ভাধান আদি চূড়াকরণ কর্ম্ম পর্য্যন্ত সংস্কার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল জাতিরই সমান কল্প হয়। কেবল শূদ্রাজাতি আর ইতর জাতি দিগের আচরতঃ এসকল কর্ম্ম অমন্ত্রক করিবে।

জাতকর্ম্ম দি চূড়ান্তং কুমার্য্যাশ্চাপ্য মন্ত্রকং।
কর্ত্তব্যং পঞ্চভির্দ্দির্ণে নেকং নিষ্ক্রমণং বিনা ॥

কন্যাদিগের নিষ্ক্রমণ ক্রিয়া ব্যতীত জাত কর্ম্মাদি চূড়া পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মই অমন্ত্রক, কেবল আচার মাত্র করিবে, ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ সঙ্করাদি সকল বর্ণেরই সমান বিধি হয়।

অপুষ্পমাহাত্ম্য।

অথ বৈধপুষ্প দান।

নোৎসৃষ্যাদদ াৎ পুষ্পা ণ বনস্থানি কদাচন।
নশক্য বস্তুতৈ দেবঃ সম্যক্ যত্ন মুদ্যত ঃ। ইতি। যোগিনী তন্ত্রং।

বনস্থ পুষ্পাদি না তুলিয়া বৃক্ষাগ্রাস্থতপুষ্প দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ পুর্ব্বক দান করিবে না। অজ্ঞাত দোষে যদি কেহ দান করে, তবে তাহা দেবতারা গ্রহণোদ্যত হইলেও গ্রহণ করিতে শক্ত হয়েন না।

একৈকং কুসুমং যক্ষা রক্ষান্তি দশ দৈবতঃ।
তথা যক্ষাঙ্গনাঃ পঞ্চ সর্ব্বতঃ কুসুমাবৃতাঃ।
তস্মাদাহৃত্য কুসুমং যজেদ্দেবান্ পিতৄনপি ॥

যেহেতু এক এক পুষ্প প্রতি দশ দশ যক্ষ রক্ষা করিয়া থাকে, এবং চারি দিগে পরিবৃত পাঁচ পাঁচ যক্ষাঙ্গনারা রক্ষা করে, এই হেতু বৃক্ষ হইতে আহরণ করতঃ দেবলোকের ও পিতৃলোকের পূজা করিবে॥

স্নাত্বা মধ্যাহ্ন সময়ে ন ছিন্দ্যাৎ কুসুমং নরঃ।
তৎপুষ্পৈরর্চ্চনে দেবি রৌরবে প্রতিপদ্যতে। ইতি॥ মৎস্যসূক্তং।

হে দেবি! প্রাতঃ স্নান ভিন্ন মধ্যাহ্ন স্নান করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে পুষ্পাহরণ করিবে না। মোহ বশতঃ মধ্যাহ্ন সময়ে স্নানানন্তর পুষ্প চয়ন করিয়া যদি দেব পিতৃগণের অর্চ্চনা করে, তবে শাস্ত্র হেলনজন্য দুরদৃষ্টবশতঃ পূজকব্যক্তি চির-কাল রৌরবাখ্য নরকে পাপাচ্যমান হয়।

অথ পুষ্পমালা প্রদান ফল।

নীলোৎপল সহস্রেণ যস্তুমালাং প্রযচ্ছতি।
দুর্গায়ৈ বিধিবদ্দেবি তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥ বিশ্বসার তন্ত্রং॥

হে দেবি! এক সহস্র নীলপদ্মে গ্রন্থন করিয়া যে সাধক ভক্তিপূর্ব্বক ভগবতী দুর্গাকে প্রদান করে, তাহাতে তাহার যে রূপ পুণ্য ফল লাভ হয়, তন্মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করহ।

বর্ষকোটী সহস্রাণি বর্ষকোটী শতানিচ।
দেব্যা অনুচরো ভূত্বা রুদ্রলোকে মহীয়তে॥

কোটি সহস্র বৎসর অথবা শত কোটি বৎসর পর্য্যন্ত মাল্য প্রদ ব্যক্তি ভগবতীর অনুচর হইয়া রুদ্রলোকে অধি-বাস করে।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা চিতপুর রোড বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং ।
গোলকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্তুং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৭৪ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৬ সন ১২৭১ সাল ৩২ শ্রাবণ ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

ত্রেতাযুগের পরিসমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের চরিত্রবর্ণন করা হইয়াছে, কিন্তু তৎকালবর্ত্তী অর্থাৎ সূর্য্যবংশের সমকালবর্ত্তী চন্দ্রবংশের রাজাদিগের নামোল্লেখ করা হয় নাই। অতএব অগ্রে চন্দ্রবংশের রাজাদিগের

নাম লিখিয়াছি, পরে দ্বাপরযুগের সংখ্যা ও রাজচরিত্র বর্ণন দ্বারা সর্ব্বলোকের চিত্তরঞ্জনা করিব।

ব্রহ্মপুত্র মহর্ষি অত্রি, তাঁহা হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। চন্দ্রের পুত্রবুধ, তিনি সূর্য্যবংশীয় ইলানাম্নীকন্যাতে এক পুত্রোৎপাদন করেন। সংক্ষেপতঃ তদ্বিবরণ লিখিতেছি, বৈবস্বতমনুর পত্নীশ্রদ্ধা, তাঁহাতে দশপুত্র জন্মিবার পুর্ব্ব ইল নামে এক পুত্র জন্মে, কিন্তু দৈব বশতঃ সেই পুত্রের কন্যাত্ব প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ যৎকালে সস্ত্রীক মনু মহাশয় পুত্রার্থে সংকল্প করিয়া যজ্ঞ করেন, তৎকালে শ্রদ্ধাদেবী ঋত্বিক-দিগের নিকট ব্যক্ত না করিয়া অস্ফুট মানসে একটী কন্যা কামনা করিয়াছিলেন, একারণ মনুর কামনা সিদ্ধ্যর্থে পুত্র জন্ম হয়, পরে কিয়ৎকাল পরে শ্রদ্ধারও মানস সংকল্পের সিদ্ধি হইয়াছিল। যদিও এই আখ্যায়িকা একালের লোক-দিগের বিশ্বাস যোগ্য না হউক তথাপি প্রসঙ্গাধীন বর্ণনা করিতে হইল, যে হেতু ঐশ্বর কার্য্য মাত্রই অলৌকিক, প্রথম সৃষ্টিকালের কথায় কোন ব্যক্তিরই কোন আপত্তি আনিবার সম্ভাবনা থাকেনা।

একদা ইলরাজা মৃগয়ার্থ গমন করতঃ হিমালয়ের এক দেশে গৌরীবনে গমন করেন, দৈবাৎ তথায় হরগৌরী নগ্ন ভাবে ছিলেন, তদ্দৃষ্টে রাজা ক্ষুভিত চিত্তহন, দেবীও দৃষ্টিপাত পুর্ব্বক রাজাকে অভিশপ্ত করেন, রে মূঢ়! আমরা রহঃস্থানে ক্রীড়া সক্ত আছি, এসময় হেথায় তোমার আগমন জন্য

আমাদিগের রসভঙ্গ হইল, একারণ তুমি মমশাপে অচিরাৎ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হও, এই অমোঘ দেবী বাক্যে রাজা তৎক্ষণ মাত্রেই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলেন। আগমন কালে পথি মধ্যে চন্দ্র পুত্রবুধের সহিত সাক্ষাৎ হয়, বুধ তাঁহাকে মনোহরা কামিনী রূপা দেখিয়া কামাসক্ত চিত্তে তাহাতে উপগত হওয়াতে একপুত্র জন্মে, সেই পুত্রের নাম " পুরূরবা ,, ঐ পুরূরবা চন্দ্রবংশের প্রথম রাজা ছিলেন। ত্রেতাযুগ প্রবৃত্তে পুরূরবার উৎপত্তি হয়, পুরূরবা অবধি ত্রেতায় চন্দ্রবংশ প্রথিত হইয়াছে, কিন্তু তৎকালে সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকু বংশই রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। ইহাঁরা এক এক দেশাদিপতি হইয়া অযোধ্যার ছত্র তলস্থ ছিলেন। পূর্ব্বে সত্যযুগে তপস্যাদি ধর্ম্মে লোক সকল প্রবৃত্তছিল,এক বেদ,এক মাত্র দেব নারায়ণ উপাস্য ছিলেন। ত্রেতামুখে পুরূরবা হইতে যজ্ঞের প্রথা প্রচলিত হয়। এক অগ্নিকে পুরূরবা তিন মূর্ত্তি করেন, যথা, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি, বেদও সাম যজু ঋক ত্রয়, একারণ বেদের নামত্রয়ী হয়, মন্ত্র, যজ্ঞ, উদ্গাত্র, পরে, ব্রাহ্মণ ভাগ দ্বাপরে অথর্ব্ব বেদের প্রকাশ পায়।

মহারাজা পুরূরবার রাজধানীর নাম পারত্রিক স্থান, সে স্থান কোথায় তাহার নিদর্শন এক্ষণে পাওয়া যায় না, অনুভব দ্রবিড় দেশান্তর্মধ্যে হইতে পারে, যে হেতু শ্রাদ্ধদেব দ্রবিড়দেশে কৃতমালা নদীতীরে রাজধানী করিয়াছিলেন, সেই স্থানই চন্দ্রবংশও সূর্য্যবংশের আদি স্থান, পরে ইক্ষাকু

অযোধ্যাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করেন, পুরূরবা সেই স্থানেই ছিলেন। উর্ব্বশী গর্ব্ভে পুরূরবার ছয় পুত্র হয়, তাঁহাদিগের নাম। আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, অয়, বিজয় এবং জয়।—পুরূরবা উর্ব্বশীদত্ত অগ্নি স্থালী প্রাপ্তে অগ্নি বিদ্যার পারদর্শী হইয়াছিলেন, অর্থাৎ আগ্নেয় পদার্থের সম্যক্ গুণজ্ঞ হইয়া অগ্নি দ্বারা যত কৌশল হইতে পারে তত্তাবৎ কৌশলের পরিজ্ঞাতা হন। অগ্নি প্রজ্বলিত কৌশলাস্ত্র সকল প্রকাশ করেন, সে সকল কৌশল এক্ষণে লোপাপত্তি হইয়াছে। কেননা পুরূরবার সৃষ্ট অগ্নি কৌশলাস্ত্র অতি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহাতে ত্রৈলোক্য ভস্মীভূত হইত, তৎপ্রসাদে চন্দ্রবংশীয় রাজারা সর্ব্বত্র জয় লাভ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক্। পুরূরবা অবধি ত্রেতার পরিসমাপ্তি কাল পর্য্যন্ত তদ্বংশের রাজ্যভোগ কালের সংখ্যা লিখিবার প্রয়োজন হইল না, যেহেতু পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের শাসন কালের নিরূপণেই তাহাদিগের পরমায়ুর নিরূপণ সিদ্ধ আছে। পুরূরবার ছয় পুত্রের মধ্যে আয়ু অতি বলবান সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, তাঁহার অপর পঞ্চ ভ্রাতার বিবরণকে শাখা ভেদরূপে বর্ণন করিতেছি। শ্রুতায়ুর পুত্র "বসুমান,, সত্যায়ুর পুত্র " শ্রুতঞ্জয় ,, অয়ের পুত্র " এক ,, বিজয়ের পুত্র, "ভীম,,জয়ের পুত্র "অমিত,, ইহারদিগের সকল বংশের বিস্তার করিয়া লিখিতে হইলে গ্রন্থ বিপুল হয় একারণ প্রসংগত

কোনং ভ্রাতার বংশ লিখিতেছি সংপ্রতি পুরুরবার,পঞ্চম পুত্র বিজয়, তৎপুত্র "ভীম,, ভীমের পুত্র "কাঞ্চন,, তস্যপুত্র "হোত্রক,, হোত্রকের পুত্র "জহ্নু,, তৎপুত্র "পুরু,, পুরুর পুত্র "বলাক,, তৎপুত্র "অজক,, অজকের পুত্র "কুশ,, তস্যপুত্র "কুশাম্বু,, তৎপুত্র "বসু,, বসুর পুত্র "কুশনাভ,, তৎপুত্র "গাধি,, গাধি রাজার পুত্র "বিশ্বামিত্র,, ঐ গাধিরাজা পারত্রিক স্থান হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন, তাঁহার পঞ্চাশৎ কন্যা হয়,সেই কন্যাগণে একদা উদ্যান মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, হটাৎ বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িতা হওয়াতে সকলেই কুব্জা হন, অতএব " কন্যা কুব্জা যত্রদেশে,, সেই দেশ কান্য কুব্জনামে বিখ্যাত হয় ,, সেই কান্যকুব্জ দেশাধিপতি বিশ্বামিত্র,তদ্ভগ্নী গাধিকন্যা সত্যবতী,,,তাঁহার রূপ লাবণ্যাতিশয় সন্দর্শনে অনঙ্গাকৃষ্ট চিত্ত ঋচীক নামক ঋষি গাধির নিকট সমাগত হইয়া বিবাহার্থে ঐ সত্যবতীকে যাচিঞা করেন। মহারাজা গাধি,কন্যার উপযুক্ত বর বলিয়া তাঁহাকে বিবেচনা করিলেন না, এবং শাপ ভয়ে সহসা নিরাশাও করিতে পারিলেন না, অনন্তর ছল প্রকাশে কহিলেন, হে মুনি সত্তম ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া মৎসকাশে বিবাহার্থে কন্যা আশে সমাগমন করিয়াছেন,আপনিও অযোগ্য পাত্র নহেন,আপনাকে জামাতা করা ভাগ্য অপেক্ষা করে, কি করি, এই আমাদিগের কুশিক বংশে কন্যা দানার্থ শুল্ক গ্রহণ করার নিয়ম আছে, যদ্যপি আপনি শুল্ক প্রদান করেন, তবে কন্যা

দান করিতে আমি অসম্মত নহি। ঋচীক কহিলেন, মহারাজ! এ বিষয়ে আমাকে কি পণ দিতে হইবে তাহা আজ্ঞা করেন। রাজা কহিলেন। হে ঋষে! চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, শ্যামল কর্ণ, এক সহস্র অশ্ব প্রদান করিলেই সত্যবতীকে লাভ করিতে পারেন। গাধি রাজের এই উক্ত পণ শ্রবণ করতঃ ঋচীক জলাধিপতি বরুণের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক সহস্র শ্বেতাশ্ব শ্যামকর্ণ আনিয়া শুল্ক দান করতঃ কন্যা রত্ন সত্যবতীর পাণি গ্রহণ করেন।

গাধি রাজা অপুত্রক সন্তানার্থে সস্ত্রীকে ঋচীককে পুত্রেষ্টি যাগার্থ প্রার্থনা করেন। তৎ প্রার্থনা মতে এবং আত্ম অপত্যার্থেও বটে, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, তাহাতে পূর্ণাহুতির অবসানে পুত্রীয় চরু দুই পাত্রে পরিপূর্ণ করিয়া শাশুড়ির হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন। হে মাত! এই আমার বাম হস্ত স্থিত চরু আপনি ভোজন করিবেন, ইহাতে যে সন্তান জন্মিবে সে অতি পরাক্রান্ত বাহু বীর্য্যশালী রাজচক্রবর্ত্তী হইবে। আর দক্ষিণ হস্ত স্থিত চরু তোমার কন্যাকে ভোজন করিতে দিবেন, ইহাতে যে পুত্র জন্মিবে সে সন্তান বেদবেদান্ত পারগ ব্রহ্মণ্যশীল মহাতপস্বী হইবে।

অনন্তর সত্যবতীর সহিত মহারাজ্ঞী অবভৃত স্নান করতঃ চরু প্রাশন করিতে বসিলেন, সত্যবতী মাতার নিকট স্বীয়

পুত্রীয় চরু যাচঞা করিবাতে রাজমহিষী ঐ চরুর শ্রেষ্ঠতা বিবেচনা করিয়া তাহা আপনি ভোজন করিলেন, আত্ম পুত্রীয় চরু কন্যাকে ভোজন করাইলেন। পরে ঋচীক এতদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সত্যবতীকে কহিলেন। রে মুগ্ধে! কি কর্ম্ম করিয়াছ, ব্রাহ্ম্য চরু মাতাকে প্রদান করিয়া ক্ষত্রিয় চরু স্বয়ং ভুক্তবতী হইয়াছ। অতএব তোমার ভ্রাতা মহা প্রতাপশালী তেজস্বী, ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ হইবে। তোমার সন্তান ক্ষাত্রধর্ম্ম বিৎ হইবে, তুমিও মম শাপে কৌশিকী নামে পুণ্যা নদী হইবে। এতৎ শ্রবণে সত্যবতী পুত্র পবিত্রার্থে ঋষির নিকট অনেক প্রার্থনা করাতে ঋষি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তোমার পুত্র পবিত্র হইবে, কিন্তু এই চরু প্রাশন ফলে তোমার পৌত্র ক্ষত্র ধর্ম্মে রত হইবেক। অনন্তর উভয়ে শুভক্ষণে গর্ভ ধারণ করিয়া সংপূর্ণ কালে উভয়েই পুত্র প্রসব করিলেন, সত্যবতী গর্ভে "জমদগ্নি,, আর রাজমহিষীর গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্ম গ্রহণ করেন, জমদগ্নি রেণু রাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন, তদগর্ভে এক শত পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে ভৃগুকুল পাবন অবতার বিশেষ জ্যেষ্ঠ রামের জামদগ্ন্য খ্যাতি হয়, তিনি শিবদত্ত পরশু ধারণ করিছিলেন, এ কারণ তাঁহাকে সকলেই তৎকালে পরশুরাম বলিয়া খ্যাত করিয়াছিল। ঐ পরশুরাম হৈহয় ক্ষত্রিয় কুলান্তক, এবং হৈহয়াধিপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বিনাশ কর্ত্তা, আর মহাতেজস্বী অব্রহ্মণ্য ক্ষত্রিয়-

গণকে ধরাতলে একবিংশতি বার হনন করেন। হৈহয় দেশপদে বোম্বাই দেশ, তদ্দেশাধিপ কৃতবীর্য্যপুত্র কার্ত্ত্য-বীর্য্যার্জ্জুন, অত্রিপুত্র দত্ত প্রসাদে ত্রিলোকীতলে দেব দানব গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধররগ রাক্ষস যক্ষ কিন্নরাদির অবধ্য হইয়াছিলেন, মহাবল বলোন্মত্ত হইয়া জমদগ্নির আশ্রমে অতিথি হইয়া আতিথেয় গ্রহণানন্তর হোমীয় কামধেনু হরণ করিয়া মুনির সহিত বিরোধ করেন, মুনিও প্রতি বিরোধী হইয়া অনেক যুদ্ধ করিয়া পরে রাজ হস্তে নিহত হন। অন-ন্তর গুরুকুল হইতে আসিয়া পরশুরাম জননী মুখে তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহাক্রোধে ক্ষত্রিয়বধে প্রতিজ্ঞা করতঃ যুদ্ধার্থে হৈহয় দেশে গিয়া সহবংশ কার্ত্ত্যবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনাশ করেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সামান্য রাজা ছিলেন না, যিনি সহস্র রমণী সমভিব্যাহারে নর্ম্মদানদীতে প্রত্যহ জলকেলী করিতেন, বাহু সমাচ্ছাদনে নদীবেগের ধারণা করিতেন। তৎকালে নিরস্ত্র ভূপতি সশস্ত্র রাক্ষসাধিপ লঙ্কেশ্বর রাবণকে পরাজয় করিয়া অশ্বশালে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরশুরাম অবলীলাক্রমে তাহাকে বধ করতঃ ক্রমে সকল ক্ষত্রিয়কে নাশ করিতে উদ্যম করেন। বালক জরাবস্থ এবং গর্ভস্থ সন্তান নাশ করেন নাই, এক একবার আসিয়া যুবা ক্ষত্রিয় পুরুষকে নাশ করিয়াছিলেন, ইহাতেই এক বিংশতিবার গণনা করা যায়, প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে এক-বিংশতি বারের পর আর নাশ করেন নাই, নিঃক্ষেত্রিয় পক্ষে

এককালে সমস্ত নাশ নহে। অনন্তর পরশুরাম ক্ষত্রিয় বধ জনিত দুষ্কৃতি ক্ষালনার্থ যত্নবর্ষ তীর্থপর্য্যটন করিয়াছিলেন। গাধিরাজ পুত্র বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া ঘোর-তর তপঃদ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হন। যিনি পদার্থ বিদ্যায় কুশল ছিলেন, নানা প্রকার পদার্থ যোগে নানা প্রকার বস্তুর উৎপাদন করিয়াছিলেন, একারণ সকলেই তাঁহাকে নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত করিয়া-ছেন। হরিশ্চন্দ্র রাজার নরমেধ যজ্ঞকালে ভার্গববংশীয় ক্রীত পশু শুনঃসেফ কে তপোবলে দেবতাদিগের সম্মুখে পাশে হইতে পরিমুক্ত করেন, এজন্য ভার্গবের নাম দেবরাত হয়। গাধিবংশের প্রবর খ্যাত শুনঃসেফ বিশ্বামিত্রের পুত্র মধ্যে পরিগণিত, তদ্ভিন্ন বিশ্বামিত্রের অপর মধুশ্ছন্দাদি এক শত পুত্রের মধ্যে পঞ্চাশৎ পুত্র মহাযোদ্ধা রাজবংশ রূপে খ্যাত হন। অপর পঞ্চাশৎ পুত্র পিতৃ কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জনীয় রূপে ব্রহ্মর্ষিদেশের উত্তর পশ্চিম ভাগে অরণ্য মধ্যে বাস করিয়া যবন মেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়। ইদানীং তদ্দেশের নাম পার-সীকাদিদেশ, রাজ পরিবর্ত্তনে ক্রমে ঐ দেশ ইউ-রোপাদি নানা সংজ্ঞায় বিখ্যাত হইয়াছে, তজ্জাতীয়েরা অগ্নিহোত্রী, অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মর্ষি বংশ ছিল এজন্য সেই ধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মাভাস মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, পরে বহু-কাল বেদ ব্রাহ্মণ দর্শনাভাবে পূর্ব্বাভ্যস্ত সংস্কৃত ভাষার বিকৃত উচ্চারণ বশত এক প্রকার ভাষাভ্যাসী হয়, অনু-মান করি তাহাকেই জেন্দভাষা বলিয়া লোকে প্রকথিত

হইয়াছিল, সেই ভাষাই যবন ম্লেচ্ছ ভাষার জননী, ইদানীং গ্রীক জর্ম্মন ল্যাটিন রুষ প্রভৃতি যত দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল দেশ ভাষা ঐ জেন্দভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ পারসীক বংশেই কাল যবন উৎপত্তি হয়, দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে কৌশলে নিহত করিয়াছিলেন। তভাষাকে ম্লেচ্ছ ভাষা বলিয়া কোন কোন সম্রাট রাজারা ও অভিযোগে কালে ম্লেচ্ছাদির বিরোধ শাস্ত্যর্থে অভ্যাস করিতেন, অনুমান, করিয়ে বিদুর সেই ভাষাতেই যুধিষ্ঠীরকে সঙ্কেত করিয়াছিলেন।

অনন্তর পুরূরবার জ্যেষ্ঠপুত্র "আয়ু,, তদ্বংশ বিস্তারিত করিয়া লিখিতেছি। আয়ুর অনেক, পুত্র যথা "নহুশ, ক্ষত্র বৃদ্ধ, রজীনাভ ও অনেনা,, তন্মধ্যে নহুশ বংশ পশ্চাৎ কহিব সংপ্রতি ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ বিস্তার করিয়া লিখিতেছি। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র "সুহোত্র,, সুহোত্রের তিন পুত্র, তাহাদিগের নাম কাশ্য, গৃৎসমদ, ও কুশ,, গৃৎসমদের পুত্র "শুনক,, তৎপুত্র শৌনক, ইনি বহ্বৃচ প্রবর হন, তাঁহার বংশ্যেরা ক্ষত্রিত্ব পরিত্যাগে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন। ১॥ কাশ্যপুত্র "কাশি,, তৎপুত্র "রাষ্ট্র,, রাষ্ট্রের পুত্র "দীর্ঘতমা,, তস্যপুত্র ধন্বন্তরি,, এই ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশক হইয়াছিলেন। তৎপুত্র "কেতুমান্,, তস্য পুত্র "ভীমরথ,, ভীমরথের পুত্র "দিবোদাস,, দিবোদাস কাশীতে রাজ্য করিয়া বহুকালক্ষেপ করেন, তত্তুল্য তপস্বী রাজা বারাণসীতে হয়নাই হইবে না। তৎপুত্র "প্রতর্দ্দন,, তস্যপুত্র "বৎস,,

বৎসপুত্র "ঋতধ্বজ,, তস্যপুত্র "কুবলয়াশ্ব,, তৎপুত্র "অলর্ক,, এই অলর্ক বহুকাল রাজ্য করেন। যথা ভাগবতে।

ষষ্টিং বর্ষ সহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষ শতানিচ।
নালার্কাদপরো রাজন্ বুভুজে মেদিনীং যুবা।

অলর্ক রাজা কাশীক্ষেত্রে (৬৬০০০) বৎসর রাজ্য করেন। তৎকালে কাশীতে অলর্কের তুল্য যৌবন প্রাপ্ত বয়সে অপর কোন রাজই পৃথিবীতে রাজ্যভোগ করেন নাই।

অলর্কের পুত্র, "সুনীথ,, তাঁহার পুত্র "নিকেতন,, তৎ-পুত্র "ধর্ম্মকেতু,, তৎপুত্র "সত্যকেতু,, তস্যপুত্র "ধৃষ্টকেতু,, তস্যপুত্র "সুকুমার,, তৎপুত্র "বীতিহোত্র,, তত্তনয় "ভর্গ,, ভর্গপুত্র "ভার্গ,, তস্যপুত্র "ভুমি,, এই পর্য্যন্ত কাশীরাজের বংশ সমাপন হয়, পরে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বংশীয় অর্থাৎ রাজ-পুত্রেরা কলিতে রাজ্য করিয়াছে।

অনন্তর।—নহুশের ভ্রাতা "রাভের,, বংশ বিস্তার করিয়া লিখিতেছি। রাভের পুত্র "রভস,,তৎপুত্র "গম্ভীর,, গম্ভীরের পুত্র "অক্রিয়,, ইনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রহিত ব্রহ্ম বিদ্যা সম্পন্নে নিষ্ক্রিয় হন, তাঁহার বংশ ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে রত প্রযুক্ত তদ্গোত্র বর্ণন করিবার প্রয়োজন বিরহ হইল। অতঃপর অনেনার বংশ কথিত হইতেছে। অনেনার পুত্র "শুদ্ধ,, তৎপুত্র "শুচি,, তস্যপুত্র "চিত্রকু,, তৎপুত্র "ধর্ম্ম সারথি,, তাহার সন্তান "শান্তরজা,, ইনি কৃতকৃত্য আত্মবান পুরুষ, বষয় বৈরাগ্য হেতু সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

অতঃপর, রজিরাজার বংশ কহিতেছি। রজির পঞ্চশত পুত্র মহা বলবান, অমিতৌজা, ইন্দ্রাদিদেবগণেরা অসুর বধার্থ প্রার্থনা করিলে রজির পুত্রেরা দেবপক্ষ হইয়া স্বর্গস্থ দৈত্য সমূহকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গ প্রদান করেন। তাঁহারা পিতার উপরতি হইলেও পৃথিবীতে আর রাজ্য করেন নাই। সকলেই তত্ত্বজ্ঞ হইয়া সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগে কৃতকৃত্য হন। ক্ষত্র বৃদ্ধের অপর পুত্র "কুশ,, কুশের পুত্র " প্রতি ,, তৎপুত্র " সঞ্জয় ,, তৎসুত " জয় ,, তৎপুত্র "কৃত,, কৃতের পুত্র "হর্য্যবল,, তৎসুত "সহদেব,, তৎপুত্র "অহীন,, তস্য তনয় "জয়সেন,, তাঁহার পুত্র "সংকৃতি তৎপুত্র "জয়,, তৎপুত্র "ক্ষত্রধর্ম্মা,, এই ক্ষত্র বৃদ্ধ রাজবংশ হয়, ইহারা কলি পর্য্যন্ত কলাপ গ্রামে অবস্থিতি করিবেন। অনন্তর নহুশ চরিত্র ও তদ্বংশ বিস্তার বর্ণন করিতেছি। অর্থাৎ নহুশাবধি ত্রেতাযুগের পরি সমাপ্তি হয়, নহুশ পুত্রাদির সহিত দেবমানে অনেক বৎসর স্বর্গলোকে বাস করেন, তাহাতে নরমানে অনেক সহস্র বৎসর গত হয়, তাহাতেই তৎপুত্র যযাতি স্বর্গ স্থিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পৃথিবীর রাজ্য পালন করেন, সুতরাং নরপরিমাণে পৃথিবীতে ত্রেতাযুগ পরিসমাপ্তি হয়। নহুশের অজগরত্ব প্রাপ্ত দিবসাবধি দ্বাপরযুগান্তর প্রথমাঙ্ক পাত হয়, তাহার নাম "মাহুশাব্দাঃ,, যযাতি দ্বাপরের প্রথম রাজা, তাম্রকৃষ্ণা ত্রিয়োদশীতে রাজ্যাভিষিক্ত হন। পশ্চাৎ নাহুশ চরিত্র বিস্তার করিয়া লিখিব।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—ভো মহাত্মন্! আপনার পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তরে ভগবতী ছিন্নমস্তা বিষয়ক কিঞ্চিৎ উত্তরের অপেক্ষা রহিয়াছে, সেই বিষয় শ্রবণে অত্যন্ত সাভিলাষ হইলাম, এক্ষণে সেই প্রশ্নের উত্তর করিয়া এ দীনের চিত্তকে সুস্থির করিতে আজ্ঞা হয়।—ছিন্নমস্তা দেবীর যোন্যাকার বেদীতে আরোহণ, মুণ্ডমালা গলে দোদুল্যমানা, মুণ্ডাসি ধারণ ভুজদ্বয় বিশিষ্টা, স্বরক্ত পানে তৎপরা, সখী দ্বয় পার্শ্ব বর্ত্তিনী, রতিকাম বিপরীতে আসন, ইহার কারণ কি?

পরম হংসের উত্তর। বৎসর! শ্রবণ করহ। জগৎকারিণী ও সংহারিণী ব্রহ্ম শক্তি, তিনি জগন্ময়ী নিস্তারকারিণী মোক্ষ মার্গ স্বরূপা সর্ব্বশক্তি রূপে জগতের স্থিতি তাঁহাতেই হয়।—"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু,, ইতি প্রমাণে সমস্ত স্ত্রী রূপা সেই ব্রহ্মশক্তি। এ বিধায় রজঃস্বলা স্ত্রীও যে সর্ব্বত্র পবিত্রা ও পুজনীয়া তাহা জানাইবার নিমিত্ত এই ছিন্নমস্তারূপে প্রকাশ হইয়া উপদেশ করিয়া ছিলেন, যদি কেহ প্রবৃত্তি মার্গে আমার উপাসনা করে তবে তাহার পুনঃ পুনঃ মৃত্যু অবস্থা দর্শন হয়, এ কারণ জীব সম্বন্ধীয় বহু মস্তক মালা ধারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ নিরন্তর রজস্বলা স্ত্রী সম্ভোগে জীবনের অবিরত বিনাশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুণ্ডমালা ধারণ সম্ভব জীবকে রক্তবিকার বলা যায়, সেই রক্ত স্ত্রীলোকের দেহোদ্ভূত, সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে জীব মাত্রই মহাপ্রকৃতির স্বদেহোদ্ভব স্বীকার যায়, এ কারণ রজঃস্বলা গামী

পুরুষকে কাল শক্তি গ্রাস করাইতেই রক্ত কালী ছিন্নমস্তাকে স্বরক্ত পানা সক্তা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন। তিন ধারা রক্তস্রাব বিষয়ে ঋতুমতী স্ত্রীর নিষিদ্ধ দিবসত্রয় সম্ভূত শোণিতকে ত্রিধারা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করেন, ঐ তিন দিবসের অধিষ্ঠাত্রী, ব্রহ্ম ঘাতিনী,রজকী ও চণ্ডালিনী, তদর্থে ছিন্না, ডাকিনী, বর্ণিনী নায়িকা রূপে বর্ণিতা হয়, ডাকিনী ব্রহ্ম ঘাতিনী অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিঘাতিনী, দ্বিতীয়া রজকী মল করিণী, অর্থাৎ জীবচিত্তে সমল প্রদায়িনী, তৃতীয়া চণ্ডালিনী ছিন্না, নির্দ্দয়শীলা অর্থাৎ যে স্বীয় মস্তক ছেদন করে তাহার তুল্য নিষ্করুণা আর কে হয়। সর্ব্ব শরীরে শক্তি ত্রয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, একারণ জীবের স্বভাবের পরিচয়ার্থে শক্তিরূপে তৎকার্য্যের অনুদর্শন করাইয়াছেন, মোহ পাশে পাশিত হইয়া যে ব্যক্তি রজঃস্বলা রমণী রমণে রত তাহার মোক্ষপথ অবরোধ হয়, এবং পুনঃ২ মরণ পথে তাহাকে বিচরণ করিতে হয়।—এই ছিন্না প্রকরণে রজঃস্বলা দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় অনুমানে সারতত্ত্ব বুঝিতে হয়, স্মরগৃহ যোনিতে প্রকৃতির অধিষ্ঠান,শোণিত ও যোনিকূপ হইতে নিঃসৃত হয়, রতিকাম বিপরীতের অর্থ রজো যোগে স্ত্রী লোকের মনে অত্যন্ত রূপে রমণাশা বলবতী হয়, সুতরাং উৎ স্বকাদি বিকৃতা প্রযুক্ত রমণী জনে রমণেচ্ছায় উদিতা হয়, এ বিষয়ে রতিকামের বিপরীতাবদ্ধ বিশিষ্টা রক্ত চামুণ্ডাকে শাস্ত্রে ছিন্নমস্তা বলেন। অর্থাৎ রজঃস্বলা স্ত্রীতে সংভোগেচ্ছু

পুরুষ আপন মস্তককে আপনি নিরস্ত করে এবং আপনিই আপনশোণিত পায়ী হয়, যহেতু ঐ শক্তি ত্রয় ই তাঁহার তৎকালে বুদ্ধির নিয়ন্তৃরূপে উৎপন্না হইয়া থাকেন। নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি মার্গে কার্য্য কারণ স্বরূপ হস্তদ্বয়, যে হস্তে খড়্গ সেই হস্ত প্রবৃত্তি মার্গীয় কার্য্য, যে হস্তে মুণ্ড সেই হস্তেই নিবৃত্তি মার্গীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। কেন না প্রবৃত্তি মার্গে নিপাত, নিবৃত্তি মার্গে চরম লাভ হয়। সুতরাং ছিন্ন মুণ্ডে শোণিত পান দ্বারা তৃষ্ণা নিবৃত্তির দৃষ্টান্ত মাত্র দিয়াছেন।

এক্ষণে নিবৃত্তি মার্গে ছিন্নমস্তার বিবরণ শ্রবণ কর। সর্ব্বশক্তি ময়ী ছিন্নার উপাসনায় জীবের অমোক্ষসংশয় ছিন্ন হয়। যে শক্তির উপাসনায় জীবের পুনর্জ্জন্মাদি নিবারণ হইয়া থাকে, তাঁহাকেই পরাবিদ্যা ব্রহ্ম শক্তি বলিয়া বেদে উক্ত করিয়াছেন।—অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি সত্ত্বরজ তমোগুণা প্রকৃতি রূপা, ত্রিদেবীরূপে তাঁহারাই জীবের উৎপাদিকা রৌধিরী ধারারূপে প্রকাশিতা হইয়া থাকে, সেই গুণত্রয় যাহাতে সমতা প্রাপ্ত হয় তাঁহাকেই প্রকৃতি বলেন, সেই প্রকৃতিই ছিন্নমস্তা, তাঁহার উপাসনায় জীবের পুনরুৎপত্তির কারণ যে রক্ত, সেই রক্তকে তিনি স্বয়ং পান করতঃ ভবার্ণব হইতে জীবের উদ্ধার করিয়া থাকেন, ইহাই জানাইয়াছেন। অতএব ছিন্নমস্তা দেবীর স্বরূপ তত্ত্ব যে জানে তাঁহার আর জন্মবিষয়ে কোন সংশয় থাকে না, এবং অসংশয় পরমাশক্তিকে লাভ করে।

গৃহস্থধর্ম্ম।

অথ উপনয়ন সংস্কার।

অথোচ্যতে দ্বিজাতীনামুপনীতি ক্রিয়াবিধিঃ।
যস্মিন্নকৃতে দ্বিজন্মানো দৈব পৈত্রাদি কারিণঃ।

অনন্তর দ্বিজাতিদিগের উপনয়ন ক্রিয়ার বিধি কহিতেছি। উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে দ্বিজাতিগণেরা দৈবকার্য্যে এবং পৈত্র কার্য্যে সম্যক অধিকারী হয়।

গর্ভাষ্টমে ষ্টমে বাব্দে কুর্য্যা দুপনয়ং শিশোঃ।
ষোড়শাব্দাধিকো নোপনেতব্যো নিষ্ক্রিয়োহিসঃ।।

ব্রাহ্মণের গর্ভাষ্টমে বা অষ্টম বৎসরে বালকের উপনয়ন ক্রিয়া করিবে। অনন্তর মুখ্য কালাতিক্রম হইলে গৌণ কল্পে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়ন হইতে পারে, ষোড়শ বর্ষের অধিক হইলে উপনয়ন হয় না, সে বালক সর্ব্ব বিষয়ে নিষ্ক্রিয় হয়।

কৃতকৃত্য ক্রিয়ো বিদ্বান্ পঞ্চদেবান সমর্চ্চয়েৎ।
গৌর্য্যাদি মাতৃকাশ্চৈব বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ।।

প্রথমতঃ শুভদিনে পিতা কৃত নিত্যক্রিয় হইয়া সুস্নাত ধৌত বস্ত্রদ্বয় পরিধান পূর্ব্বক ঘটস্থাপন করতঃ গণেশাদি পঞ্চদেবতার অর্চ্চনা করিয়া স্বস্তিবাচন সংকল্পানন্তর গৌর্য্যাদিষোড়শ মাতৃকা পূজা বসুধারা সম্পাতন ও আয়ুষ্য জপ করিবে। অত্রত্য প্রসিদ্ধ কুলাচার হেতু বালকের শুভ গন্ধাধিবাসনও মাতৃকা পূজার পূর্ব্বে করিতে হয়।

অনন্তর দেবতাও পিতৃগণের পরিতৃপ্তির নিমিত্তে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ করতঃ কুশণ্ডিকা উক্ত বিধি দ্বারা বহ্নিস্থাপন করিয়া তাহাতে ধারাহোম করিবে, অর্থাৎ স্বস্ব বেদোক্ত হোম করিবে

প্রাতঃকৃত্বাশনং বালং সুস্নাতঞ্চ স্বলঙ্কৃতং।
শিখাং বিনা কৃতক্ষৌরং ক্ষৌমাম্বর বিভূষিতং।।

ইতি নির্ব্বাণ তন্ত্রং।

অতি প্রত্যূষে বালক ভোজন করিবে, সেই কৃতাশনও সুস্নাত এবং শোভন অলঙ্কৃত, শিখাবিনা কৃতক্ষৌর, পট্টবস্ত্র বিভূষিত বালকে সমীপে আনয়ন করিবে।

ছায়ামণ্ডপ মানীয় সমুদ্ভব হুতাশিতুঃ।
সমীপেচাত্মনোবামে সংস্থাপ্যবিমলাসনে।।

ছায়ামণ্ডপে অর্থাৎ হোমকুণ্ড বেদী সন্নিধানে বালককে আনিয়া আপনার বামভাগে নির্ম্মল আসনে সংস্থাপন করিয়া আচার্য্য বলিবেন।

শিষ্যংবদেৎ ব্রহ্মচর্য্যং কুরবৎস ততঃশিশুঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং করোমীতি গুরবে বিনিবেদয়েৎ।।

আচার্য্য ঐ শিষ্য বালককে কহিবেন, বৎস ? তুমি ব্রহ্ম-চর্য্য করহ। শিষ্য অনন্তর গুরুকে নিবেদন করিবেন, ভো ব্রহ্মন্। আমি ব্রহ্মচর্য্য করিব।

ততোগুরু প্রসন্নাত্মা শিশবেশান্তচেতসে।
কাষায় বাসসীদদ্যাৎ দীর্ঘায়ুষ্টায়বর্চ্চসে।।

তৎশ্রুত্বা প্রসন্নাত্মা হইয়া গুরু, শান্তচিত্ত শিশুকে দীর্ঘায়ুও তেজস্বী করিবার নিমিত্তে, দুইখানি গৈরিক ধাতু রঞ্জিত পরিধেয় কাষায় বস্ত্র প্রদান করিবেন।

মৌঞ্জীং কুশময়ীং বাপি ত্রিবৃত্তাং গ্রন্থি সংযুতাং।
তুষ্ণীঞ্চ মেখলাং দদ্যাৎ কাষায় বস্ত্রধারিণে॥
মায়ামুচ্চার্য্য সুভগা মেখলাস্যাৎ শুভপ্রদা॥

অনন্তর গুরু কাষায় বস্ত্রধারী শিষ্যকে কুশময়ী বা শর কাশময়ী মৌঞ্জী গ্রন্থিযুক্তত্রিদণ্ডী ও মেখলা প্রদান করিবেন, তাহার মন্ত্র তন্ত্রোক্ত মায়াবীজ উচ্চারণ করতঃ এই মেখলা তোমার শুভ প্রদাইউন, অথবা বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণে মৌঞ্জী মেখলা বদ্ধ করিবেন।

ইত্যুক্ত্বা মেখলাং বদ্ধা মৌনীতিষ্ঠেৎ গুরোঃপুরঃ।

গুরু কর্ত্তৃক উক্ত শিশু মেখলা বন্ধন করিয়া গুরুর অগ্রে মৌনাবলম্বন করতঃ দণ্ডায়মান থাকিবেন, অনন্তর গুরুবেদ মন্ত্রোচ্চারণ পুর্ব্বক কৃষ্ণাজিনান্বিত যজ্ঞসূত্র প্রদান করিবেন। যথা।

যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজংপুরস্তাৎ।
আয়ুষ্য মগ্র্যং প্রতিমুঞ্চশুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তুতেজঃ।
ইতি। মন্ত্রেণানেন শিশবে দদ্যাৎ কৃষ্ণাজিনান্বিতং॥

অনন্তর আচার্য্য পরম পবিত্র এই যজ্ঞোপবীত, পুর্ব্বে বৃহস্পতির সহিত জন্মিয়াছেন, ইহা অতি মাননীয় আয়ুপ্রদ, শুভ্র, শোভনীয়যজ্ঞোপবীত তেজোবলযুক্ত থাকুন। এই বেদউক্ত মন্ত্র দ্বারা আচার্য্য কৃষ্ণাজিনযুক্ত যজ্ঞসূত্র শিশুকে দিবেন।

অথ যজ্ঞোপবীতের পরিমাণ।

যজ্ঞসূত্রস্য যন্মানং তৎশৃণুষ্ব সমাহিতঃ।
ঋগ্বেদী ধারয়েৎ সূত্রং নাভেরূর্দ্ধং স্তনাদধঃ॥

অনন্তর সমাহিত চিত্তে যজ্ঞসূত্রের পরিমাণ শ্রবণ করহ। ঋগ্‌বেদীজনে নাভির ঊর্দ্ধস্তনমণ্ডলের অধঃ পরিমাণে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবেন।

যজুষাং সূত্রমানন্তু আশ্চর্য্যাং শ্রুতিসম্মতং।
বাহুমূল প্রমাণেন যজ্ঞসূত্রং দ্বিজাতিভিঃ।
ধারণীয়ং প্রযত্নেন নান্যদন্নং কদাচন॥

যজুর্ব্বেদীয় ব্যক্তিদিগের শ্রুতিসম্মত আশ্চর্য্যরূপ যজ্ঞসূত্রের পরিমাণ অর্থাৎ বাহুমুল পর্য্যন্ত পরিমাণে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে হইবে, ইহার অন্য পরিমাণে কদাচ ধারণীয় হইতে পারিবেনা।

সামগস্য দীর্ঘসূত্রং ত্রিবিধং কথয়াম্যহং।
ব্রহ্মরন্ধ্রান্নাভিদেশ পর্য্যন্তং যজ্ঞসূত্রকং॥

সামবেদীয়দিগের যজ্ঞসূত্র কিছু দীর্ঘ, সেই দীর্ঘতা ত্রিবিধ প্রকার হয়, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করহ। ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি নাভিদেশ পর্য্যন্ত পরিমাণ করিবেন।

অথবাপিচ গ্রীবায়া মারোপ্য নাভিমস্পৃশেৎ।
তস্মাৎপৃষ্ঠে মেরুদণ্ডপর্য্যন্তং যজ্ঞসূত্রকং॥

অথবা গ্রীবা অবধি স্পৃশ্যনাভিদেশ পর্য্যন্ত অর্থাৎ গ্রীবা হইতে নাভিদেশ হইয়া পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত পরিমাণে দীর্ঘসূত্র হইবে।

অথবা পরিমাণঞ্চ প্রকারান্তর মুচ্যতে।
গ্রীবায়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠপর্য্যন্তং যজ্ঞসূত্রকং॥

কিম্বা অন্যৎপ্রকারান্তর পরিমাণ কহিয়াছেন, অর্থাৎ

গ্রীবা হইতে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্য্যন্ত যজ্ঞসূত্রের দীর্ঘতা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, এই তিন প্রকার পরিমাণের মধ্যে যে যেরূপ প্রমাণে করুক্ তাহাতেই সিদ্ধ হইবে।

অথর্ব্বোধারয়েৎ সূত্রং যত্নেন যজুষাং মতং।
অথবা ধারয়েৎ সূত্রং সামগস্য প্রমাণতঃ॥

অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণেরা যজুর্ব্বেদীয়দিগের ন্যায় পরিমাণে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবেন। অথবা সামবেদীয় দিগের মতই বা হউক্ তাহাতে তাহাদিগের হানি নাই।

অথবা ধারয়েৎযজ্ঞসূত্রং পরম মোহনং।
আজ্ঞাচক্রা ন্নাভিদেশ পর্য্যন্তং যজ্ঞসূত্রকং॥

এতদ্ভিন্ন ভ্রূমণ্ডল অবধি নাভিমণ্ডল পর্য্যন্ত পরিমাণ করিয়া পবিত্র রূপ পরম মোহন যজ্ঞসূত্র অথর্ব্ববেদীয়েরা ধারণ করিতে পারেন।

এতৎ সংকেত মজ্ঞাত্বা যঃ কুর্য্যাৎ সূত্রধারণং।
সচণ্ডাল সমোবিপ্রো যদি ব্যাস সমোভবেৎ।

এরূপ যজ্ঞসূত্রের পরিমাণ সংকেত নাজানিয়া যে ব্যক্তি যজ্ঞসূত্র ধারণ করে, সেই ব্রাহ্মণ ব্যাস তুল্য হইলেও তৎক্ষণাৎ চণ্ডাল সম হয়। অনন্তর প্রসঙ্গতঃ যজ্ঞসূত্র কর্ত্তন করিবার বিধি কহিয়াছেন, অর্থাৎ কোন কোন্ জাতীয়া স্ত্রীর কর্ত্তৃত সূত্র প্রশস্ত হয়।

অথ যজ্ঞসূত্র কর্ত্তন।

কন্যাচ কর্ত্তয়েৎ সূত্রং পতিপুত্রবতী তথা।
বিধবা বিধবা বাপি পুত্রহীনাপি ব্রাহ্মণী॥

অনূঢ়া বিপ্রকন্যা, বা পতি পুত্রবতী স্ত্রী, অথবা পুত্র-হীনা সধবা, কি পতি পুত্রহীনা বিধবা ব্রাহ্মণী হইলেও সূত্র কর্ত্তন করিতে পারে। যেহেতু সর্ব্বাপেক্ষা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃত সূত্র অতি প্রশস্ত হয়।

ক্ষত্রাণী বৈশ্যপত্নীচ কর্ত্তয়েন্নতুশূদ্রিণী।
শূদ্রাস্ত্রী সর্ব্বদাশুদ্ধা নিন্দিতা সূত্র কর্ত্তনে॥

অপর ক্ষত্রিয়পত্নী, বা বৈশ্যপত্নীও যজ্ঞসূত্র কর্ত্তন করিতে পারে, কিন্তু শূদ্রস্ত্রী কখনই পারে না। যেহেতু শূদ্রস্ত্রী সর্ব্বদা অশুদ্ধা, সে যজ্ঞ সূত্র কর্ত্তনে অতি বর্জ্জনীয়া হয়।

কার্পাস সম্ভবং সূত্রং যজ্ঞসূত্রং বিনির্ম্মিতং।
সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মং পরমং সর্ব্বদেব ময়ং তথা॥

কার্পাস সম্ভব সূত্রে যজ্ঞসূত্র বিনির্ম্মিত হইবে, যত সূক্ষ্ম হয় ততই উত্তম, বরঞ্চ অতি সূক্ষ্মসূত্র বিশেষ প্রশস্ত জানিবে। এই যজ্ঞসূত্র সর্ব্বদেবময়, ইহার প্রভাবে ব্রাহ্মণেরা দেদীপ্যমান হন,। অপর যজ্ঞসূত্রের গ্রন্থিকালে স্মরণীয় মন্ত্রাদি কহিতেছেন। যথা

গ্রন্থিকালে স্মরেদ্বিপ্রান্ সূত্রং ভবতি মূর্ত্তিমৎ।
ব্রহ্মাচ কশ্যপো বিপ্রঃ সনকশ্চ সনন্দনঃ।
সনৎ সনাতনো বিপ্রো নারদঃ কপিলস্তথা।
মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যো গোতমঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্দ্দক্ষঃ প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠো বাল্মীকিস্তথা।
দ্বৈপায়নো ভরদ্বাজঃ শুক্রোজৈমিনি রেবচ।
বিদূরথঃ শুনঃ শেফো জাতুকর্ণশ্চ রৌরবঃ।
ঔর্ব্বঃ সম্বর্ত্তকশ্চৈব সুরাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ

চন্দ্রঃ সূর্য্যো বুধঃ শ্রীমান্ যজ্ঞসূত্রস্য গ্রন্থিষু।
তিষ্ঠন্তু মম বামাংশে বামস্কন্ধেত্বহর্নিশি।
ব্রহ্মাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বা যজ্ঞসূত্রস্য দেবতাঃ॥

যজ্ঞসূত্রের গ্রন্থি দিবার সময় মনে ব্রাহ্মণগণকে স্মরণ করিবে, তাহাতে যজ্ঞসূত্র -তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মতেজঃ স্বরূপ মূর্ত্তিমান হন। এবং ব্রহ্মা, কশ্যপ, সনক, সনাতন, সনৎকুমার, ও সনন্দন নারদ, কপিল, মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য গোতম ক্রতু, ভৃগু, দক্ষ, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, দ্বৈপায়ণ, ভরদ্বাজ, শুক্র, জৈমিনি, বিদূরথ, শুনঃশেফ, জাতুকর্ণ, রৌরব, ঔর্ব্ব, সম্বর্ত্ত, বৃহস্পতি, চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, এই সকল দেব, ও ঋষিগণ সকলে যজ্ঞসূত্রের গ্রন্থিতে অবস্থান করুন। এবং যজ্ঞ সূত্রে ভর করিয়া আমার বামভাগে স্কন্ধোপরি অহর্নিশি অবস্থিতি করুন, এই ব্রহ্মাদি দেবতা সকলেই যজ্ঞসূত্রের অধিদেব হন।

যজ্ঞসূত্রং করেকৃত্বা দক্ষিণে দ্বিজসত্তমঃ।
গায়ত্রীং প্রথমং জপ্ত্বা প্রণবং প্রজপেচ্ছতং।
গায়ত্রীং পুনরুক্ত্বাবৈ বামস্কন্ধে নিবেশয়েৎ।
জীবন্যাসং বিহীনস্তু যজ্ঞসূত্রং হিসুত্রবৎ॥

অনন্তর যজ্ঞসূত্র সংস্কার করিবে, যথা দ্বিজশ্রেষ্ঠেরা দক্ষিণ হস্তে যজ্ঞসূত্র ধারণ করতঃ প্রথম গাত্রী জপন পূর্ব্বক, একশত বার প্রণবজপ করিবেন। পরে পুনর্ব্বার গায়ত্রী জপ করিয়া বামস্কন্ধোপরি ধারণ করিবেন। ইহাই যজ্ঞসূত্রের জীবন্যাস, বিনাজীবন্যাসে যজ্ঞসূত্র শুদ্ধ সামান্যসূত্রবৎ হয়।

অপুষ্পমাহাত্ম্য।

শক্তিপুষ্প কথনং।

কোকনদঞ্চ বন্ধূকং কর্ণিকাদ্বয় মেরচ।
বকমন্দার রক্তানি করবীরাণি শস্যন্তে॥

ইতি যোগিনী তন্ত্রং।

কোকনদ, বন্ধূক, শ্বেতপীত কর্ণিকার পুষ্পদ্বয়, আর বকপুষ্প, মন্দারপুষ্প, ও রক্তকরবীর পুষ্প শক্তি পূজায় প্রশস্ত হয়।

মল্লিকা ত্রিতয়ং জাতী ক্ষৌমপুষ্পং জয়ন্তিকা।
বিল্লপত্রং কুরুবকং মণিপুষ্পঞ্চ কেশরং॥

তিন প্রকার মল্লিকাপুষ্প, জাতীপুষ্প, মসিনাপুষ্প, ও জয়ন্তীপুষ্প, এবং বিল্লপত্র, কুরুবক, ও শ্বেত বকপুষ্প, এবং নাগকেশর পুষ্প ইত্যাদি প্রশস্ত হয়।

বাসন্তীং চৈব সৌগন্ধং কাশপুষ্পং মনোহরং।
আমলকঞ্চ কাদম্বং বকুলং যূথিকাং তথা॥

বাসন্তী অর্থাৎ মাধবীলতার পুষ্প, ও গন্ধরাজ, কাশপুষ্প দেবীর অতি মনোহর হয়। আর আমলকদল, কদম্বপুষ্প, বকুল, যূথী, এ সকল পুষ্পই শক্তি পূজায় প্রশস্ত জানিবে।

বিল্লৈর্মরু বকাদ্যৈশ্চ তুলসী বর্জ্জিতৈঃ শুভৈঃ।
ওড্রপুষ্পৈ র্বিশেষেণ বজ্রপুষ্পেণ শোভিতং॥

বিল্লপুষ্প, মরুবকাদিপুষ্প, বিশেষতঃ ওড়পুষ্প অতিশয় মনোনিত, বজ্রপুষ্প ও শ্বেতাপরাজিতা, অথবা গুপ্ত প্রকরণে স্ত্রীযোন্যুদ্ভব প্রকার পুষ্প অতি শোভিত হয়, কেবল তুল-

সীকে বর্জ্জন করিয়া ভক্তিযুক্ত চিত্তে সকল পুষ্পই প্রদান করিবে। ইহা সকল শক্তি বিষয়ে নিষেধ নহে, কেবল শবারূঢ়া দেবীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়।

জবাপুষ্পং মহেশানি দদ্যাদ্দেব্যৈ বিশেষতঃ।
পদ্মং প্রিয়তরং দেব্যাঃ শেফালি বকুলং তথা॥

হে মহেশানি! বিশেষতঃ দেবীকে জবা পুষ্প সর্ব্বদাই প্রদান করিবে। এবং শেফালিকা ও বকুল, আর পদ্মপুষ্প দেবীর অত্যন্ত প্রিয় হয়।

রক্তোৎপলেন দেবেশি পূজয়েৎ পরমাং শিবাং।
লক্ষবর্ষ সহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ॥

হে দেবেশি! পরমশিবা মহাদেবীকে রক্তোৎপল দ্বারা একবার পূজা করিলে, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষবার অন্য পুষ্প দ্বারা পূজার ফল প্রাপ্তি হয়।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার মণ্ডল ষ্ট্রীট ১২ নং ভবন হইতে বিতরণ হয়।

কলিকাতা চিতপুর রোড বটতলা ২৪৬ নং ভবনে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৭৭ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৬ সন ১২৭১ সাল ৩২ ভাদ্র।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

পুরূরবা অবধি দ্বাপরযুগ প্রবর্ত্ত হয়, পুরূরবার পুত্র আয়ু, ইহাঁরা পিতাপুত্রে প্রায় সত্যযুগ প্রমাণে রাজ্য করেন। তৎসংখ্যা (২২০০০০) তাহার কারণ ইহাঁরা বহুকাল তপোধর্ম্মে সংলগ্ন ছিলেন, সেই তপোবলে যোগ প্রভাবে দীর্ঘায়ুষ্ট হন। সুতরাং দুই পুরুষের শাসনকাল।

(৭২০০০০) আয়ুর ছয় পুত্র, যথা নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, র রাভ, বীর্য্যবানও অনেনা। নহুষ সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, ইনি তিল প্রস্থ, অর্থাৎ তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে দক্ষিণদেশে তিলপ্রস্থ নামে নগর নির্ম্মাণ করতঃ রাজ্য শাসন করেন। নহুষের রাজ্যাভিষেক দিবস অবধি শকাব্দার এক অঙ্কপাত হয়, তাহার নাম নাহুষাব্দা। নাহুষাব্দীয় শকের এক সহস্র বর্ষ রাজ্য করিয়া নহুষ বিন্দুমতী নাম্নী মলয় রাজদুহিতার পাণি গ্রহণ করেন, তাহাতে নহুষের ছয় পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম যথা যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, আয়তি, বিয়তি, কৃতি। এই ছয় পুত্র নহুষের অতি প্রিয় সহচররূপে সর্ব্বদা অনুগামী ছিলেন। যথা ভাগবতে।

যতি র্যযাতিঃ শর্য্যাতি রায়তি র্বিয়তি কৃতিঃ।
ষড়িমে নহুষস্যাসন্নিন্দ্রিয়াণীব দেহিনঃ॥

যতি, যযাতি, শর্য্যাতি, আয়তি, বিয়তি, ও কৃতি, এই ছয়পুত্র নহুষের সহানুগামী সেইরূপ ছিলেন, যেমন জীবের অনুগামী ইন্দ্রিয়গণ হয়। অতএব নহুষ যেখানে যেখানে গমন করিতেন, পুত্রগণেরাও তথায় তথায় তদনুগামী হইতেন।

অত্রান্তরে নহুষের এক পুরাগীতি আছে, অর্থাৎ মহারাজা নহুষ মর্ত্ত্যলোকাধিপতি হইয়াও স্বর্গলোকে রাজ্য শাসন করতঃ ইন্দ্রাসনে অধ্যারূঢ় হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ সেই আখ্যায়িকা লিখিতেছি, ইদানীন্তন সংশয়াক্রান্ত চিত্ত ভ্রান্তদিগের যদিও বিশ্বাস যোগ্য না হয়, তথাপিও এ প্রস্তাব উ-

স্থাপন করিবার আবশ্যক আছে, যেহেতু একাল আর সেই কাল অনেক অন্তর, তৎকালের লোকের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয়ু, বল, তেজ, ওজ, রীতি, নীতি, জ্ঞান, বিদ্যা, ও বুদ্ধির অনেক অন্তরহয়, একালের লোকের লৌকিক যুক্তিতে সেকালের লোকের সুদুষ্কর কর্ম্মাদির প্রতি অলীকত্ব স্বীকার করা যায়না। এই কলিকালে ও ইদানীন্তন কালপেক্ষা ২।৩ শত বর্ষের পুর্ব্বে মনুষ্য কর্ত্তৃক যে সকল অভাবনীয় কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে, বর্ত্তমান কালের মনুষ্যদিগের দ্বারা তাহার সংহস্রাংশের একাংশ কর্ম্মও সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। তন্নিমিত্ত কি সেই সকল বিষয়কে অলীক বাদ মধ্যে ধৃত করিতে হইবে? সুতরাং অল্প স্বত্ব, ও অল্প প্রজ্ঞদিগের বাক্য প্রতি শ্রোত্রপাত না করিয়া এই নহুষাখ্যান লিখিতে প্রবৃত্তি করিলাম।

মহারাজা নহুষ বড় প্রতাপশালী ছিলেন, বহুকাল তপস্যা করিয়া দেবদত্ত এই ক্ষমতাপন্ন হন, অর্থাৎ দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, মনুমানব, ও মুনি ঋষি পর্য্যন্ত তাঁহার নয়ন গোচর হইলেই তিনি তত্তাবতের তেজাহরণ করিতে পারিতেন, তাঁহাকে পরাভূত করিবার ক্ষমতা কাহারই ছিলনা, সুতরাং তিনি স্বীয় প্রতাপের প্রতি নির্ভর করিয়া সমস্ত ধরণী মণ্ডলের উপর এক সম্রাট ছিলেন। সমস্ত দ্বীপ ও উপদ্বীপ এবং বর্ষ সকল আপনার বশে আনিয়াছিলেন। এবং বহুতর যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অবিরোধে

একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ দক্ষিণার সহিত সংপূর্ণ করেন, "ষষ্টীং বর্ষ সহস্রাণি যষ্টিং বর্ষ শতানিচ। রাজ্যং চকার মেদিন্যাং নহুষোধর্ম্মতৎপরঃ।,, ছয়ষষ্টি সহস্র বর্ষ নহুষ ধর্ম্মতৎপর হইয়া প্রথমাবস্থায় এই পৃথিবীতে রাজ্য করেন। ইতিমধ্যে অসুরদিগের উদ্যম বৃদ্ধি হওয়াতে দেবতারা ভীত হইয়া শক্র বিনাশার্থ যজ্ঞ আরম্ভ করেন, সেই যজ্ঞে ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপ হোতৃ কর্ম্মে বৃত হন। ঐ বিশ্বরূপ অসুরদিগের দৌহিত্র, এ জন্য ইন্দ্রশক্র অসুরগণের অমঙ্গল সাধনার্থ মন্ত্র প্রয়োগ করেন নাই। ইহা বিজ্ঞাত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করেন, এবং দৈবযজ্ঞে হতপশুর শীর্ষ বলি বিশ্বকর্ম্মার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তদবধি দেবোদ্দেশে বলিদান করিয়া ছেত্তা কর্ম্মকারগণে বিশ্বকর্ম্মার জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া এক্ষণেও দেবযজ্ঞে হতপশুর মস্তক গ্রহণ করিয়া থাকে, ফলিতার্থ বিশ্বকর্ম্মাই কর্ম্মকার দিগকে পশুচ্ছেদন কর্ম্মের ভারার্পণ করতঃ ঐ বৃত্তি গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

অনন্তর বিশ্বরূপ হত হইলে ইন্দ্রের সাক্ষাৎ ব্রহ্মবধ পাতক হয়, সেই ব্রহ্মহত্যা মুর্ত্তিময়ী হইয়া ইন্দ্রকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হইলে, দেবরাজ স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ণ করেন। তৎকালে স্বর্গরাজ্য শূন্যাবস্থ হয়, তদ্দৃষ্টে দেবগণেরা অতিশয় ত্রস্ত হইয়া এই পরামর্শ করেন, যে এক্ষণে উপায় কি? এই স্বর্গরাজ্যের অধিপতি কাহাকে করাযায়,

পরে বিধাতা নিশ্চয় করিয়া কহেন, যে পৃথিবীতলে মহাপুণ্যবান্, মহাযশস্বী, জিতেন্দ্রিয়, পরম ধার্ম্মিক, স্বত্বসম্পন্ন, পরানুকম্পী মহারাজা নহুষ, তিনিই এক্ষণে তোমাদিগের পরিপালন কর্ত্তা হইবেন, অতএব আমার আজ্ঞাধীন তাঁহাকে আনিয়া স্বর্গের রাজা কর। জগদ্ধাতার উপদেশে দেবগণেরা সমাদর পূর্ব্বক পৃথিবী হইতে সহ পরিবার নহুষ রাজাকে স্বর্গে আনিয়া ত্রিলোকাধিপত্যে অভিষিক্ত করেন। তথায় মহামোদ প্রাপ্ত নহুষ রাজ্য পালনে দেবগণের পরিতোষ জন্মাইতে লাগিলেন। এখানে ধরণীতলে নহুষের ভ্রাতাগণেরা এবং শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, অয়, বিজয়, এবং জয়, এই সকল পুরূরবার পুত্রগণের বংশেরা নানা স্থানে রাজধানী করিয়া পৃথিবীর শাসন করেন, যাবৎকাল নহুষ সপুত্র স্বর্গে ছিলেন, তাবৎকাল ইহাদিগেরই বংশেরা রাজা ছিলেন, কিন্তু নহুষের জীবিতসত্ত্বে এবং ত্রিলোকাধিপত্য পদপ্রাপ্তি জন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা ঐ রাজ্যশাসন কালকেও নহুষের রাজ্য বলিয়া ধৃত করিয়াছেন, কেননা তিনিই সর্ব্ব সম্রাট্, যে হেতু দেব পরিমাণে ও নর পরিমাণে বৎসর গণনার বিস্তর অন্তর, তৎপ্রযুক্ত পৃথিবীতে বহু লক্ষ বর্ষ গত হয়, প্রায় দ্বাপর যুগ ভুক্তের পঞ্চ লক্ষ সপ্তসপ্ততি সহস্র বর্ষ রাজ্যভোগ কথিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে অনেক রাজার বংশ লোপ হইয়া গিয়াছিল, এবং কোন কোন রাজ্যও বিলোপ, ও কোন কোন রাজ্য

মূতনও সম্ভাবিত হইয়াছিল। 'পরে দৈব দুর্ব্বিপাকে শচীর সতীত্ব ধ্বংসন চেষ্টা করণাপরাধে দুর্ব্বাসা শাপে নহুষ অজগরত্ব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতলে বিপাশা নামে কোন নদীর তীরোপবনে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াও তিনি জ্ঞানে অবসন্ন হন নাই। অজগরত্ব প্রাপ্ত নহুষকে মহর্ষিগণেরা তদবস্থা পরিমুক্তির উপায় কহিয়াছিলেন, যে এই যুগের পরিশেষে কলিসন্ধ্যাতে তোমার বংশেতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা বনবাসী হইবেন, তন্মধ্যে ভীম নামা কোন ভ্রাতাকে তুমি আকৃষ্ট করিলে যুধিষ্ঠির আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তদ্দর্শনে তুমি শাপে পরিমুক্ত হইবে। মহারাজা সেইকাল প্রতীক্ষা করিয়া বনমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনিই তৎকালে পিশাচ মিথুন অর্থাৎ বহি ও ইককে জ্ঞানোপদেশ করেন, তদুপদেশে তাহারা জ্ঞানবান হইয়া আপনাদিগের দিগম্বরত্ব নিবারণে বৃক্ষ পত্র সেলাই করিয়া বস্ত্ররূপে পরিধান করে, অনুমান করি যবন ম্লেচ্ছ শাস্ত্র কর্ত্তারা আদম ও হাওয়াব আদম ও ইব, তাহাদিগকেই কহিয়া থাকিবেক, এবং ঐ সর্পরূপী নহুষ রাজাকেই শয়তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেক, এমত অনুমান হয়, ইহা পশ্চাৎ ব্যক্ত করিয়া লিখিব। মহারাজাধিরাজ নহুষ ত্রিলোকের আধিপত্য করেন, তৎপুত্র যযাতি তিনিও প্রপিতামহ পুরূরবার তুল্যপরাক্রমী হইয়া সমুদ্রের অবান্তরভেদ ত্রয়োদশ উপদ্বীপ

আর জম্বুদ্বীপাদি মহাদ্বীপকে বশীভূত করিয়া এক সম্রাট হইয়াছিলেন। অর্থাৎ জম্বু, শাল্মলি, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, ন্যগ্রোধ, এই সপ্ত মহাদ্বীপ, অনন্তর উপদ্বীপ যথা স্বর্গপ্রস্থ, চন্দ্রদ্বীপ পুরাণান্তরে যাহাকে ইন্দুদ্বীপ বলে, শুক্ল, আবর্ত্তন, রমণক, মন্দর, হরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল, লঙ্কা, রোমকপত্তন, সিদ্ধপুর, যমকোটি, এই ত্রয়োদশ উপদ্বীপ, এতদ্ভিন্ন আরও কত শত শত ক্ষুদ্র২ উপদ্বীপ ইহার মধ্যে আছে তাহার বর্ণন করায় পুস্তক অতি বাহুল্য হয়, যাহাকে সিদ্ধপুর কহিয়াছেন, তাহার নাম কুমারিকা উপদ্বীপ, স্বর্গপ্রস্থ কোন স্থানে আছে, তাহার নিরূপণ হয় না। চন্দ্রদ্বীপ এক্ষণে ইন্দুদ্বীপ নামে খ্যাত, তাহাকেই ইংলণ্ড বলা সঙ্গত হয়, শুক্লদ্বীপ ও তদন্তঃপাতি দ্বীপ যাহাতে শুক্লবর্ণ প্রজার উৎপত্তি হয়। আবর্ত্তন দ্বীপ যে কোন উপদ্বীপকে কহে, তাহার নিরূপণ করা যায় না। রমণক দ্বীপ অতি দূরে অবস্থিত প্রযুক্ত এক্ষণে লোকের তথায় গতায়াত নাই। মন্দরদ্বীপের নির্দ্দেশ করা যায়না। হরিণদ্বীপ উত্তর কুরুবর্ষের সান্নিধ্য তথায় হরিতবর্ণ প্রজার উৎপত্তি হয়। পাঞ্চজন্য উপদ্বীপ কেতুমাল, বর্ষের পশ্চিম সমুদ্রমধ্যে, সেই সমুদ্রে পাঞ্চজন্য শংখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সিংহল দ্বীপ ভারতবর্ষের দক্ষিণ সমূদ্র মধ্যে, তাহার এক্ষণে নাম সিলন উপদ্বীপ। লঙ্কানাম উপদ্বীপও ঐ দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যে, সিংহল হইতে অনেক পশ্চিমে, উত্তর দক্ষিণে যে কল্পিতবিষুব

রেখাপাতকরা যায়,অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণে খমণ্ডলে যে কল্পিত বিষুর রেখা, সেই রেখাপাতের অতি দক্ষিণে লঙ্কা হয়, জ্যোতি র্বিদ্গণেরা উজ্জয়নী ও কুরুক্ষেত্র দিয়া যে রেখার নিশ্চয় করেন, সেই রেখার নাম লঙ্কাখ্যরেখা, সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত লম্বমানা, তাহার অনেক পুর্ব্বে সিংহল-দ্বীপ, বস্তুতঃ কুমারিকা অন্তরীপের সমান দক্ষিণ লঙ্কা, তাহার অনেক দূর উত্তরে আসিয়া অনেক যোজন পূর্ব্বে সিংহল হয়। রোমক পত্তন কেতুমাল বর্ষের অনেক পশ্চিম কুমারিকা উপদ্বীপ হইতেও পশ্চিম সমুদ্রের অগাধ নীরে সংস্থাপিত॥ সিদ্ধপুর উপদ্বীপ, এক্ষণে কুমারিকা উপদ্বীপ, আধুনিক লোকেরা তাহাকে এমরিকা কহিয়া থাকে। যমকোটি, ভদ্রাশ্ববর্ষের সমরেখায় পুর্ব্ব সমুদ্রের চরমাংশে হয়। জম্বুদ্বীপের প্রধান কল্পে এই সমস্ত উপদ্বীপ ধৃত, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের উপদ্বীপ প্রধান নয়, ঐ ত্রয়োদশ দ্বীপের কতক ও তদ্ভিন্ন আরো কয়েকটি আছে। যথা ইন্দুদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, কটাহ, সিংহল, বারুণ, কুমারিকা এই নবসংখ্যা। লঙ্কাও ইন্দুদ্বীপের এবং কুমারিকা উপদ্বীপের অর্থ উপরি উক্ত ব্যাখ্যায় ব্যক্ত আছে। তারকূট, সুমাত্র, অধিমাত্র প্রভৃতি দক্ষিণ সমুদ্রে আর ও অনেক উপদ্বীপ আছে, তাহার সংখ্যা কে করে, এ সমুদায়ই পুরূরবার অধীনে ছিল, পরে যযাতিও তাহাতে স্বীয় বলে শাসন করিয়াছিলেন। তাম-

বর্ণ দ্বীপ সূর্য্যারিকের উত্তর পশ্চিম সমুদ্রে, গভস্তিমান মরীচি উপদ্বীপ, নাগ দ্বীপকে এক্ষণে কেহ কেহ নাকর দ্বীপবলে, বারুণদ্বীপ পূর্ব্ব সমুদ্রে, কটাহকে লঙ্কা বলে, সিংহলের নাম সিলন। এতদ্ব্যতীত তারকট, সুমাত্র, অধিমাত্র প্রভৃতি দক্ষিণ সমুদ্রে অসংখ্যেয় উপদ্বীপ আছে, তাহার সংখ্যা কে করে! এ সমুদায়ই পুরূরবার অধীন ছিল, পরে যযাতিও তাহাতে স্বীয়বলে কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন, ইহাঁরা সকলে মানব দেহমাত্র বস্তুত দেবৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

যতিস্তু যোগমাস্থায় ব্রহ্মভূতো ভবন্মুনিঃ।
যযাতি র্নাহুষঃ সম্রাড়াসীৎ সত্য পরাক্রমঃ॥
ত্রয়োদশ সমুদ্রস্য দ্বীপানশ্নন্ স নাহুষঃ।

যতি যোগধর্ম্মে রত ব্রহ্মভূত হইয়া মৌনাবলম্বন করেন, তিনি মলবৎ বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নহুষপুত্র যযাতি অপরাজিত মহা পরাক্রমী সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ এক সম্রাট ছিলেন। সমুদ্রের সমস্ত উপদ্বীপের সহিত প্রধানে ত্রয়োদশ দ্বীপকে উপভোগ করেন।

তস্যপুত্রা মহেষ্বাসাঃ সর্ব্বৈঃ প্রমুদিতা গুণৈঃ।
দেবযান্যাং মহারাজ শর্ম্মিষ্ঠায়াঞ্চ জজ্ঞিরে॥

শুক্রকন্যা দেবযানীতে, আর বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাতে সেই যযাতির কালে সর্ব্ব গুণান্বিত পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহার আখ্যায়িকা সম্যক্ লিখিতে হইলে অনেক কাল

ক্ষেপ হইয়া যায়, এবং এ সংকল্পের ও বিপরীত করণ হয়, সুতরাং তৎপরিত্যাগে রাজপুরুষদিগের চরিত কথা সংক্ষেপে লেখিত করিব।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ধূমাবতী।

ভাক্তুতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—হে মহাত্মন্! দশমহা বিদ্যান্তর্গত ধূমাদি যে সকল মুর্ত্তি আছেন, যে সকল মুর্ত্তির স্বরূপার্থ কি? ইহাও বিস্তার করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়।

পরমহংসের উত্তর।—রে বৎস! পুর্ব্বোক্ত কালীপ্রভৃতির স্বরূপতা বর্ণনে প্রায় চরিতার্থ হইয়াছে, যেহেতু একা কালিকাই ঐ সকল মুর্ত্তি বিশিষ্টা হন। সুতরাং তাহার আর বিশেষ বর্ণনায় কেবল লিপি বাহুল্য মাত্র হয়। তবে তোমার মনঃ সন্তোষার্থে নামার্থ ব্যাখা করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করহ।

ধুমশব্দে তেজোভাগের আবরক তম, তম সর্ব্বাচ্ছাদক, যে শক্তি সকলের আচ্ছাদিনী সেই ঐশী শক্তিকে ধুমা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।—অথবা তমো বিশিষ্টা তামসী শক্তিকে ধুমাবতী বলা যায়। অর্থাৎ স্বয়ং শুদ্ধা হইয়াও

বিশ্ব কার্য্য সম্পাদনার্থে সংসার সংহরণ ক্রিয়া কারিণী হন্, সেই ঐশ্বরী শক্তির নাম ধূমাবতী।

ইহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতির মহিমা বর্ণনায় যাহা উল্লেখ করা গিয়াছিল, তদর্থে এই তাৎপর্য্য প্রকাশ পায়, যে সকল স্ত্রীই একাব্রহ্ম শক্তিরূপা, এবং সকলের পূজ্যা। তন্নিদর্শনার্থে দশমহা বিদ্যারূপে আবির্ভূতা ভগবতী হন। যদি কেহ বলেন যে কুমারী পুজার বিধি আছে, বৃদ্ধাস্ত্রী পুজার বিধি কি? সেই সংশয় খণ্ডনের নিমিত্ত ধূমাবতী বৃদ্ধাস্ত্রী রূপে প্রকাশমানা হইয়াছেন, অর্থাৎ বৃদ্ধাস্ত্রীও সকলের পুজ্যা হন। এতভিন্ন বিধবা স্ত্রীকেও যদি কেহ অগ্রাহ্য করেন, তাহাকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন, যে বিধবা স্ত্রীও আমি, আমিই সকল স্ত্রী, আমা ভিন্ন প্রকৃতি নাই, যেহেতু ধূমাবতী নামে আমি বৃদ্ধা এবং বিধবা স্ত্রীরূপা হই।

ভুবনেশ্বরী।

রে বৎস! ভুবনেশ্বরীর এই অর্থ, যে ভুবন শব্দে সংসার তাহার ঈশ্বরী, অর্থাৎ সম্পাদন কর্ত্রী যিনি, তিনিই ভুবনেশ্বরী হয়েন, তদর্থে পরব্রহ্মবুঝায়।

বগলা শব্দের অর্থ।—বগ শব্দে জড়, ল শব্দে চৈতন্য, আকারে কর্ত্রা, সমস্ত জড় বস্তুকে যাহার সত্তায় চৈতন্য বিশিষ্ট করে, সেই ঐশী শক্তিকে বগলা বলা যায়। যিনি বাচালকে মূক করেন, মূককে বাচাল করেন, সেই কারণ ভূতাশক্তির নাম বগলা। তাঁহার মূর্ত্তি দর্শনেই প্রতীয়মান

হয়। যেহেতু বাদীর রসনা গ্রহণ করতঃ শিলা মুদ্গর প্রহারোদ্যতা হইয়াছেন।

মাতঙ্গী।

মাতঙ্গী শব্দার্থে মতঙ্গ অভিমত। গকারে গমন, ঈকারে গ্রহণ। ভক্তগণের গমন যাহাতে, যিনি ভক্ত বৎসলতা প্রযুক্ত স্বয়ং গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম মাতঙ্গী।

কমলাত্মিকা।

কমলাত্মিকার এই অর্থ, যে কম শব্দের অর্থ ভাব পর। অর্থাৎ ক-ব্রহ্মা। ম-শিব। লা-দান। যিনি ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব প্রদান করেন তাঁহার নাম কমলা, এই দশমহা বিদ্যাই ব্রহ্মরূপ তাহাতে কদাপি সংশয় নাই।

ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন —হে প্রভো! যদি স্ত্রীরূপে দশ মহাবিদ্যাই ব্রহ্ম হন্ তবে পুংরূপে দেবতাদিগের কিরূপে ব্রহ্মতা সম্পন্ন হইতে পারে? ।

পরমহংসের উত্তর। অরে বৎস! ব্রহ্ম সর্ব্বরূপ, তিনি স্ত্রীও বটেন এবং পুরুষরূপও হয়েন। তিনি বালকও হন এবং যুবা বৃদ্ধও বটেন, যথা শ্রুতিঃ ("পুমাংস্ত্বং স্ত্রীত্বং উতত্বং বালো যুবা বৃদ্ধস্ত্বং দণ্ডো দণ্ডেন জীজ্জতি),, ব্রহ্মনির্দ্দেশে শ্রুতি কহেন, যে তুমি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, এবং দণ্ড স্বরূপ ও আঘাতো স্বরূপও হও। অতএব ব্রহ্মে সকল সম্ভবে তাঁহাতে সন্দেহ নাই। যে পুরুষ সেই স্ত্রী, যথা (যথা দুর্গা তথা বিষ্ণু র্যথা বিষ্ণু স্তথা শিবঃ।) যে দুর্গা সেই

বিষ্ণু যে বিষ্ণু সেই শিব, ইহাতে ভেদ নাই॥ যে দশ মহাবিদ্যারূপ সেই বিষ্ণুর দশাবতারূপ হয়।—যথা

কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাৎ বরাহশ্চৈব তারিণী।
সুন্দরীয়ামদগ্ন্যস্তু বামনো ভুবনেশ্বরী।
ছিন্নমস্তা নৃসিংহস্তু বলভদ্রস্তু ভৈরবী।
কমঠোবগলাদেবী মীনো ধূমাবতী তথা।
বুদ্ধোমাতঙ্গী বিজ্ঞেয়া কল্কিস্তু কমলাত্মিকা।
এতে দশাবতারাস্তু দশবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালিকা, এই কৃষ্ণ নামোল্লেখে রাম মূর্ত্তি জানিহ। বরাহ রূপ তারা, ষোড়শীপরশুরাম। ভুবনেশ্বরী বামন রূপ। বলরাম মূর্ত্তি ভৈরবী, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, কূর্ম্মরূপ বগলা, ধূমাবতী মীন, বুদ্ধরূপ মাতঙ্গী, কল্কি রূপ কমলাত্মিকা। এই দশবতারকে দশ মহাবিদ্যা বলিয়া জানিহ।

অতএব ব্রহ্মবিশেষণে স্ত্রীরূপ ও পুরুষদিগের বিশেষ নাই পরব্রহ্মকে সর্ব্বরূপী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, ইহাতে আর সংশয় নাই।

গৃহস্থধর্ম্ম কথন।

যজ্ঞোপবীতি ধারণ বিধি।

যজ্ঞোপবীতং দণ্ডঞ্চ বৈণবং খাদিরঞ্চ বা।
পালাশ মথবা বৈল্বং ক্ষীরবৃক্ষ সমুদ্ভবং॥

যজ্ঞোপবীত, বৈণবদণ্ড, কি খাদিরদণ্ড, বা পালাশদণ্ড, কিম্বা বিল্লদণ্ড অথবা ক্ষীর বৃক্ষোদ্ভবদণ্ড মানবককে আচার্য্য ধারণ করাইবেন। যথামন্ত্র।

আপোহিষ্টেতি মন্ত্রেণ মায়য়া পুটিতেনচ।
ত্রিরাবৃত্ত্যা কুশাম্ভোপি ধৃতদণ্ডোপবীতকং॥

মায়াবীজ পুটিত তিনবার আপোহিষ্টেতি বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপুর্ব্বক কুশ জলক্ষেপ করিয়া পুর্ব্বদত্ত মৌঞ্জি দণ্ডে বদ্ধ করিয়া সূত্রজনিত উপবীত ও দণ্ড ধারণ করিবেন। বৈদিক মন্ত্র পদে অর্থাৎ যথা পরম্পরা হোমাদি করিয়া কুণ্ডে আহুতি দিয়া ধারণ করিবেন।

অভিষিচ্য ততস্তোয়ৈঃ পূরয়েৎ বালকাঞ্জলিং।
তদঞ্জলিং দিনেশায় দাতারং ব্রহ্মচারিণং॥

অনন্তর আচার্য্য কুশজলে ব্রহ্মচারিকে অভিষিক্ত করিয়া তাহার অঞ্জলিতে জলপুরণ করিয়া দিবেন। সেই জল সূর্য্য উদ্দেশে প্রদান করাইয়া আচার্য্য সূর্য্য দর্শন করিবেন।

সূর্য্য দর্শনানন্তর আচার্য্য মানককে এই কথা বলিবেন,

দৃষ্ট্বা ভাস্কর মাচার্য্যো বদেন্মাণবকং ততঃ।
মমব্রতে মনোধেহি মমচিত্তং দদামিতে।
জুষস্বৈকমনা বৎস মমবাচোহস্তুতে শিবং।

হে বৎস! তুমি আমার ব্রতে মন ধারণা করহ, অর্থাৎ গুরু পরিচর্য্যা করিতে নিযুক্ত হও, আমার মন তোমাতে আমি সমর্পণ করিব। তুমি একমনা হইয়া আমাকে সেবা

করহ, আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বাস করহ, তোমার কল্যাণ হইবে।

হৃদি স্পৃষ্ট্বা পঠিত্বৈনং কিং নামাসীতিতং বদেৎ।
শিষ্যস্ত্বমুক শর্ম্মাহং ভবন্ত মভিবাদয়েৎ॥

অনন্তর আচার্য্য ব্রহ্মচারীর হৃদয় স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিবেন, বৎস। তোমার নাম কি? শিষ্য উত্তর করিবেন, ভো আচার্য্য। আমি অমুক শর্ম্মা। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে প্রণাম করিবেন।

কস্যত্বং ব্রহ্মচারীতি গুরৌপৃচ্ছতি শিষ্যকং।
শিষ্যঃ সাবহিতো ব্রুয়াৎ ভবতো ব্রহ্মাচার্য্যহং॥

পরে শিষ্যকে গুরু জিজ্ঞাসা করিবেন, বৎস ব্রহ্মচারি তুমি কার। শিষ্য সাবহিত বাক্যে উত্তর করিবেন, ভো! আচার্য্য! আমি আপনার ব্রহ্মচারী।

ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচারীত্ব মাচার্য্যস্তে হুতাশনঃ।
ইত্যুক্ত্বা সগুরুঃ পশ্চাৎ দেবেভ্যস্তং সমর্পয়েৎ॥

হে গুরো! যেমন ব্রহ্মচারী ইন্দ্রের আচার্য্য অগ্নি, সেই রূপ আপনি আমার আচার্য্য হয়েন। এই কথা কহিলে পর আচার্য্য ঐ ব্রহ্মচারীকে দেবতাদিগের প্রতি সমর্পণ করিবেন। তন্মন্ত্রং।

ত্বাং প্রজাতয়ে বৎস সবিত্রে বরুণায়চ।
পৃথিব্যৈ সর্ব্বদেবেভ্যঃ সর্ব্ববেদেভ্যএবচ।
সমর্পয়ামি তে সর্ব্বে রক্ষন্তু ত্বাং নিরন্তরং॥

হে বৎস! প্রজাপতি, সূর্য্য, বরুণ, পৃথিবী, সর্ব্বদেব ও সর্ব্ববেদের উদ্দেশে তোমাকে আমি সমর্পণ করিলাম, সেই সকল দেবতারা তোমাকে সদা সর্ব্বদা রক্ষা করুন্।

ততোমাণবকোবহ্নিং দক্ষিণাবর্ত্ত যোগতঃ।
গুরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য আসনে পুনরাবিশেৎ ॥

অনন্তর মাণবক দক্ষিণাবর্ত্ত যোগে অগ্নিকে এবং গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার আসনে আসিয়া উপবেশন করিবেন।

গুরুঃশিষ্যেণ সংস্পৃষ্টঃ সমুদ্ভব হুতাশনে।
পঞ্চদেবান্ সমুদ্দিশ্য দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীস্তথা ॥
প্রজাপতিস্ততঃ শক্রো বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব স্তথা।
মায়াদি বহ্নিজায়ান্তৈ র্জুহুয়াৎ স্বস্বনামভিঃ ॥

অনন্তর গুরু শিষ্যকে স্পর্শ করিয়া সমুদ্ভূত কুণ্ডস্থিত অনলদগ্নিতে প্রজাপতি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই পঞ্চ দেবতার পৃথক পৃথক নামোচ্চারণ করতঃ পঞ্চাহুতি প্রদান করিবেন। অতন্তর তান্ত্রিক মন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ মায়াবীজ পুর্ব্বক বহ্নি জায়ান্ত মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ আর আর দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিবেন। যথা

ততোদুর্গা মহালক্ষ্মীঃ সুন্দরী ভুবনেশ্বরী।
ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালা ভাস্করাদিনব গ্রহাঃ ॥
প্রত্যেকনাম্না জুহুয়াত্তান্ বাসসাচ্ছাদ্য বালকং।
পৃচ্ছেন্মাণবকং প্রাজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যাভিমানিং ॥

দুর্গা, মহালক্ষ্মী, সুন্দরী, ভুবনেশ্বরী, ইন্দ্রাদি দশদিক-পাল, ও আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইত্যাদি দেবতাদিগের প্র-ত্যেক নামোল্লেখে আহুতি প্রদানানন্তর বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া ব্রহ্মচারী অভিমানী মানবকে আচার্য্য জিজ্ঞাসা করি-বেন।

কোবশ্রমস্তে তনয় ব্রূহি কিন্তে মনোগতং।
ততঃ শিষ্যঃ সাবহিতোধৃত্বা গুরুপদদ্বয়ং।
করোতু মামাশ্রমিণং ব্রহ্মবিদ্যোপদেশতঃ॥

হে তনয়। হে বৎস! এক্ষণে তোমার মনোগত কি! আর কোন আশ্রম করিতে তোমার অভিলাষ হয়। গুরু-বাক্য শ্রবণানন্তর শিষ্য সাবহিত চিত্তে আচার্য্যের পদদ্বয় ধারণ করিয়া কহিবেন। হে আচার্য্য! আপনি ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দ্বারা আমাকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী করুন্। আমার এই মাত্র মনোগতঃ হয়।

এবং প্রার্থ্য মানসা দক্ষকর্ণে শিশোস্তদা।
শ্রাবয়িত্বা ত্রিধাতারং সর্ব্ব মন্ত্রময়ং শিবং।
ব্যাহৃতিত্রয় মুর্চ্চার্য্য সাবিত্রীং শ্রাবয়েদ্গুরুঃ॥

এরূপ গুরু সন্নিধানে শিষ্য প্রার্থনা করিলে পর, গুরু তাঁহার দক্ষিণ কর্ণে পরমমঙ্গল সর্ব্ব মন্ত্রময় মহামন্ত্র প্রণব উপদেশ করিয়া,পরে ব্যাহৃতিত্রয় পূর্ব্বক গায়ত্রী শিষ্য কর্ণে শ্রবণ করাইবেন। বেদোক্ত বিধি দ্বারা ত্রিপদা গায়ত্রীর-এক এক পাদ পৃথক পৃথক উপদেশ করিয়া শেষে সম্যক

পাদ গায়ত্রী প্রণব পূর্ব্বিকা ব্যাহৃতি ত্রয় সহিত শ্রবণ করাইবেন ॥ যথা ॥

ঋষিঃ সদাশিবঃ প্রোক্তঃ ছন্দোহনুষ্টুবুদাহৃতং।
অধিষ্ঠাত্রীচ সাবিত্রী মোক্ষার্থে বিনিযোগিতা।

রে বৎস! এই মহামন্ত্রে সদাশিব ঋষি, অনুষ্টুপ ছন্দঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাবিত্রী মোক্ষার্থে বিনিযোগ হয়। ইহা আগমোক্ত বিধিপর, বেদোক্ত পর নহে, কিন্তু কলিযুগে এতৎ সকল মন্ত্রই প্রয়োজনীয়, নতুবা গায়ত্রী নির্ব্বীর্য্যা হয়।

অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চো বরণীয়ং যথাত্মভিঃ।
ধ্যায়েম তৎপদং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনং ॥

যিনি সুর্য্যমণ্ডলের অন্তর্গতঃ বরণীয় মহত্তেজ, যিনি সকলের সম্ভজনীয় পরমাত্মা, আত্মতত্ত্ববিৎ জনগণ কর্ত্তৃক যিনি সম্ভাবনীয়। সেই সর্ব্বব্যাপি সনাতন, তৎপদ সত্য স্বরূপ আত্মাকে আমরা ধ্যান করি।

যো ভর্গঃ সর্ব্ব সাক্ষী নো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণিচ।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষেষু প্রেরয়ে দ্বিনিয়োজয়েৎ ॥

যে পরমাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী সকলের সংভর্ত্তাভর্গ, যিনি সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্ব নিয়ন্তা, যিনি আমাদিগের বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির প্রেরয়িতা, যিনি ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষে আমাদিগকে নিযুক্ত করেন, সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য, তৎপদ সর্ব্বব্যাপী সনাতন, তাঁহাকেই আমরা ধ্যান করি ॥

ইত্থ মর্থ মৃতাং ব্রহ্মবিদ্যা মাসাদ্য সদ্গুরোঃ।
শিষ্যং নিযোজয়েৎধীমান্ বেদাধ্যয়ন কর্ম্মসু।

ভিক্ষিত্বা গুরবে শিষ্যঃ প্রদদ্যাচ্চ প্রযত্নতঃ।
আজ্ঞাং লব্ধাচরেৎ ভৈক্ষ্যং যাবদধ্যয়নে ব্রতী॥

সব°গুরু হইতে এই অর্থযুক্তা ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রী প্রাপ্ত শিষ্যকে বুদ্ধিবান আচার্য্য বেদাধ্যয়ন কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। শিষ্যও যাবৎ অধ্যয়ন কর্ম্মে ব্রতী থাকিবেন, তাবৎ সর্ব্ব যত্নের সহিত গুরুর আজ্ঞা লইয়া ভিক্ষা করিবেন, এবং ভিক্ষা করিয়া যে কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইবেন, সে সমস্তই গুরুকে প্রদান করিবেন। অনন্তর আচার্য্যের আজ্ঞানুসারে আত্মোদর পুর ণার্থে অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিত রাখিবেন॥

শিষ্যং নিযোজয়েৎ পশ্চাৎ গৃহস্থাশ্রমকর্ম্মসু।
ব্রহ্মচর্য্যোচিতং বেশং বৎসেদানীং পরিত্যজ॥

অনন্তর কৃতবিদ্য শিষ্যকে গুরু গৃহস্থাশ্রম কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া কহিবেন। হে বৎস! এক্ষণে তুমি ব্রহ্মচর্য্যো-চিত বেশকে পরিত্যাগ করহ। অর্থাৎ তোমার বেদাধ্যয়ন ব্রতের পরিসমাপ্তি হইল।

অপুষ্পমাহাত্ম্য।

শিরীষং পরমং দেব্যাঃ প্রীতিদং তগরং তথা।
স্থলপদ্মং স্ফুটতরং লক্ষসংখ্যং ক্রমেণেতু॥

শিরীষপুষ্প দেবীর পরম প্রীতিদায়ক, এবং তগরও তদ্রূপ হয়, আর স্থলপদ্ম প্রস্ফোটিত দিয়া যদি সংকল্প করিয়া ক্রমে লক্ষ সংখ্যায় দেবীকে প্রদান করে।

তদাদদ্যাৎ মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধিঃ সুরেশ্বরী।
তদৈব মন্ত্র সিদ্ধিঃ স্যা ন্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

তবে দেবী তাহাকে সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদান করেন। এবং তাহাতেই তাহার মন্ত্র সিদ্ধি হয়, ইহাতে আর কোন বিচার করিতে হইবে না।

বিজাতীং তুলসীং রম্যাং তস্যাঃ প্রীতিকরাং পরাং।
কাঞ্চনং রক্তবর্ণঞ্চ অতি প্রিয়তরং মহৎ ॥

বিজাতী তুলসী অতিরম্যা, মহাদেবীর পরম প্রীতিকারিণী হন্ বিশেষতঃ রক্তবর্ণ কাঞ্চনপুষ্প অতি মহৎ ও অতি প্রিয়তর হয়। বিজাতী তুলসী পদে বর্ব্বরী প্রভৃতি জানিবে।

ভক্তিযুক্তো মহেশানি সর্ব্বং পুষ্পং নিবেদয়েৎ ॥

হে মহেশানি! উক্তানুক্ত সকল পুষ্পই ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি অঞ্জলিতে দেবীকে নিবেদন করিতে পারে।

বিষ্ণুকে মাল্যাদি দান ফল।

মালতী মালয় বিষ্ণুরর্চ্চিতো যেন কার্ত্তিকে।
পাপক্ষয় কৃতা মালা নাশিতা তস্য বিষ্ণুনা।

কার্ত্তিকমাসে মালতীপুষ্প দ্বারা যৎকর্ত্তৃক ভগবান অর্চ্চিত হন। সেই ব্যক্তির কৃত অক্ষয় পাপ মালা ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিনাশ পায়।

করবীর কৃতাং মালাং মাধবায় প্রযচ্ছতি।
দেবেন্দ্রোপি মহেশানি করোতি করসংপুটং। ইতি।

যৎসাম্যুক্তং।

করীবর পুষ্প বিনির্ম্মিতমালা যে ব্যক্তি লক্ষ্মীপতিকে প্রদান করে, হে মহেশ্বরি! দেবরাজ ইন্দ্র, দেবেশ্বর হইয়াও তাহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুট হয়েন।

ধাত্রী ফলেন পত্রেণ যোর্চ্চয়েৎ মেষগেরবৌ।
দশানা মশ্বমেধানাং ফলন্তু লভতে নরঃ॥

যে নর বৈশাখমাসে আমলকী ফল ও আমলকী পত্র দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে। সেই নর দশাশ্বমেধ যজ্ঞের সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হয়।

মঞ্জরীং সহকারস্য কেশবায় নিবেদয়েৎ।
জম্বূ তিন্দূকয়োরেব তথৈব কেশরস্য চ।

আম্রমঞ্জরী, জম্বূপুষ্প ও তিন্দূকপুষ্প, ও বকুলপুষ্প, ও তন্মাল্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে, সে ব্যক্তিরও পূর্ব্বোক্ত দশাশ্বমেধের ফল লাভ হয়।

মালাদি ভেদ নিষেধ।

নচ্ছেদয়েৎ যজ্ঞসূত্রং মালাঞ্চৈব নভেদয়েৎ।
বিশেষামালতী মালা ব্যাঘ্রচর্ম্ম তথৈবচ।

কদাপি ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র চ্ছেদন করিবে না, সেইরূপ কাহার কণ্ঠলগ্ন মাল্যও চ্ছেদন করিবেনা। এবং কোন পুষ্পমালা ও ছিন্ন করিবে না, বিশেষতঃ মালতীপুষ্প মালা চ্ছেদ করিতে অতি নিষেধ। তদ্রূপ ব্যাঘ্রচর্ম্মধারীর ব্যাঘ্রচর্ম্মও ভেদন করিবেক না।

চাতুর্মাস্যেতু লক্ষৈক মালত্যা যোর্চ্চয়েদ্ধরিং।
শতজন্ম কৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।। ইতি।।

শয়নৈকাদশী অবধি উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত চাতুর্মাস্য সঙ্কল্প করিয়া ভগবান বিষ্ণুকে এক লক্ষ মালতীপুষ্প দান করিলে তৎক্ষণাৎ শত জম্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়।

করবীরস্য কুসুমৈ র্যেৰ্চ্চয়ন্তি হরের্দ্দিনে।
দর্শনাত্তস্য দেবেশি নরকাগ্নিঃ প্রণশ্যতি ॥

একাদশী দিনে করবীর পুষ্প দ্বারা যে সকল ব্যক্তি ভগবানের অর্চ্চনা করে। সেই সকল হরিপুজকের দর্শন মাত্রেই জীবের নরকাগ্নি নিবারণ হয়।

বিষ্ণু বিষয়ে বর্জ্জ্যপুষ্প।

নার্চ্চয়েৎ ঝিণ্টী পুষ্পেণ পীতৈশ্চ তরগৈস্তথা।
শ্বেত ওড্রেণ কৃষ্ণেণ বিজয়েন নচার্চ্চয়েৎ।

রক্তজবাপুষ্পে কৃষ্ণপূজা নিষেধ, শ্বেত জবা হইলেও পূজা করিবে না। পীতবর্ণ তগর, ঝিণ্টীপুষ্প, কি কৃষ্ণবর্ণপুষ্প, বা বিজয়া পুষ্প দ্বারা কৃষ্ণপূজা করিতে নিষেধ।

নার্চ্চয়েদ্রক্ত কৃষ্ণেণ নির্গন্ধৈ রুগ্রগন্ধিনা।
পঙ্কজং করবীরঞ্চ বন্ধুজীবং তথৈবচ।
মাঘাং কহ্লারবন্ধূকং পাটলং বক্রপুষ্পকং।
কাঞ্চনং কেশরঞ্চাপি রক্তং দেবি প্রশস্যতে।।

রক্তবর্ণ কি কৃষ্ণবর্ণ, নির্গন্ধ কি উগ্রগন্ধ পুষ্প দ্বারা বিষ্ণু পুজা করিবে না। কেবল পদ্ম, করবীর, বন্ধুজীব, বান্ধুলি, মাঘমাসোদ্ভব পুষ্প, কহ্লার, বন্ধূক, গোলাপ, বকপুষ্প,

কাঞ্চন কেশর, রক্তবর্ণ যদিও বটে, তথাপি বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত হয়।

গন্ধহীনোগ্র গন্ধৈশ্চ কৃষ্ণৈঃ কৃষ্ণং নপূজয়েৎ।
বকপুষ্পৈ র্বিল্লপত্রৈ র্নার্চ্চয়েৎ দেবকী সুতং॥

গন্ধহীন বা উগ্রগন্ধও কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প দ্বারা কৃষ্ণপূজা করিবে না॥ বিশেষতঃ বকপুষ্প ও বিল্লপত্র দ্বারা নারায়ণের পূজা হয়, কিন্তু দেবকী নন্দন গোপাল মূর্ত্তির পূজায় বর্জ্জন করিবে।

অঙ্গনে পতিতৈঃ পুষ্পৈঃ শেফালি বকুলং বিনা।
নার্চ্চয়েৎ পরমেশানি কেশবং বান্যদৈবতং॥

অঙ্গনাদির ভুমিতে পতিত পুষ্পে ভগবান বিষ্ণু বা অন্য দেবতার অর্চ্চনা হইতে পারে না। কেবল শেফালিকা ও বকুল পুষ্প ভুমিগত হইলেও দুষ্ট হয় না।

শেফালিকাস্তু কহ্লারং নান্যকালে প্রদীয়তে।
কেবলন্তু মহেশানি শরৎকালে প্রশস্যতে॥

শেফালিকা ও কহ্লারপুষ্প অন্য কালে দেবতাকে দিবেক না, হে মহেশানি! কেবল শরৎকালেই শেফালিকা ও কহ্লার পুষ্প দ্বারা পুজা করণ প্রশস্ত হয়।

হীনস্পৃষ্টৈশ্চ, শীর্ণৈশ্চ জীর্ণৈশ্চ জন্তুদূষিতৈঃ।
আঘ্রাতৈ রঙ্গস্পৃষ্টৈশ্চ রুক্ষিতৈ র্নাপিচার্চ্চয়েৎ।
কেবলং পঙ্কজং ভদ্রে নীচৈঃ স্পৃষ্টং নদূষণং॥

হীন জাতির স্পৃষ্ট পুষ্প, কি শীর্ণদল পুষ্প, বা পুর্যুষিত পুষ্প, কি জন্তুকর্ত্তৃক দূষিত পুষ্প, বা আঘ্রাণ লওয়া পুষ্প, কি অঙ্গে স্পৃষ্ট পুষ্প, কি ধুলাদি মৃক্ষিত পুষ্প দ্বারা দেবার্চ্চনা করিবে না। কেবল নীচ জাতির স্পৃষ্ট পদ্মপুষ্প দুষ্ট হয় না।

শ্রেয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন সম্পাদক।

অদ্যবাসরয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার মণ্ডল ইষ্ট্রিট ১২ নং ভবন হইতে বিতরণ হয়।

কলিকাতা চিতপুর রোড বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত

একোবিষ্ণুর্ন দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৭৭ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৬ সন ১২৭১ সাল ৩২ ভাদ্র।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

একদা যযাতি মৃগয়ার্থ বন প্রস্থে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী এক শূন্যকুপে পতিতা রহিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে মহাব্যস্ত সমস্ত

হইয়া রাজা তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধৃতা করিয়া তন্মুখে সম্যক্ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।—অনন্তর শুক্রাভিমতে তাঁহার পাণি গ্রহণ করেন, এবং তৎ সহচরী স্বরূপে বৃষপর্ব্বদানবের দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকেও পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজার যযাতি বহু বৎসর কাল উভয় পত্নীর সহিত ক্রীড়মাণ থাকিয়া, ঐ উভয়ের গর্ব্ভে আত্ম ঔরসে পঞ্চপুত্র লাভ করেন। দেবয়ানী গর্ব্ভে যদু ও তুর্ব্বসু এই দুই পুত্র, শর্ম্মিষ্ঠা গর্ব্ভে দ্রুহ্যু, অনু, ও পুরু এই তিন পুত্র হয়। অর্থাৎ রাজা যযাতি দৈত্য কুলের পুরোহিত শুক্রাচার্য্য নামা ব্রাহ্মণ কন্যা দেবযানীকে প্রথম বিবাহ করেন, পরে ঐ দেবযানীর পণেবদ্ধা দানব রাজকন্যাকে দাসীরূপে সমভিব্যাহারে লইয়াছিলেন। যদিও দাসীরূপা শর্ম্মিষ্ঠা হউক্ তথাপি সে রাজকন্যা, রূপে গুণে লাবণ্যে এবং বাক্ চাতুর্য্যে দেবযানী হইতে অতি সুনিপুণা, সেবাগুণে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিয়াছিলেন। রাজা দেবযানীর অপেক্ষা শর্ম্মিষ্ঠাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। কিন্তু দেবযানীর সমক্ষে শর্ম্মিষ্ঠার সহিত আলাপ মাত্র ও করিতেন না। অতি গোপনে যযাতির সঙ্গ হওয়াতে ক্রমে শর্ম্মিষ্ঠ্যার-তিন পুত্র জন্মে। পরে ইহা জানিয়া মহারাণী দেবযানী অত্যন্ত রুষিতা হইয়া রাজার সহিত বিরোধ করতঃ আত্ম অসৌভাগ্যের কথা তৎ পিতা শুক্রকে কহেন। তদ্বাক্য শ্রবণে শুক্রাচার্য্য ও তৎকরণানুসন্ধান না করিয়া রাজাকে

সহসা অভিশাপ দেন, তাহাতেই রাজা যৌবনকালে জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। পুনর্ব্বার দেবযানী বাক্যে রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দৈত্য গুরু রাজাকে কহেন, আমার অমোঘ বাক্য কদাপি মোঘ হইবে না, কিন্তু এক উপায় তোমাকে কহি, তাহাতে তুমি কিছুকাল সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে। এই জরাবস্থাকে অন্যের প্রতি সমর্পণ করিয়া তাহার যৌবনাবস্থা লইয়া অভিলষিত সুখভোগ করিহ, ভুক্ত ভোগানন্তর তৎ যৌবন তাহাকে দিয়া আত্ম জরাবস্থাকে পুন গ্রহণ করিবে।

এতৎ শুক্র বাক্য শ্রবণে রাজা যযাতি স্বগৃহে আসিয়া কিছু কাল জরাভোগ করিয়া অভিলাষানুযায়ি দারসঙ্গ রহিত প্রযুক্ত ক্ষোভিত চিত্তে বাস করেন। যখন অত্যন্ত অসহ্য হইল, তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন।

কাব্যস্যোশনসঃ শাপান্নহি তৃপ্তোস্মি যৌবনে।
ত্বং যদো প্রতিপদ্যস্ব পাপ্মানং জরয়াসহ।
যৌবনেন ত্বদীয়েন চরেয়ং বিষয়া নহং।
পূর্ণেবর্ষে সহস্রেতু পুনর্দাস্যামি যৌবনং।
দত্বা সংপ্রতি পৎস্যামি পাপ্মানং জরায়াসহ॥

রে বৎস! কাব্য উশনার শাপে আমি যৌবন কালে জরাপ্রাপ্ত হইয়া বিষয় ভোগে অতৃপ্ত হইতেছি। অতএব তুমি আমার এই জরাবস্থা গ্রহণ পুর্ব্বক তৎসহ দুঃখভোগ কর। আমি তোমার যৌবন দ্বারা কিছু কাল বিষয় সুখ-

ভোগ কর। আমি তোমার যৌবন দ্বারা কিছুকাল বিষয় সুখভোগ করি, এক সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে পুনর্ব্বার তোমার যৌবন তোমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া আপন জরা গ্রহণ করতঃ ক্লেশ ভোগ করিব। এতৎ পিতৃ বাক্য শ্রবণে বিষণ্ণ চেতা হইয়া যদু উত্তর করিলেন।

জরায়াং বহবোদোষাঃ পানভোজন কারিতা।
তস্মাজ্জরাং নগ্রহিষ্যে ইতিমে রোচতে মনঃ॥

হে পিতঃ! জরাবস্থাতে অনেক দোষ, তাহাতে পান ভোজনাদির অনেক ব্যাঘাত জন্মে, অতএব আপনার আজ্ঞায় জরা গ্রহণে আমার মনঃ প্রবৃত্তি হয় না।

শিতশ্মশ্রুশিরা দীনো জরয়া শিথিলী কৃতঃ।
বলী সংগত গাত্রস্তু দুর্দ্দর্শো দুর্ব্বলঃ কৃশঃ।
অশক্ত কার্য্যকরণে পরিভূত সযৌবনৈঃ।
সহোপজীবিভিশ্চৈব তাং জরাং নাভিকাময়ে॥

জরাবস্থাতে গোঁপদাড়ি এবং মুর্দ্ধজ শুক্লবর্ণ হয়, ও অতি দীন ন্যায় থাকিতে হয়, সম্যক্ উৎসাহকে শিথিলী কৃত করে। লোলিত চর্ম্ম, গাত্রে বলী সংযুক্ত হয়, অতি কৃশ করে, দেখিতে অতি কদাকার হয়, সকল কার্য্য করণে অক্ষম, যুবাদিগের নিকট উপহাস ভাজন হইতে হয়, এমন যে জরাবস্থা, তাহাকে গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ হয় না। অন্য পুত্রদিগের নিকট যৌবন প্রার্থনা করুন্ আমি জরা গ্রহণে অশক্ত হইলাম॥ যদুবাক্যে কোপিত হইয়া যযাতি তাহাকে অভিশপ্ত করিলেন।

তত্ত্বংমে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং নপ্রযচ্ছসি।
তস্মাদরাজ্যভাক্‌ তাত প্রজাতব ভবিষ্যতি॥

হে তাত! যেহেতু তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াছ, যাচমান আমাকে স্বীয় যৌবন প্রদান করিবে না, সেই হেতু তোমার বংশ কোন কালেই সম্রাট রাজা হইতে পারিবে না।

অনন্তর দ্বিতীয় পুত্র তুর্ব্বসুকে কহিলেন, তিনিও যদুর ন্যায় অস্বীকৃত হইলেন, যযাতি তাহাকেও এই অভিশপ্ত করেন।

যত্ত্বংমে হৃদয়া জ্জাতো বয়ঃস্বং ন প্রযচ্ছসি।
তস্মাৎ প্রজা সমুচ্ছেদং তুর্ব্বসো তব যাস্যতি।
সংকীর্ণাচার ধর্ম্মেষু প্রতিলোম চরেষুচ।
পিশিতাশিষু মূঢ়েষু মূঢ়রাজা ভবিষ্যতি॥
গুরুদার প্রসক্তেষু তির্য্যকযোনি গতেষুচ।
পশু ধর্ম্মেষু পাপেষু ম্লেচ্ছেষুত্বং ভবিষ্যসি॥

হে তুর্ব্বোসো! তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াও আমার বাক্য হেলন করতঃ স্বীয় যৌবন আমাকে প্রদান করিলে না। সেই হেতু কালে তোমার বংশ উচ্ছেদ হইবে। এবং তোমার বংশ অবশিষ্ট যাহারা থাকিবে, তাহারা মহামূঢ় পিশিতাশিপিশাচ জাতি ম্লেচ্ছের দেশে মূঢ় রাজা হইবে। যাহারা সংকীর্ণাচার বিশিষ্ট, ধর্ম্মের প্রতি কূলে বিপরীতাচারবর্ত্তী এবং গুরুদারে প্রসক্ত, অর্থাৎ বিধবা ব্রহ্মচারিণী বয়োজ্যেষ্ঠাদিকেগুরুদার বলে তাহাতে

প্রসক্ত, আর পশুপক্ষ্যাদির ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট, পাপকার্য্যে ধর্ম্মমানী হইবে, সেই মূঢ় পাপাচার বাহীকাখ্য ম্লেচ্ছের রাজা হইবে। অনন্তর দ্রুহ্যুকে অভিশপ্ত করিয়া কহিতেছেন ॥

যত্ত্বংমে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছিসি।
তস্মাৎদ্রুহ্যো প্রিয়ঃকামো নতেসং পৎস্যতে ক্বচিৎ ॥

হে দ্রুহ্যো! যেহেতু তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে তোমার যৌবন প্রদান করিবে না। সেই হেতু তুমি কদাচিৎ কোনকালে কোন সুখভোগে প্রতিপন্ন হইতে পারিবে না ॥

যে স্থানে অশ্ব, রথ, হস্তিপীঠক, গর্দ্দভ, ছাগ, গো, শিবিকাদি কোন যান বাহনে গমন থাকিবে না, সেই স্থানে তোমার বংশের বাস হইবে, অর্থাৎ এমন উপদ্বীপে বাস হইবে যে কেবল ভেলা বা প্লব দ্বারা নিত্য পারাপার হইবে, তোমার বংশে কেহ রাজা থাকিবে না, কেবল মৎস্য মাংস মাত্র আহারী মৎস্যজীবী হইয়া সমুদ্রে২ মৎস্য ধারণ করিয়া বেড়াইবে। কালে গরুড় কর্ত্তৃক অনেক প্রজা গ্রাসিতা হইবে। অনন্তর অনুকে অভিশপ্ত করিলেন।

জরাদোষ স্ত্বয়োক্তোয়ং তস্মাত্তাং প্রতিপৎ স্যসে।
প্রজাচ যৌবনপ্রাপ্তা বিনসিস্য ন্দনো ভব।
অগ্নি প্রস্কন্দন পুরস্ত্বং চাপ্যেবং ভবিষ্যসি ॥

হে অনো! তুমি যেমন আমার সমক্ষে জরাদোষ উক্ত করিলে, সেই জরা যৌবনকালে তোমাতে প্রতিপন্ন হইবে।

এবং তোমার প্রজারা যৌবন প্রাপ্ত মাত্রেই বিনষ্ট হইবে। তুমিও অগ্নিময় দেশে অবস্থিতি করিয়া ক্লেশভোগ করিবে। অনন্তর পুরু পিতৃ কোপে ভীত হইয়া স্বযৌবন দানে স্বীকৃত হইবাতে তাহাকে প্রসন্ন হইয়া যযাতি কহিলেন।

পুরো প্রীতোস্মিতে বৎস প্রীতশ্চেদং দদানিবৈ।
সর্ব্বকাম সমৃদ্ধাতে প্রজা বৎস ভবিষ্যতি ॥

হে পুরো! তুমি আমাকে যৌবন প্রদান করাতে আমি সুপ্রীত হইলাম অর্থাৎ তোমাতে প্রীতি যুক্ত হইয়া এই বর প্রদান করিতেছি, যে তোমার বংশ সর্ব্বকাম সমৃদ্ধি যুক্তা এই পৃথিবীর রাজা হইবে।

সুতরাং যযাতি শাপে দেবযানীর গর্ব্ভ জাত জ্যেষ্ঠপুত্র যদু পৃথিবীতে পিতৃ পিতামহাদির সেব্য প্রধান সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন না। যদু মথুরাতে গিয়া বাস করেন, সেই মথু-রাই তাঁহার রাজধানী হয়, কৃষ্ণের বংশ বিস্তার কালে বি-শেষ লেখা যাইবে। দ্বিতীয় তুর্ব্বসু পশ্চিমদিগে বালুকা-ময় মরুভুমি প্রদেশে রাজ্য স্থাপনা করিয়া বাস করেন, এক্ষণে সেই দেশকে আরবাদিদেশের মধ্যে গণ্য করা যায়। তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, তৎপুত্র ভর্গ, তস্যপুত্র ভানুমান, তাহার পুত্র ত্রিভানু, তৎপুত্র করন্ধম, তাহাব পুত্র মরুত্ত, তৎপুত্র দম ইত্যাদি ক্ষত্রিয় বাচ্যে পরিচিত ছিল, পরে যবনত্ব প্রাপ্তে সংকীর্ণাচার বিশিষ্ট যবন জাতির রাজা হয়।

তৃতীয় দ্রুহ্যু, গঙ্গাতীরে মগধদেশে বাস করেন। চতুর্থ, অনু, সর্ব্বোত্তর ভাগে রাজধানী করিয়া বাস করিয়াছিলেন। অনুর তিন পুত্র তন্মধ্যে সভানর অতি প্রতাপী পরাক্রম শালী ছিলেন। তৎপুত্র কালনর, তাহার পুত্র সৃঞ্জয়, তস্যপুত্র জনমেজয়, তাহার পুত্র মহাশাল, তৎপুত্র মহামনা, মহামনার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ উশীনর, কনিষ্ঠ তিতিক্ষু। এই দুই ভ্রাতায় পৈতৃক উত্তরভাগস্থ রাজ্যকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লয়েন। পূর্ব্ব উত্তরভাগে উশীনর রাজা হন, পশ্চিম উত্তরভাগে তিতিক্ষু রাজ্য বিস্তার করেন।

উশীনরের পুত্র শিবিরাজা পুর্ব্বোত্তর রাজ্যে অতিশয় বদান্যরূপে খ্যাতাপন্ন ছিলেন। তৎস্থাপিত শিবিরদেশ অদ্যাপি বিখ্যাত আছে। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ, তস্যপুত্র রুষ, পশ্চিম উত্তরভাগে অতিশয় খ্যাতাপন্ন হন, তাহার স্থাপিত ঋষীকদেশের মধ্যে রুষ নামে বিখ্যাত, অদ্যাপি ও সেই দেশের নাম রুষ, এক্ষণে যবনাধিকার হইয়াছে। রুষের পুত্র হোম, তৎপুত্র সুতপা, তৎপুত্র বলি, তস্যপুত্র দীর্ঘতমা, তিনি তদ্দক্ষিণে রাজ্য বিস্তার করিয়া এক পর্ব্বতের প্রস্রবণ কাটিয়া তমসা নামে এক তটিনীকে প্রবাহিতা করেন, তাহার নাম তমসা, সেই তদীতীরে এক রাজধানী ও করিয়াছিলেন। দীর্ঘতমার পুত্র মহীক্ষিত, তৎপুত্র খলপান, তৎপুত্র দিবিরথ, তৎপুত্র ধর্ম্মরথ, তৎপুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র রোমপাদ, তৎপুত্র চতুরঙ্গ, তৎপুত্র পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র বৃহদ্রথ,

তৎপুত্র বৃহৎমনা, তৎপুত্র জয়দ্রথ, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র ধৃতি, তৎপুত্র ধৃতব্রত, তৎপুত্র সৎকর্ম্মা, তৎপুত্র অধিরথী, তৎপুত্র বৃষসেন, তৎপুত্র দ্রুহ্য, তৎপুত্র বভ্রু, তৎপুত্র সেতু, তৎপুত্র আবদ্ধ, তৎপুত্র গান্ধার, এই গান্ধার রাজা সিন্ধু-নদীর পরপারে গান্ধার দেশ স্থাপনা করেন। ইদানীং তাহাকেই কান্দে হার বলে গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, তৎপুত্র ধৃত, তৎপুত্র দুর্ম্মদ, তৎপুত্র প্রচেতা, প্রভৃতি রাজবংশেরা সেই গান্ধারে বাস করিয়া যবনরাজ্যের অধিপতি ছিলেন, কালে ঐ বংশেই গান্ধার রাজ সুবলের উৎপত্তি হয়, তৎপুত্র শকুনি, কন্যা গান্ধারী, যাহাকে ধৃতরাষ্ট্র বিবাহ করেন, তদ্গর্ভে দুর্য্যোধনাদির উৎপত্তি হয়। শকুনির পুত্র উলুক, তদ্বংশের আর নাম পাওয়া যায়না, অর্থাৎ রাজ্য ভ্রষ্ট জন্য তাহারা সামান্য রাজন্য বংশ মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

অনুরদ্রু দুই পুত্রের পরিচয় কহিলাম। ইহারা উত্তরা-পথ গোপ্তা ছিলেন, ইহাদিগের এই রাজ্যভাগের বিবরণ, কালে দুই বংশই সংকীর্ণ আচারী ও ধর্ম্মের প্রতিলোমবর্ত্তী, পিতাশি পশু পক্ষীর ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া তদ্বৎ ম্লেচ্ছ রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিতিক্ষুর রাজ-ধানী হিমালয় শৃঙ্গাভ্যন্তরে তাতার দেশ, তদবধি উত্তর পশ্চিমে ঋষীক দেশাধিপতি হইয়া তাঁহারা ম্লেচ্ছ রাজ্য শাসন করেন। তাহার পূর্ব্ব উত্তরভাগে উশীনর রাজধানী করেন, তদ্রাজ্যভুক্ত চীনাদিদেশ, তদ্দেশের করভোক্তা

তদ্বংইশ্যেরা ছিল, ঐ চীনাদিকিরাত দেশম্লেচ্ছবৎ, তাহারাও সংকীর্ণাচারী, পিশিতাহারী, ধর্ম্মের প্রতিলোমবর্ত্তী, তির্য্যক্‌যোনি প্রায়, কালে ঔশীনরী প্রজারাও তৎতুল্য ধর্ম্মীরূপে তদ্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিল। তাতার দেশকেই পূর্ব্বে মদ্রদেশ কহিত, ঐ মদ্রেশ্বর শৈল রাজা ম্লেচ্ছ দেশাধিপতি, এ কারণ তদ্দেশের উপলক্ষে কুন্তীপুত্র কর্ণ ভারত যুদ্ধে ম্লেচ্ছরাজ বলিয়া শৈলকে অনেক তিরস্কার করিয়াছিলেন। অনুরবংশ রাজা নহে উপদ্বীপে পশুবৎ বাস করিয়াছিল, একারণ তাহার বংশের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই সমস্ত কাল রাজা যযাতির শাসনে ছিল (৯৩০০০)

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—হে মহাত্মন্! দশ মহাবিদ্যার বিষয় এক প্রকার শ্রবণ করিয়া আমার সন্দেহ নিরাস হইল, পরে যেমন রূপ সন্দেহ জন্মিবে তাহা প্রশ্ন করিব, এক্ষণে কতক গুলি ব্রহ্ম বিষয়ক বিচিকিৎসা জন্ময়াছে, তাহার সদুত্তর প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

প্রশ্ন। পরমাত্মা যে সগুণ হইয়া বামন রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি বামনের মত ত্রিপাদ বিশিষ্ট অনেক রূপ কেন না হন?

উত্তর। বৎস! তাঁহার কার্য্যের উপর অনর্থ আপত্তি আমন্ত্রন কেন কর? তিনি যখন যেরূপ হইয়া বিশ্বকার্য্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া, তদ্বিষয় শ্রবণ কর,

তিনি কেন তদ্রূপ অনেক হন না,বা হইতে পারেন না,লৌকি যুক্তিতে ঐ আপত্তির খণ্ডন হইতে পারে না, তাঁহার যে, কি, ইচ্ছা তাহা তিনিই বলিতে পারেন, তাহাতে প্রাকৃত লোকের যুক্তি চলে না, এ বিষয়ে আমি তোমাকে কহি, ভাল সূর্য্যকে যেরূপ তেজস্বী দেখা যায়, সেরূপতেজস্বী অনেক বস্তু কেন না হয়? বৎস এরূপ প্রশ্নের উত্তর কি কেহ করিতে পারে? নিত্য পদার্থ পরব্রহ্ম, তাঁহা হইতে অনিত্য বিশ্বের উৎপত্তি কেন হয়, এ আপত্তির ওবা উত্তর কি?

প্রশ্ন—সকল পুরাণেই শুনিতে পাই যে সর্ব্বোপরি শূন্যে গোলোকমণ্ডল, সেই গোলোক শূন্যোপরি কি রূপে অবস্থিত আছে?

উত্তর।—তুমি বল দেখি শূন্যের উপর এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে অবস্থিত আছে, এবং বায়ুভরে আকাশ মণ্ডলে মেঘ সকল কি মতে অবস্থিত হয়, সেইরূপ গোলোকাদি মণ্ডল ঈশ্বরেচ্ছায় অবস্থিত আছে, তাহাতে তোমার সন্দেহ কি? ঈশ্বরেচ্ছার অবশবর্ত্তী কোন্ বিষয়? যাহার কৃপাতে মর্ত্ত্যাপেক্ষা স্বর্গ ভূমি উৎকৃষ্টা ও পরিষ্কৃতা, সর্ব্ব সুখদায়িকা হয়, লোকাতীত বিস্মাপনীয় কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে কি বিচিত্র? এবং তাহাতে চমৎকৃত হইবারইবা বিষয় কি?

প্রশ্ন।—ভাল জনন মরণবান মনুষ্য জাতি, সেইরূপ দেবতারাও বটেন, অতএব মনুষ্য হইতে দেবতাদিগকে বিশেষ মান্য করিবার তাৎপর্য্য কি?

উত্তর! যে পরমাত্মা কীট পতঙ্গ পশ্বাদিকে মনুষ্য হইতে বিশেষ করিয়া, মনুষ্যকে তির্য্যক জাতি হইতেও বিশেষ প্রজ্ঞাবান করিয়াছেন। তিনি কি মনুষ্যাপেক্ষা দেবতাদিকে বিশেষ গুণে অন্বিত না করিতে পারেন? অর্থাৎ সর্ব্বথাই পারেন। যিনি মনুষ্যাদির দশমাস গর্ব্ভ ধারণ নিয়মের অন্তর করিয়া ৭।৮।৯ মাসে সন্তানোৎপাদন করিতেছেন। তাহা হইতে তদতিরিক্ত কালে গর্ব্ভধারণের ক্ষমতা কি তিনি নরনারীগণকে প্রদান না করিতে পারেন? যাঁহার ইচ্ছায় নারীদিগের এক গর্ব্ভে দুই বা তিন সন্তান জন্মিতে দেখা যাইতেছে, তাঁহার কি এক গর্ব্ভে ততোধিক সন্তানোৎপত্তি করণের ক্ষমতা নাই? এ কথাই বা কে বলিতে পারে? যিনি জড় পদার্থ গোময়াদি হইতে বৃশ্চিকাদি জীবের উৎপাদন করিতেছেন, তিনি কি সচেতন নরের গর্ব্ভে বহু সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা রাখেন না? এ সকল বিষয়ে আপত্তি করাই মহামুর্খতার কার্য্য হয়। পরমেশ্বরীয় কার্য্য সকলই লৌকিক যুক্তির বিপরীত। যিনি এই বিশ্বরাজ্যে, মনুষ্যের অসাধ্য কোটি২ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, এতদ্ভিন্ন অভাবনীয় কার্য্য সাধনোপযোগি বিশেষ বিশেষ বুদ্ধি বিশেষ২ ব্যক্তিকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি কি বিশেষ কারণ বশতঃ বিশেষ গুণ ধারণ পূর্ব্বক মনুষ্যাদির উদরে স্বয়ং উৎপন্ন হইতে পারেন না? যখন অমেধ্য কুণ্ডাদিস্থিত তভোগি কীটাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়াছেন, তখন আর সে বিষয়ের কি

গর্ব্বে তজ্জ্যোতিতে নীলপীত রক্তাদি নানা প্রকার আশ্চর্য্য মনোজ্ঞ বর্ণের উদ্ভাবন করিতে ক্ষমতা রাখেন, তখন কি তিনি মায়া বিস্তার পূর্ব্বক আপনার এক রূপকে নানারূপে প্রতিভাসিত করিতে পারেন না? যিনি এক প্রদীপস্থ অগ্নিকে স্থির রাখিয়া তাহা হইতে শত সহস্র দীপ বর্ত্তীকে প্রাপ্ত করান, অথচ অগ্নির স্বরূপের অন্যথা হয় না। তখন কি তিনি এক রূপ থাকিয়াও মৎস্য কূর্ম্মাদি রূপে অবতীর্ণ হইতে না পারেন? বা তাহাতে কি তাঁহার স্বরূপের অন্যথা হয়?

যিনি সকল পক্ষীকে পক্ষ বিশিষ্ট রূপে অণ্ডোদ্ভব করিয়াও বাদুড় চর্ম্মচটিকাদি পক্ষীকে অনণ্ডজ সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা দিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে দন্ত প্রদান করিয়াছেন, তিনি কি মনুষ্যাদিকে কদাচিৎ শৃঙ্গাদি প্রদান করিতে শক্ত নহেন?

যিনি গর্দ্দভোদরে অশ্বের উৎপাদন, অজগর্ভে যখন মেষোৎপাদন করিয়াছেন, তখন কি তিনি মৃগমৎস্যাদির উদরে মনুষ্যোৎপত্তি করিবার ক্ষমতা রাখেন না?

যে জগদীশ্বর, বৃশ্চিক ও মাকড়শাদি সামান্য কীটাদিকে বহু হস্ত পাদ ও সর্পাদিকে অনেকানন করিয়াছেন, সেই জগদীশ্বর কি মনুষ্যকে কদাচিৎ বহু হস্তপাদও বা আনন প্রদানে অক্ষম হন?

যিনি অপাদ কিঞ্চুলুক ভুজঙ্গাদিকে বিনাপাদে ভ্রমণ করাইতেছেন। তিনি কি বদ্ধাসনস্থ যোগপ্রভাবে যোগী

মনুষ্যাদিকে বায়ুভরে ভ্রমণ করাইতে পারেন না?

যে ভগবান অগ্নির নিত্য বিরোধি জলের একাধিকরণ করিয়াছেন। সেই ভগবান কি পৃথিবীস্থ স্থান বিশেষে সলিলকুণ্ডে অগ্নি জলের একাধিকরণ করিতে সামর্থ রহিত হন?

ভক্ততত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। ভাল এ সকল বাক্যের প্রতিকারণ বশতঃ যদিও প্রত্যয় হয়, কিন্তু সম্যক্ বিষয়ে আমার প্রতীতি জন্মিতেছে না। যেহেতু এখন কেন পূর্ব্বমত সেইরূপ চমৎকৃত বিষয়ের উৎপত্তি দেখিতে পাই না?

পরমহংসের উত্তর। অরে বৎস! সর্ব্বকালে সকল বিষয় উৎপত্তি করিতে পারিলেও পরমেশ্বর তাহা করেন না, এমন অনুভব হয়, কেন না তাহা হইলে তাহাই নিত্য-স্বভাব সিদ্ধ হইবে এ বিধায় তিনি কালে কালে অভাব-নীয় কার্য্যের উৎপত্তি করিয়া আপনার অস্তিত্ব প্রত্যয় করান। সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি যুগের যে কর্ম্ম তাহার সকল কর্ম্ম কলিযুগে উৎপন্ন হইতে পারেনা, ঈশ্বর ইচ্ছায় কদাচিৎ কোনকোন কার্য্যও কখন দৃষ্টিগোচর হয়, অর্থাৎ মধ্যে২ ছাগী গর্ব্ভে বানর, এক স্ত্রীর গর্ব্ভে ছয় সন্তান এক মনুষ্যের পাঁচ মস্তকও ত্রিনয়ন এক বৃষের ছয় পাদ, হই-তেও দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহারা বহু দিন জীবিত ছিলনা। পৌষমাসে তালফল জন্মেনা, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় কখন তাহাও হয় কাল স্রষ্টা কালরূপী ভগবান কাল ব্যতীত অকালে সূর্য্য কি চন্দ্রের গ্রহণ হইতে ইচ্ছা করেন না, এবং কদাচিৎ

তাহা করিলেও করিতে পারেন যেহেতু তাঁহাতে কোন কার্য্যই চমৎকারের বিষয় নহে। কালচক্র ক্রমে দেশ পাত্রানুসারে আমরা তাঁহার কৃত স্থূল স্থূল কতকগুলি কার্য্যের উপলব্ধি মাত্র করি, তদ্ভিন্ন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কার্য্যের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তদ্বিষয়ে কত প্রকারই বিতণ্ডা করিতে উদ্যত হই, ফলে তাহাতে কোন কার্য্য দর্শেনা, কেবল বিতণ্ডা মাত্রই করা হয়। অল্প বুদ্ধি জীবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই যে ভগবৎ কার্য্যের প্রতি বিতর্ক না করিয়া বিশ্বাস পুর্ব্বক তাঁহার মহিমানু বর্ণন করতঃ তদুপাসনায় আপনাদিগের পারলৌকিক সুখ সমৃদ্ধি সঞ্চয় করা উচিত। বৎস! ভগবানের সমস্ত কার্য্যের কারণ অস্মদাদির মত সামান্যসামান্য জীবের বুদ্ধিতে উপলব্ধি হইতে পারিত, তবে আর এই বিশ্বরাজ্যের মধ্যে তাঁহার বিশেষ গৌরব কখনই থাকিত না। যখন গীতায় কহিয়াছেন।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চভূতানা মন্তএবহি।
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়ে স্থিতঃ॥

আমি সকল জীবের আদি, আমি সকল জীবের মধ্য, আমি সকল জীবের অন্ত হই। হে অর্জ্জুন! আমি আত্মা রূপে সর্ব্বজীবের হৃদ্দহরে অবস্থিতি করি।

এরূপ পরমাত্মা সর্ব্ব সাক্ষী প্রতীয়মান থাকিয়াও জন সম্বন্ধে অবাঙ্‌মনের গোচর হইয়া রহিয়াছেন। সেই অদ্ভুতলীল পরমেশ্বরের কার্য্যের কারণ সকল জানিবার ক্ষমতা কাহারই নাই।

গৃহস্থধর্ম্ম কথন।

বেদোদিতেন মার্গেণ দেবান্ পিতৄন্ সমর্চ্চয়।
ব্রহ্মবিদ্যোপ দেশেন পবিত্রং তে কলেবরং॥

গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিবেন, বৎস! এক্ষণে তুমি বেদোক্ত বিধি মার্গে দেবগণ এবং পিতৃগণের অর্চ্চনা কর। যে হেতু ব্রহ্ম বিদ্যা উপদেশ দ্বারা তোমার দেহ অতি পবিত্র হইয়াছে। অর্থাৎ গৃহে গিয়া গৃহস্থোচিত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিহ।

ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং। সত্যং বদিষ্যতি। ইতি শ্রুতিঃ।

ধর্ম্মের প্রমাদ করিহ না। সত্য বাক্য কহিও। অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মকর্ম্মের কদাপি ব্যাঘাৎ করিহ না।

ব্যবহারং মাচ্ছেৎসীদিতি।

কুল পরম্পরা যে রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা করিহ, কোন মতে তাহার বিচ্ছেদ করিহ না।

আচার্য্য দেবোভব। পিতৃদেবোভব। মাতৃদেবোভব। অতিথি। দেবোভব।০। শ্রদ্ধয়াদেয়ং। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং।

আচার্য্য অর্থাৎ গুরুকে দেবতাজ্ঞান পিতা মাতাকে দেবতা জ্ঞান, অতিথিকে দেব জ্ঞান করিহ। যাহা দান করিবে তাহা শ্রদ্ধা পূর্ব্বকদিও, অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক দান করিহ না।

যানানবদ্যানি কর্ম্মাণি তানিসেবিতব্যানি.
ন ইতরাণি॥

লোক বিরুদ্ধ বা শাস্ত্র বিরুদ্ধ যে সকল নিন্দিত কর্ম্ম তাহা সমাচরণ করিহ না, অর্থাৎ লোক শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সুসংসার ধর্ম্মে কদাচিৎ শাস্ত্র বাক্যের অন্তর হইলেও লোক সম্মত ব্যবহার্য্য কার্য্য কর্ত্তব্য হয়। যে হেতু গৃহস্থ পক্ষে লোকাচারের গুরুত্ব আছে। যথা (লোকাচারং পরিত্যজ্য কোবেদং ধর্ত্তুমুৎসহে) ইতি পুরাণং। লোকাচার পরিত্যাগ করিয়া কোন্ গৃহস্থ শুদ্ধ বেদের মতকে আচরণ করিতে পারে ? ।

প্রাপ্তো গৃহস্থা শ্রমিতো তদুক্তং কর্ম্মকল্পয়।
উপবীত দ্বয়ং দিব্যং বস্ত্রালঙ্করণানিচ।
গৃহাণ পাদুকাছত্রং গন্ধমাল্যানুলেপনং॥

গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম গ্রহণান্তর গৃহস্থোচিত কর্ম্ম সকল আচরণ করিহ। দিব্য উপবীতদ্বয় ও বস্ত্রালঙ্কারাদি গ্রহণ কর, এবং পাদুকা ছত্র গ্রহণ কর। গন্ধমাল্যাদি অনুলেপন করহ।

ততঃ কাষায় বসনং কৃষ্ণাজিন সমন্বিতং॥
যজ্ঞসূত্রং মেখলাঞ্চ দণ্ডং ভিক্ষা কমণ্ডলুং।
আচারার্জ্জিতাং ভিক্ষাং সমর্প্য গুরবে দিবে॥

ব্রহ্মচর্য্য কালে কাষায় বস্ত্র অর্থাৎ গৈরিক রঞ্জিত বস্ত্র, ও কৃষ্ণাজিন সংযুক্ত যজ্ঞসূত্র পরিধাপন করতঃ মেখলা দণ্ড, ভিক্ষা মাত্র ধারণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাচারে অর্জ্জিতা যে ভিক্ষা, সে ভিক্ষা, সমুদায় আচার্য্যকে সমর্পণ করিবে।

শুক্লোপবীত যুগলং পরিধায়ান্বরে শুভে।
গন্ধমাল্যধরস্তস্থৌ তিষ্ঠেদাচার্য্য সন্নিধৌ।

ব্রহ্মচারী পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচর্য্য বেশ, অর্থাৎ কৃষ্ণাজিনোপবীত দণ্ড মেখলা ভিক্ষাপাত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ যজ্ঞসূত্র শুক্লবস্ত্র যুগল, গন্ধমাল্য পাদুকাদি ধারণ করত্য বাগ্‌যত হইয়া আচার্য্য সমীপে দণ্ডায় মান হইবেন।

ততঃ গৃহস্থাশ্রমিণং শিষ্যমেতদ্বদেদ্গুরুঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রহ্মবিদ্যা রতোভব
স্বাধ্যায়াপন কর্ম্মাণি যথা ধর্ম্মেণ সাধয় ॥

অনন্তর গৃহস্থাশ্রমোচিত বেশধারী শিষ্যকে গুরু এই উপদেশ বাক্য কহিবেন। বৎস! জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী হইও। এবং গায়ত্রী জপাদিতে রত থাকহ। অধ্যাপনাদি স্বাধ্যায় কর্ম্ম ও গৃহস্থোচিত যদ্ যদ্ কর্ম্ম, তাহা ধর্ম্মতঃ সম্পাদন করহ।

ইত্যাদিশ্য স্থিরং পশ্চাৎ সমুদ্ভব হুতাশনে।
মায়াদি প্রণবাদ্যেন ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্রয়েণচ।
হাবয়িত্বা ত্রিধাচার্য্যঃ স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরেৎ।
দত্বা পূর্ণাহুতিং ভদ্রে ব্রত কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥

এই রূপ শিষ্যকে গৃহস্থাশ্রম কর্ম্মের আদেশ করতঃ গুরু পশ্চাৎ সংস্থাপিত সমুদ্ভব নাম বহ্নিতে মায়াবীজ পূর্ব্বক প্রণবাদ্যে ভূ ভুঃস্ব এই ব্যাহৃতি ত্রয় উচ্চারণ করিয়া তিনবার আহুতি দিবেন। অনন্তর স্বিষ্টিকৃৎ হোম করতঃ পূর্ণাহুতি দিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবেন।

অনন্তর আচারাৎ গো সূর্য্য শূদ্রাদি হীনবর্ণকে ত্রি, সপ্ত, অথবা নব, কি একাদশ দিন দর্শন করিবেক না। নিয়-

মাত্যয়ে বহির্গত হইয়া স্নানাদি করিবেন। যাবৎ জীবন বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবেন। অসাধ্য পক্ষে সংবৎসর কালও নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে। অসৎ প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কালে কালে ত্রিসন্ধ্যা করিবেন, ইহার অন্যথাচরণ করিলে ব্রাহ্মণের তেজো হানি হয়।

বীজ সেকাদি সংস্কারা ব্রতান্তঃ পিতৃতো নরঃ।
উদ্বাহঃ পিতৃতো বাপি স্বতোপি সিদ্ধ্যতি প্রিয়ে॥

গর্ব্ভাধানাদি নয় সংস্কার কর্ম্মে শ্রাদ্ধাদি হোম পর্য্যন্ত পিতা করিলে সিদ্ধ হয়। পিতার অভাবে অন্যেও করিতে পারে। বিবাহ সংস্কারোচিত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া পিতা করুন্ বা আপনি স্বয়ং করিলেও সিদ্ধ হয়।

আগমোক্ত ইত্যুপনয়ন সংস্কারঃ।

অথ আগম বিধিনা বিবাহ সংস্কার।

অদারস্য গতির্নাস্তি সর্ব্বাস্তস্যাফলাক্রিয়াঃ।
সুরার্চ্চনং মহাযজ্ঞং হীনভার্য্যো বিবর্জ্জয়েৎ। ইতি।
মৎস্যসূক্তং॥

গৃহস্থাশ্রমস্থ ব্যক্তির দার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, বিনা ভার্য্যা-ক্ষণ কালমাত্রও গৃহে বাস করিবে না। যেহেতু পত্নী বিহীন ব্যক্তির কোন গতি নাই! তাহার সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফলা হয়। দেব পূজন যজ্ঞাদি মহৎকর্ম্ম সকল ভার্য্যাহীন ব্যক্তির সিদ্ধি প্রদ হয়না।

একচক্র রথোযদ্বদেক পক্ষো যথা খগঃ।
অভার্য্যোঽপিনরস্তদ্বদযোগ্যঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু।

যেমন একচক্র রথ গমনে অযোগ্য, যেমন এক পক্ষ পক্ষী উড্ডয়নে অক্ষম, সেই রূপ ভার্য্যাহীন পুরুষ সংসারাশ্রমোচিত সমস্ত কর্ম্মেই অযোগ্য হয়।

ভার্য্যাহীনে ক্রিয়ানাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃসুখং।
ভার্য্যাহীনে কুতোগেহং তস্মাৎ ভার্য্যাং সমাশ্রয়েৎ॥

ভার্য্যাহীনের কোন ক্রিয়া নাই, ভার্য্যাহীনের সংসারের কি সুখ? ভার্য্যাহীনের কোথায় গৃহ অর্থাৎ স্ত্রী বিহীনের গৃহ শূন্য। এ কারণ সংসারী জনে সর্ব্বথা ভার্য্যাকে সমাশ্রয় করিবে।

সর্ব্বস্বে নাপি মনুষ্যৈঃ কর্ত্তব্যোদার সংগ্রহঃ

অতএব সর্ব্বস্ব দিয়াও মনুষ্যগণের দার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিনাশ্রমে দৈব পৈত্র কোন কর্ম্মই সফল হয় না, ভার্য্যাবান পুরুষ সমস্ত কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়।

সন্ন্যাস মথবা কাম্যং তৃতীয়ং নোপপদ্যতে।

ভার্য্যাহীন গৃহস্থ বিবাহ করিয়া গৃহবাস করিবে, অথবা সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইবে, এই দুই কার্য্য ব্যতীত অপত্নীক পুরুষের আর তৃতীয় উপায় নাই।

অথ পত্নী নিরূপণ।

পুরুষের পত্নী দুই প্রকার হয়, অর্থাৎ মুখ্যা ও গৌণা, ধর্ম্মপত্নী মুখ্যা, কামপত্নী গৌণা হয়। অতএব কাহাকে

ধর্ম্মপত্নী বা কাহাকে কামপত্নী বলে, তাহার নিরূপণ করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন। যথা।

সবর্ণাধর্ম্মপত্নীস্যা যানীতা বিধি মন্ত্রকৈঃ।
অসবর্ণাতু যাভার্য্যা কামপত্নীতু সাস্মৃতা॥

সবর্ণা কন্যা বেদ মন্ত্রোদিত বিধানে পরিণীতা হইলে তাহাকে ধর্ম্মপত্নী বলে। অসবর্ণা কন্যা গান্ধর্ব্ব বিধিতে পরিগৃহীতা হইলে, তাহার নাম কামপত্নী হয়।—অসবর্ণা ভার্য্যা কলিযুগে অসিদ্ধা অপর যুগত্রয়ে সিদ্ধা। কলিতে কেবল সবর্ণা পত্নীর পাণিগ্রহণ বিধিদৃষ্টে, বিবাহিতা স্ত্রী কেই ধর্ম্মপত্নী বলা সঙ্গত হয়। অনন্তর বিবাহ বিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে বেদাগম প্রসিদ্ধ পশ্চাৎ লিখিত হইবে।

থঅপুষ্পমাহাত্ম্য।

পুষ্পাভাবে ফলপত্রাদি দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিতে পারে, অর্থাৎ যে যে পত্রফলাদি দ্বারা পূজা করিবে, তাহা লিখিতেছি যথা।

বিল্বপত্রং শমীপত্রং ভগালামলকী দলং।
অপাঙ্গ ভৃঙ্গপত্রঞ্চ কুশং দূর্ব্বাং তথৈবচ। ইতি।
যোগিনী তন্ত্রং।

বিল্বপত্র, শমীপত্র, তমালপত্র, আমলকীপত্র, অপামার্গ পত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র, অর্থাৎ কেশুর্ত্তাপত্র, কুশ এবং দূর্ব্বা দ্বারা পুষ্পাভাবে অর্চ্চনা করিতে পারে।

পুষ্পাণামপ্যভাবেতু ফলান্যপি নিবেদয়েৎ।
ফলানামপ্যভাবেতু তৎপত্রৈঃ পূজয়েদ্ধরিং॥

পুষ্পের অভাব হইলে অন্যান্য ফল নিবেদন দ্বারা পূজা করিবে। যদি কদাচিৎ ফলের অভাব হয়, তবে তৎ তৎ পত্র দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিতে পারে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিল্বপত্রাদির অভাবে অন্য ফল দিবে, ফলাভাবে পত্র দিয়া পূজা করিবার আজ্ঞা আছে, হরি উপলক্ষণ মাত্র সর্ব্ব দেবার্চ্চনাই করিতে পারে।

গুপ্ত পূজা বিষয়ক নির্ণয়।

সিংহাস্যাদ্রোণমসুরং ধুস্তুরঞ্চ চতুর্বিধং।
তথাক্রমং জটাশ্চেচ গুহ্যপুষ্পঞ্চ শঙ্করি॥

সিংহাস্য অর্থাৎ কাঞ্চন, অথবা দ্রোণপুষ্প, মসুরপুষ্প শ্বেতরক্তপীত কৃষ্ণধুস্তুর, ত্রিপঞ্চদল বিশিষ্ট বিল্বপত্র, ইত্যাদি গুহ্যপুষ্প বলে, ইহাতে সাধক শিব শিবা পূজায় পরিগ্রহণ করিবে। অপর পূজাতে আর কয়েক পুষ্পের বিধি আছে। যথা

পদ্মে নীলোৎপলে দেবি বক মন্দার কাঞ্চনে।
মাধবী শ্বেতমালঞ্চ গুপ্তমেত দ্বরার্চ্চনে॥

শ্বেত রক্তপদ্ম ও নীলপদ্ম কহ্লার, বক, পারিজাত, শ্বেতরক্তকাঞ্চন, মাধবীদ্বয়, তমালপুষ্প ইত্যাদিও গুপ্তপূজায় শ্রেষ্ঠ কল্পে ধৃত করা যায়।

অথ দিবা রাত্রি ভেদে পুষ্পদান বিধি।

কনকানি সুগন্ধীনি রাত্রৌ দেয়ানি শঙ্করি।
দিবাচান্যানি পুষ্পাণি দিবারাত্রৌচ মল্লিকা।

কনকবর্ণ পুষ্প সকল এবং সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা রাত্রি-কালে দেব দেবীর পূজা করিবে। দিবাভাগে ইত্যাদি আর২আর সকল পুষ্পই দিবে। দিবারাত্রি সকল কালেই মল্লিকাপুষ্প দ্বারা পূজা করিতে পারে।

অথ দেবালয়াদিজাত পুষ্পে পূজা নিষেধ।

দেবালয়স্য পুষ্পেণ যোদেবং প্রতিপূজয়েৎ।
অন্ধত্বং প্রাপ্নুয়াৎসোপি দশবর্ষাণি পঞ্চচ।

দেবালয় জাত পুষ্প উত্তোলন করতঃ দেব পূজা করিলে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত অন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পঞ্চদশ বর্ষ শব্দে জন্মান্তরে পঞ্চদশবর্ষ বয়েসে অন্ধতা হয় ইত্যভিপ্রায়ঃ।

দেবতা বিশেষে নিষিদ্ধ পুষ্প কথন।

মল্লিকা মালতী জাতী যুথী কহ্লার চম্পকৌ।
শঙ্করায় নদাতব্যাঃ কুন্দ শেফালিকা জবা ॥

মল্লিকা, মালতী, জাতী, যুথী, কহ্লার, চম্পক, কুন্দ, শেফালিকা, এবং জবাদি পুষ্প শিবকে দাতব্য নহে।

শিবে বিবর্জ্জয়েৎ কুন্দং সর্ব্বদৈব বরাননে।
বসন্তে মল্লিকা জাতী যূথী চম্পক দাপয়েৎ।
বর্ষায়াং মালতীং দদ্যাৎ মাঘে মাঘ্যাং প্রশস্যতে ॥

সর্ব্বদাই শিব পূজাতে কুন্দপুষ্প বর্জ্জনীয় কিন্তু মাঘ মাসে প্রশস্ত হয়। বসন্তে মল্লিকা জাতী যুথী চম্পকাদি দিতে পারে, বর্ষাকালে মালতী পুষ্প প্রশস্ত হয়।

গণেশে বর্জ্জয়েৎ স্যাদ্যামশোকং তগরং তথা।
সূর্য্যো মাধ্যাঞ্চ মন্দারং কনকঞ্চ তথৈবচ ॥

গণেশকে মাঘ্য অর্থাৎ কুন্দপুষ্প, ও অশোক, এবং তগর সূর্য্যকে কুন্দ, পারিজাত ও বিল্লপত্র কিম্বা কাঞ্চন পুষ্প দিয়া পুজা করিবে না।

মহালক্ষ্মৈচ তুলসীং ঝিণ্টিকাং কাঞ্চনং তথা।
সর্ব্বাণি রক্তবর্ণানি কৃষ্ণানি পরিবর্জ্জয়েৎ।
পদ্মংচৈবতু কহ্লারং প্রশস্তং হয় মারকং॥

মহালক্ষ্মীকে তুলসী, এবং ঝিণ্টীপুষ্প ও কাঞ্চনপুষ্প প্রদান করিবে না। বিশেষতঃ রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ সকল পুষ্পই লক্ষ্মীপুজায় পরিবর্জ্জন করিবে। কেবল পদ্ম, কুমুদ এবং করবীর পুষ্প রক্তবর্ণ হইলেও প্রশস্ত হয়।

বন্ধুজীবঞ্চ দ্রোণঞ্চ সরস্বত্যৈ নদাপয়েৎ।
গ্রহাণাং বিল্লপত্রঞ্চ শমীপত্রং তথৈবচ॥

সরস্বতী দেবীকে বন্ধুজীব অর্থাৎ বান্ধুলীপুষ্প ও দ্রোণ-পুষ্প দ্বারা পুজা করিবে না। আর নবগ্রহ পুজার বিল্লপত্র এবং শমীপত্র নিষিদ্ধ হয়।

শ্রেয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন সম্পাদক।

অদ্যাবসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার মল্লিক ষ্ট্রিট ১২ নং ভবন হইতে বিতরণ হয়।

কলিকাতা চিতপুর রোড বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত

একোবিষ্ণুর্ন দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড।
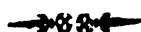
সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরকি॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্ময় স্তৌমি মনোমে।

৭৯ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৮৬ সন ১২৭১ সাল ৩০ কার্ত্তিক।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

যযাতির কনিষ্ঠ পুত্রপুরু পৌষ্টিনাম্নী সৌবীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, পৌষ্টি গর্ভে পুরুর (প্রবীর) নামে এক পুত্র জন্মে, প্রাপ্তকালে পুরু প্রবীরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বর্গত হন। তাঁহার শাসনকাল (৩২০০)

অপর পুরুর ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব নামে দুই পুত্র বলবান ছিল, তাঁহারা সৈন্যাধিপত্য করিয়া সমস্ত পৃথিবী পুরুর বশে আনিয়া রাজ্যস্ফীত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশ কহিতেছি ঈশ্বরের বংশ নাই। অপ্সরা গর্ব্বে রৌদ্রারশ্বের দশ পুত্র হয়। তাহারা মহা যাজ্ঞিক্ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম মহাশূর, শাস্ত্রবিৎ সর্ব্বধর্ম্ম পরায়ণ, কেবল যজ্ঞ কর্ম্মেই রত ছিলেন, রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। অতএব তাহাদিগের বংশ আর কহিলাম না। সেই দশ পুত্রের নাম যথা ঋচেয়ু, কক্ষেয়ু, কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বলেয়ু, জলেয়ু, তেজেয়ু, সনেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, ও সন্নতেয়ু, ইত্যাদি।

সৌরসেনী নাম্না ভার্য্যাতে প্রবীরের মনস্যু নামে এক পুত্র হয়। তিনি মহাবলবান ছিলেন, তাঁহাকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া প্রবীর কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হন। তাঁহার শাসন কাল (২৪০০)

পিতার উপরতিতে মনস্যু ধর্ম্মতঃ রাজ্য পালন করেন, মিশ্রকেশী নাম্নী মহিষীতে অনগভানু প্রভৃতি তাঁহার অনেক পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে বংশধর অনগ্‌ভানু, তাঁহার বংশ কহিতেছি, মনস্যু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দিয়া স্বর্গত হন, তাঁহার শাসনকাল (২৬০০)

অনগ্‌ভানু বহুকাল রাজ্য করিয়া তৎপুত্র ঋচেয়ুকে রাজ্য দিয়া বনবাসে গমন করেন। তৎপুত্র অনাধৃষ্টি, যিনি পার্ব্বতী গর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন. অনাধৃষ্টি রাজসূয় এবং

বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি "বৈশ্বকর্ম্মণী" নাম্নী পত্নীতে "মতিনার" নামে এক পুত্রোৎপাদন করতঃ স্বর্গ-গামী হন। এই তিন পুরুষের শাসন কাল। (৫৬০০)

পিতার উপরতিতে মতিনার রাজা হন, মতিনারেরপুত্র (চারুপদ) তৎপুত্র (দস্যু) তৎপুত্র (বহুগব) তৎপুত্র (সংযাতি) তৎপুত্র (অহংযাতি) তৎপুত্র (রৌদ্রাশ্ব) তৎপুত্র (ঋতেয়ু) তৎপুত্র (তংসু)। এই অষ্টপুরুষ পৌরবের রাজ্যভোগ সম কাল হয়, তাহার পরিমাণ (১১৪০০)

তংসু মহাবীর্য্যবান, পৌরব বংশের তিলক ছিলেন, তিনি স্ববাহু বলে সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিয়া আপন যশকে উদ্দীপ্ত করিয়া ছিলেন। উজ্জস্বতী নামে তৎপত্নী, তৎপুত্র (ঈলিন) ইনিও মহাবীর্য্যবান, জয়তাম্বর স্ববাহুবলে পিতারি. তুল্য সসাগরা পৃথিবীকে জয় করিয়াছিলেন। ইহাদিগের দুই জনের শাসন কাল। (২৫০০)

ঈলিন ভার্য্যা রথন্তরা, তদ্গর্ভে ঈলিনের পাঁচ পুত্র হয়। যথা দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু, ও বসু। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুষ্মন্ত রাজা হন, ইঁহার পিতা ঈলিন সুবুদ্ধিমান্ ছিলেন, এ জন্য সুমতি বলিয়া তাঁহার অপর খ্যাতিছিল। দুষ্মন্ত অতি প্রতাপী, সর্ব্বেশ্যা মেনকা গর্ভজাতা কন্যা শকুন্তলাকে কণ্ব মুনির আশ্রমে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন, তদ্গর্ভ জাত পুত্র (ভরত) পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। দুষ্মন্তের শাসনকাল। (১১০০)

ভরত মহাপরাক্রমী রাজা ধরামণ্ডলে সর্ব্বদেশেই অর্থাৎ সমস্ত দ্বীপোদ্বীপ প্রভৃতি সকল রাজ্যেই আপনার জয়-পতাকাকে উড়াইয়াছিলেন, তিনি নিঃস্বপত্ন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বসুধাতলে তাঁহার প্রতিযোগী কোন রাজাই ছিল না। সকলেই তাঁহার ছত্রতলে আসিয়াছিল, ভরতের তিন মহিষী, তাহাতে নয় পুত্র জন্মে, কিন্তু সেই সকল পুত্রকে রাজা আত্ম অননুরূপ বিবেচনা করিয়া অনাদর করিতেন, তজ্জন্য মহিষী গণেরা মহাক্রোধে আত্মজগণকে নিহত করেন, তখন পুত্র বিতথ দৃষ্টেবংশ রক্ষার্থে নিয়োগ বিধি দ্বারা ভরদ্বাজঋষি হইতে একক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করেন,তাঁহার নাম(ভূমন্যু)। সেই পুত্রাপ্তে ভরত আপনাকে পুত্রী মান্য করিয়া ভূমন্যুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। ভরতের শাসনকাল। (২৪০০)

পুষ্করণী নাম ভার্য্যাতে ভূমন্যুর পাঁচপুত্র হয়, তাহা-দিগের নাম। দিবিরথ, সুহোত্র, সুহোতা, সুহবি, ও সুযজু, ইত্যাদি। তন্মধ্যে দিবিরথ রাজা হন, অন্য পুত্রেরা যাগ যজ্ঞে রতছিলেন। দিবিরথের পুত্র বিয়গ্র, ইনি গোত্রকর্ত্তা তৎ-পুত্র বিদর্ভ তৎপুত্র ভরদ্বাজ, তৎপুত্র বিতথ। তৎপুত্র মন্যু তৎপুত্র নর। তৎপুত্র সংকৃতি। মন্যুর অপর পুত্রেরা ব্রহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এই ছয় জনের শাসনকাল॥ (৭৮০০)

সংকৃতি অতি সম্ভ্রান্ত, অতি পরাক্রান্ত সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ তেজস্বী রাজা ছিলেন, তিনি পৌরব বংশের প্রবর পুরুষ। একারণ পৌরবদিগকে সাংকৃতি প্রবর বলিয়া ভারতে

উক্ত করিয়াছেন, সাংকৃতিরপুত্র (রন্তিদেব) ইনি মহাযাজ্ঞিক ছিলেন, অতিশয় দাতা, অতিশয় পুণ্যবান, প্রতিদিন তিন লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন, আকীটাদিকে আহার না দিয়া ভোজন করিতেন না। অপর মন্যুর জ্যেষ্ঠপুত্র (বৃহৎ-ক্ষেত্র) তিনি রাজা হইয়া পিতৃ সিংহাসনে অধ্যারূঢ় হইয়াছি-লেন। তৎপুত্র হস্তী। ইনিও মহাবল, বাহুবলে সর্ব্বরাজ্য জয় করিয়া গঙ্গাতীরে স্বনামে এক পুরী নির্ম্মাণ করতঃ তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপনা করেন, অদ্যাপিও তাহার নাম হস্তিনাপুরী বলিয়া বিখ্যাত আছে। তিনি পিতৃ সিংহাসন পারত্রিককে পরিত্যাগ করেন, ইহাদিগের পিতা পুত্রের শাসন কাল। (৬০০)

বর্ণিনী নাম্নী হস্তীর ভার্য্যা, তাহাতে (হাস্তিন) নামে এক পুত্র জন্মে, সেই পুত্রকে রাজ্য দিয়া হস্তীরাজা পরলোক গামী হন। তৎপুত্র (সুহোত্র) তিনি ইক্ষ্বাকুবংশ প্রসূতা ঐক্ষ্বাকীর পাণি গ্রহণ করেন, তদ্গর্ভে তাঁহারতিন পুত্র জন্মে তাঁহাদিগের নাম, যথা অজমীঢ়, সুমীঢ়, পুরুমীঢ়। পুরুমীঢ় সর্ব্ব কনিষ্ঠ, তাঁহার বংশ বিচ্ছেদ হয়। সুমীঢ় মধ্যম ইঁহাকে পুরাণান্তরে দ্বিমীঢ় বলিয়াও খ্যাত করেন। অজমীঢ় হস্তি-নার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তদ্বংশ বিস্তার করিয়া পশ্চাৎ কহিব, অজমীঢ় বহু যজ্ঞকৃৎ ছিলেন, যথাধর্ম্মে প্রজা প্রতি-পালন করেন। অতএব হাস্তিন, সুহোত্র ও অজামীঢ় এই তিন পুরুষের রাজ্যভোগ কাল। (৪৯০০)

মধ্যম ভ্রাতা দ্বিমীঢ় তদ্বংশ যথা দ্বিমীঢ় পুত্র (যবীনর) তৎপুত্র কৃতিমান। তৎপুত্র সত্যধৃতি। তৎপুত্র দৃঢ়নেমি॥ তৎপুত্র সুপার্শ্ব। তৎপুত্র সুমতি। তৎপুত্র সন্নতিমান। তৎপুত্র কৃতী। তৎপুত্র হিরণ্যনাভ। তৎপুত্র উগ্রায়ুধ। তৎপুত্র ক্ষেম্য। তৎপুত্র সুবীর। তৎপুত্র রিপুঞ্জয়। তৎপুত্র বহুরথ। তৎপুত্র নীল। তৎপুত্র শান্তি। তৎপুত্র সুশান্তি। তৎপুত্র পুরুজিৎ। তৎপুত্র অর্ক, তৎপুত্র ভর্ম্মাশ্ব। তৎপুত্র পঞ্চ। ইহাদিগের সকলের নাম বিখ্যাত নাই, এই পঞ্চজনে সিন্ধু নদীর পূর্ব্ব শতদ্রু প্রভৃতি পঞ্চ নদ মধ্যে স্ব স্ব নামে নগর নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য করেন।

ওই পঞ্চজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম মুদ্গল। তৎপুত্র দিবোদাস, ইনি তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণ হন। তদ্বংশীয়েরা মৌদ্গল গোত্র হয়।—দিবোদাসের কন্যা অহল্যা। তাঁহাকে গৌতম বিবাহ করেন, গৌতমের পুত্র শতানন্দ। তৎপুত্র সত্য। তৎপুত্র শরদ্বান। তৎপুত্র কৃপাচার্য্য এবং কন্যার নাম কৃপী। তাঁহাকে দ্রোণাচার্য্য বিবাহ করেন, যাহারা ভারত যুদ্ধে কৌরব পক্ষীয় সৈন্য নেতা ছিলেন। ঐ দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু। তৎপুত্র চ্যবন। তৎপুত্র সুদাস। তৎপুত্র সহদেব। ইঁহার এক শত পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পৃষত। ইনি পঞ্চাপদেশ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে পঞ্চাল রাজ্যের রাজা হন, অধুনা তাঁহার নাম ফরাক্কাবাদ) তথায় গঙ্গার দক্ষিণোত্তর দুই ভাগকেই দক্ষিণ

পঞ্চাল ও উত্তর পঞ্চাল বলে। পৃষতের অন্য ভ্রাতারা পঞ্চনদেই অধিবাস করিয়াছিলেন। পৃষতের পুত্র (দ্রুপদ) তাঁহাকে ভারতে পার্ষতরাজ বলেন। তৎকন্যা দ্রৌপদী, ভারতে তাঁহাকে পার্ষতী বলিয়া কহিয়াছেন। ঐ দ্রৌপদী লক্ষভেদন পণে জিত পাণ্ডবদিগের মহিষী হন। এ কথাও পরে প্রকাশ পাইবে। দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্ট। তৎপুত্র কেতু ইত্যাদি রাজারা খণ্ডভূম্যধিপতি, অজমীঢ় অবধি পরীক্ষিতের সমকাল পর্য্যন্ত রাজ্য করেন।

হস্তিনাধিপতি রাজা সর্ব্ব সম্রাট অজমীঢ়, ধূমিনী, নীলী, ও কেশিনী এই তিন স্ত্রীতে ছয় পুত্র উৎপাদন করেন। তাহার মধ্যে প্রধান ঋক্ষ ও জহ্নু। জহ্নুর পুত্রেরা কুশিকরাজ বংশ মধ্যে ধৃত, ঋক্ষই পৌরব বংশ নামে খ্যাত থাকিলেন। ফলে এ সকল বংশেরই প্রজাপতি রাজা দুষ্মন্ত হন। অজমীঢ় পুত্র ঋক্ষ হস্তিনায় রাজা হন। ঋক্ষের পুত্র বৃহদিষু। তৎ-পুত্র বৃহদ্ধনু। তৎপুত্র বৃহৎকায়। তৎপুত্র জয়দ্রথ। তৎপুত্র পৃষদ। তৎপুত্র সেনজিৎ। এই সপ্ত পুরুষের ভোগকাল। (৯১০০)

সেনজিৎ রাজার চারি পুত্র তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রুচিরাশ্ব। অন্য তিনের নাম বিখ্যাত নহে। রুচিরাশ্বের পুত্র, পার। তৎপুত্র নীপ। তৎপুত্র শুক। এই চারি জনের ভোগ কাল। (৬২০০)

এই শুক মহাযোগী যোগশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎপুত্র, উদর্কসেন। ইনি স্বীয় কার্য্যগুণে নাম প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ জল যানারোহণে সমুদ্র জলে ভাসমান হইয়া সর্ব্বদা দ্বীপেং যুদ্ধকরিতেন, এই কারণ তাঁহাকে উদকসেন কহিত, তাঁহার পুত্র শূর। তৎপুত্র ভল্লাট। ইনিও মহাযোদ্ধা বৃহৎ বৃহৎ দেশ সকলকে জয় করিয়াছিলেন। তস্যপুত্র অন্য। এই তিন পুরুষের রাজ্য শাসন কাল॥ (৪৯০০)

ভল্লাটের পুত্র অন্য। অন্যের পুত্র, রূপী ও ঋক্ষ। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ঋক্ষ মহাধার্ম্মিক, অনেক যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, এবং ঔরষ পুত্রের ন্যায় ধর্ম্মতঃ প্রজা পালন করিয়াছিলেন, ঐ ঋক্ষ পৌরব বংশের বৃদ্ধি কারণ জন্মিয়াছিলেন ইহা সকলেই কহিতেন। হৈমবতীনাম্নী স্বভার্য্যাতে "সম্বরণ,, নামে এক পুত্রোৎপাদন করতঃ স্বর্গলোকে গমন করেন। ভল্লাট ও ঋক্ষ এই দুই রাজার শাসন কাল। (৩৫০০)

পিতার উপরমে সম্বরণ পিতৃ সিংহাসনারূঢ় হইয়া ৪০০ বৎসর অবিরোধে রাজ্য করেন। তদনন্তর তদ্রাজ্যে দ্বাদশ বার্ষিক অনাবৃষ্টি হওয়াতে কোন শস্যের উৎপত্তি হইল না, বিনাশস্যে আহারাভাবে অনেক প্রজার পরিক্ষয় হইয়া গেল, সকলেই হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল, ক্রমে ব্যয় করাতে রাজার ভাণ্ডারস্থ সকল শস্যও পরিক্ষয় হইল। পরিণামে সম্বরণের সৈন্য সকল হস্তিনায় অবস্থিতি করিতে পারিল না, রাজাও বিবিধ বিধানে দেশ দেশান্তর হইতে আহারোপ-

যোগি বহু শস্যের আনয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি কুলা-ইতে পারিলেন না। এই দুর্ভিক্ষ সময় দশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সমভিব্যাভারে পাঞ্চালরাজা সমাগত হইয়া যুদ্ধে ভারত বংশের কদন করিতে লাগিলেন, মহারাজা সম্বরণ অনি-বারিত শত্রু সৈন্যের নিস্তারণে অক্ষম হইয়া অভিমানে হস্তিনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদার সামাত্য সপুত্র সুহৃৎজন সমভিব্যা হারে পলাইয়া গিয়া পশ্চিম সিন্ধু নদীর পরপারে পর্ব্বত শ্রেণী মধ্যে অপগণ দেশে বাস করিয়া থাকিলেন। সিন্ধুর পশ্চিম তীর অবধি নদীকুঞ্জ পর্য্যন্ত কেকয় গান্ধারও গান্ধা-রের সন্নিহিত পর্ব্বতের নিকটাবধি সকল রাজ্যাধিকার করিয়া পার্ব্বতীয় দুর্গাশ্রয় করিয়া থাকিলেন। তথায় এক সহস্র বৎসর গত হয়, এখানে হস্তিনায় পাঞ্চালরাজ রাজা হইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। (তেষাং নিবসতাংতত্র সহস্র পরিবৎসরান) ভারতদিগের এক সহস্র বর্ষ তথায় বাস হইলে পর, সম্বরণকে স্বরাজ্যে আনয়নার্থে ভগবান বশিষ্ঠ ঋষি সম্বরণালয়ে উপস্থিত হইলেন। এতৎবার্ত্তা শ্রবণে রাজা সম্বরণ তদানয়নে যত্নবান হইয়া অগ্রসর হইলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক স্বভবনে আনয়ন করতঃ পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা পুজা করিয়া অপূর্ব্ব রত্নাসনে বসাইলেন। এবং আপনার দুরবস্থার কথা সকল ক্রমে ঋষিকে নিবেদন করিলেন। তৎ-প্রার্থনায় বশিষ্ঠ তাঁহার রাজ্যাপ্ত বিষয়ে পৌরহিত্য করিয়া যজ্ঞ দ্বারা শত্রুবলের হীনতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মহারাজা বশিষ্ঠের সাহার্য্যে শত্রু সংগ্রামে প্রস্তুত হইয়া অরাতিগণকে পরাজয় করিয়া স্বরাজধানী হস্তিনাকে পুনর্গ্রহণ করেন, এই মহতি আখ্যায়িকাকে বহু অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া পুরাণে বর্ণন করিয়াছেন, এ প্রস্তাবে তাহার সম্যক্ বর্ণনা সাধ্যাতীত।

বশিষ্ঠ শুভক্ষণে সম্বরণ রাজাকে হস্তিনায় পুনরভিষিক্ত করিলেন। স্বরাজ্য প্রাপ্তে রাজা সম্বরণ পৃথিবীর শৃঙ্গভূত রূপে ধরামণ্ডলের পরিপালন করিতে লাগিলেন॥ ঐ সম্বরণ সূর্য্যকন্যা তপতীতে কুরু নামে এক পুত্র লাভ করেন, কুরু অতি ধর্ম্মিষ্ঠ, প্রতাপী ও সর্ব্বজীবানুকম্পী ছিলেন। তাহার গুণে সকল প্রজাই তাহাতে অনুরক্ত ছিল, প্রজাদিগের সম্মত হওয়াতে রাজা কুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া আপনি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ হিমালয়ে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেও অনেক তপস্যা করেন এ কারণ শাস্ত্রে তাহার পরমায়ুর দীর্ঘতা বর্ণন করেন। অর্থাৎ সম্বরণের শাসন কাল। (১৯০০)

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্তভত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। ভো স্বামিন্! ঈশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা, মহাব্যাপক, তাঁহার ব্যাপকতা ও নির্হ্রূর্ণ্ব গুণে তিনি আমাদিগের অবশ্যই সুখাদি প্রদান করিবেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার পূজা স্তবাদি করিবার যত্নে কি প্রয়োজন?

পরম হংসের উত্তর। বৎস! গুহাদিস্থ বায়ু ব্যাপকত্ব রূপে সর্ব্বত্রসমান সংস্থিত হইয়া এবং সর্ব্বত্রে লীন থাকিয়াও তিনি নিদাঘতপ্ত শরীরের শীতলতা সাধন করেন না, যেহেতু স্বীয়গুণে বায়ু সন্তাপ হরণে যদিও সক্ষম বটেন, তথাপি ব্যজন দোলনাদি ব্যাপারে সর্ব্বতোভাবে লোকের যত্নের আবশ্যকতা আছে, অগ্নিও কাষ্ঠ পাষাণাদি ভেদে সর্ব্বত্র ব্যাপক কিন্তু কার্য্য কারণে অগ্নিতে ইন্ধনাদি যোগেধ্মাপন না করিলে প্রজ্বলিতরূপে ব্যক্তি সম্বন্ধে কার্য্যকারক হয়েন না, অগ্নির সর্ব্বত্র ব্যাপকতা প্রকারের প্রতি কেবল নির্ভর করিয়া থাকিলে যেমন কোন উপকাও দর্শে না, সেইরূপ চেতনাত্মা পরব্রহ্ম ব্যাপকতা প্রকারেত নিশ্চেষ্ট জীবের ইষ্টসিদ্ধি কখনই করেন না। তিনি অভিলাষ পূরণে জীবের বাক্যের ও মনের ভক্তিসহকারে বাহুকায়কৃত পরিশ্রম দ্বারা পূজারূপ যত্নের বিস্তর অপেক্ষা করেন। তাহার লৌকিক প্রমাণ এই যে পুত্রা-

দির প্রতিমাতা পিতার যদিও বৈষম্যাচার হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি অবাধ্য পুত্র হইতে ভক্তিমান পুত্রের প্রতি বিস্তর প্রসন্নতা দর্শন করাইয়া থাকেন।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! এমতে পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক, একএব সর্ব্বকাম পূরসত্বেও তাঁহার রামকৃষ্ণাদি নানারূপ ধারণ করিবার আবশ্যক কি?

পরমহংসের উত্তর। অরে জ্ঞানাভিমানিন্! সর্ব্বরূপতাপ্রযুক্ত যে পরমাত্মা স্বয়ং মৃৎজল বায়ুাদি কার্য্যরূপে পরিণত থাকিয়াও এক মৃৎপিণ্ডরূপে করণকারণ ভেদে ঘট ও শরাবাদি নানা আকার ধারণ করেন, এবং স্বচ্ছজল রূপে থাকিয়াও বায়ু সংসর্গ জন্য বৃহৎক্ষুদ্র তরঙ্গ রঙ্গকে বিস্তার করেন, এবং স্বয়ং এক রসাত্মক হইয়াও তিক্তাম্ল মধুর কষায়কাদি নানারসে বিস্তৃত হন, অপর এক তেজোময় বস্তু আধারভেদে নানারূপেও নানাগুণে অন্বিত হয়, সেইরূপ চিন্ময় সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মাও ভক্তের রুচি বৈচিত্রপ্রযুক্ত শ্রদ্ধা ও ধ্যানভেদে দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণরূপ ও চতুর্ভুজা-কালীরূপ এবং শৃঙ্গডমরুপাণি পঞ্চানন, গজাননাদি উপাস্যাকার ধারণপূর্ব্বক সাধকের অভীষ্টসিদ্ধি কি করিতে পারেন না? তাহা না পারিলেও তাঁহাকে শ্রুতিসম্মত সর্ব্বরূপ সর্ব্বকামপূর কিরূপে বলিতে পারি?।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। ভো আচার্য্যস্বামিন্! অতীন্দ্রিয় অদৃশ্য রূপ ঈশ্বর হইতেই বা কি প্রকারে কার্য্যকরণ সম্ভব হয়? আত্মা রূপ হইতেই বা কিরূপে লৌকিক কার্য্য সম্ভব হয়! অদৃশ্যরূপে

করণাভাব হেতুক কার্য্যসাধনের ক্ষমতা নাই। আত্মারূপে দেহাদি সম্বন্ধ অবলম্বনাভাবে মহৎকার্য্য সাধনায় অশক্ত?

পরমহংসের উত্তর। বৎস! সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার অদৃশ্যতা সত্বেও তিনি সকল পদার্থ ও সর্ব্ব দেহস্বরূপে সর্ব্বকার্য্যে সক্ষম, ইহা পঞ্চদশীকার পঞ্চকোষ বিবেকে কহিয়াছেন। তথা

সত্যংজ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্ম তদ্বস্তুতস্যতৎ।
ঈশ্বরত্বঞ্চ জীবত্বমুপাধিদ্বয় কল্পিতং॥ ৩৮॥
শক্তিরস্ত্যৈশ্বরীকাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।
আনন্দময়মারভ্য গূঢ়া সর্ব্বেষুবস্তুষু॥ ৩৯॥

আত্মারূপে পরমেশ্বরর সর্ব্বকার্য্য সাধন যোগ্যতা আছে। অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান, অনন্ত স্বরূপ যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই পরম বস্তুরূপে প্রতিপন্ন, জীবেশ্বররূপে তাঁহারই উপাধিদ্বয় কল্পিত হয়, অর্থাৎ কার্য্যকারণ রূপে তিনিই জগৎব্যাপ্ত, সমস্ত বস্তুর নিয়ামিকা একা ঐশ্বরী শক্তি আনন্দময় কোষাবধি অন্নময় কোষ পর্য্যন্ত গূঢ়রূপে সকল বস্তুতে আছেন, সেই শক্তি হইতেই সকল সম্পন্ন হয়। যথা সুমতি ও কুমতি, তদ্দ্বারা লোকের শুভাশুভ ঘটনা হইয়া থাকে, আর ভিন্নং পদার্থস্থ ও দেহস্থ সেই পরমাত্মার তাদৃশ শক্তির প্রকাশ বশতঃ কোন দেহীর প্রতি ইষ্টসিদ্ধিরূপে যে তাদৃশ ঘটনা ঘটান্ সেই আত্মার কার্য্য। জীবমাত্র কেবল নিমিত্ত ভাগী হয়। অর্থাৎ জীবের সাধনার অপেক্ষা মাত্র, ইহা প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে, যে এক ব্যক্তিকে রাজা বলিয়া অনেকে

মান্য করে, নতুবা অনেক জীবের ও অনেক বস্তুর ও দিক্কালাদির আনুকূল্য তাহার প্রতি কেন হয়। এইরূপ তত্ত্বোপাসনাতে পরকালেও ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে, অতএব বিনা উপাসনাতে কিছু মাত্র সফল হইতে পারে না।

গৃহস্থধর্ম্ম কথন।

বৈদিক জাতিদিগের দশবিধ সংস্কার মধ্যে উপনয়ন ও বিবাহ সংস্কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়, তাহাতে কোন দেশে কেবল আগমোক্ত বিধানদ্বারা সম্পন্ন হয়, কোথাও কোথাও বেদতন্ত্র মিশ্রবিধানে করিয়া থাকে, কোথাও বা কেবল বেদবিধি বিধানে হয়, সুতরাং তাহার বিশেষ করিয়া না লিখিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে না, পূর্ব্ব যে সংস্কার লেখিত হইয়াছে তাহাতে মিশ্রবিধি বিধান আছে, এ কারণ আর পৌনরুক্তি করিতে ইচ্ছা হইল না, কিন্তু চূড়া উপনয়ন ও বিবাহ সংস্কার পৃথক্ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

বৈদিক চূড়োপনয়ন সংস্কার।

কুলাচারানুসারে এক বর্ষ বা তৃতীয় বর্ষে বালকের চূড়াকরণ করিবে। পিতা প্রাতঃ স্নান করতঃ শুচি হইয়া কুমারের গন্ধাধিবাসন পূর্ব্বক গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা

পূজা বসুধারাসম্পাতন আয়ুষ্য জপ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া সত্য নাম অগ্নি স্থাপন করিবেন। বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা কর্ম্ম সমাপ্ত্যনন্তর এক বিংশতি দর্ভপিঞ্জলীকে সপ্ত সপ্তভাগ করিয়া কুশান্তরে বেষ্টন করতঃ এক এক ভাগ রাখিবেন। এবং উষ্ণ জল সহিত কাংস্যপাত্র, তাম্র নির্ম্মিতক্ষুর অথবা দর্পণ ও লৌহক্ষুর আর ক্ষুরপাণি নাপিতকে নিকটে সংস্থাপন করিবেন।

অগ্নির উত্তরদিকে বৃষ গোময় পাত্রত্রয়, তিলতণ্ডুল মাষকলাই সিদ্ধ তণ্ডুল রাখিবেন। অগ্নির পূর্ব্বদিকে ব্রীহি, যবমিশ্রিত পরিপূর্ণ পাত্রত্রয়, এবং তিল মাষ মিশ্রিত পূরিত পাত্র সংস্থাপন করিবেন। অনন্তর মাতাশুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা সন্তানকে আচ্ছাদন করতঃ ক্রোড়ে লইয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে ভর্ত্তার বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশোপরি পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিবেন। অনন্তর পিতা প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ বিনামন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া, ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। তন্মন্ত্র পদ্ধতিতে উক্ত আছে।

অনন্তর পিতা উত্থিত হইয়া পূর্ব্বমুখ কুমারের মাতার পশ্চাৎ অবস্থিত ক্ষুরপাণি নাপিতকে দেখিয়া সূর্য্যরূপ ধ্যান করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা পদ্ধতি।

পরে উষ্ণজল সহিত কাংশ্যপাত্র দেখিয়া বায়ুকে মনে ধ্যান করতঃ মন্ত্রজপ করিবেন। যথা পদ্ধতৌ।

অনন্তর কাংশ্যপাত্র স্থিত উষ্ণজল দক্ষিণ হস্তে লইয়া কুমারের দক্ষিণদিকস্থ মস্তকের এক ভাগ কেশশিখাকে ক্লেদিত করিবেন। তন্মন্ত্রও পদ্ধতি প্রমাণে পাড়িবেন।

শিখা অবধি কর্ণান্ত অধোভাগ পর্য্যন্ত কেশ ক্লেদিত করিয়া তাম্র ক্ষুর অথবা দর্পণ দর্শন করিয়া স্বশাখোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা পদ্ধতৌ।

অনন্তর কুশবেষ্টিত সপ্তকুশ পিঞ্জলী লইয়া ক্লেদিত দক্ষিণ শিখাস্থানে মন্ত্রপাঠ পুর্ব্বক উর্দ্ধ মূল করত বামহস্তে কেশ সহিত ধৃত করিবেন। তন্মন্ত্র যথা পদ্ধতি।

অনন্তর বাম হস্তে ধৃত দর্ভপিঞ্জলী সহিত শিখায় দক্ষিণ হস্ত গৃহীত দর্পণ মন্ত্রপাঠপুর্ব্বক পূর্ব্ব মুখে স্পর্শ করাইবেন কিন্তু কেশচ্ছেদ না হয়। মন্ত্র যথাপদ্ধতি।

বিনা মন্ত্রে তিনবার স্পর্শ করাইয়া, অনন্তর লৌহ ক্ষুর দ্বারা দক্ষিণ স্থিত কেশ ছেদন করিয়া কুশ সহিত সেই কেশ কুমারের জননী দ্বারা বা স্বয়ং সেই পূর্ব্বস্থাপিত পাত্রে বৃষগোময়ে নিঃক্ষেপ করিবেন। এইরূপ ক্রমে অপর দুই শিখা মন্ত্র পাঠপুর্ব্বক ক্লেদন, দর্পণ স্পর্শন, ছেদন করতঃ গোময় পাত্রে নিঃক্ষেপ করিবেন।

অনন্তর পিতা কুমারের মস্তক হস্ত দ্বারা ধারণপুর্ব্বক স্বশাখোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথাপদ্ধতি।

পরে পুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত নাপিত কুমারের মস্তক মুণ্ডন করিয়া আচারতঃ কর্ণবেধন করিবেক। ঐ কেশ সহিত

পূর্ব্ব সংস্থাপিত পাত্রত্রয়স্থ শিখাত্রয় লইয়া বংশবিটপে নিঃক্ষেপ করিবেন অথবা মৃত্তিকাতলে পোথিত করিবেন।

অনন্তর পিতা প্রয়োগোক্ত পূর্ব্ববৎ ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যহৃতি হোম করিয়া অমন্ত্রক প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিৎ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করতঃ প্রকৃত কর্ম্ম সমাপনান্তে উদীচ্যকর্ম্ম শাট্যায়ন হোমাঙ্গ পূর্ণাহুতি দিবেন, এবং পূর্ণপাত্র নিবেদনানন্তর বামদেব্যগানান্ত শান্তি দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করিয়া তিলক গ্রহণ ও দক্ষিণান্ত করিবেন, এবং কর্ম্ম কারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া ক্ষুর, ধান্য যব তিল মাষ পূরিত পাত্রত্রয় নাপিতকে দিবেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সম্যক্ চূড়া কর্ম্মেরপরিসমাপন করিবেন। ইতি চূড়ান্তকরণ বিধি।

অথ বেদোক্ত উপনয়ন সংস্কার।

গর্ব্ভাষ্টমে বা অষ্ট বৎসরে ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কারের বিধি হয়, ইহাই মূখ্যকাল, তৎপরে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণকাল তাহাতেও উপনয়ন হয়। তদনন্তর সাবিত্রী পতিত আর উপনেতব্য হয় না ইতি বাক্যশেষঃ।

পিতা বা পিতৃব্যাদি অথবা অন্য কোন ব্রাহ্মণ আচার্য্য কর্ম্ম করিতে পারেন। প্রথমতঃ প্রাতঃকালে কৃত স্নান

আচার্য্য কুলাচারবশাৎ বালকের শুভ গন্ধাদি বাসন পূর্ব্বক গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসুধারা সম্পাতন আয়ুষ্যজপ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করতঃ সমুদ্ভব নাম অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত স্বশাখোক্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া মানবককে অর্থাৎ বালককে প্রাতঃকালে ভোজন করাইয়া অগ্নির উত্তরদিকে আনয়ন করিবেন। অনন্তর নাপিতদ্বারা শিখা রহিত মস্তক মুণ্ডন ও স্নান করাইয়া বস্ত্রালঙ্কারাদির দ্বারা অলঙ্কৃত করিবেন।

এতদনন্তর আচার্য্য মানবককে আপনার দক্ষিণে আনিয়া পূর্ব্বাভিমুখে দাঁড়াইতে কহিবেন। পরে প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভ করিবেন। তত্রাদৌ প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত এক কুশ পত্র অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া পদ্ধতি উক্ত মন্ত্র দ্বারা ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। ব্যাহৃতিত্রয়পদে (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ) ইতি বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রঃ।

অনন্তর আচার্য্য উনয়ন কর্ম্মারম্ভে বেদোক্ত পঞ্চমন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, এই পঞ্চ দেবতার উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবেন। মন্ত্র পদ্ধতিতে উক্ত আছে।

অনন্তর আচার্য্য উত্তরাগ্র কুশোপরি পূর্ব্বমুখে দণ্ডায়মান হইবেন, অগ্নি ও আচার্য্যের মধ্যে মানবক অর্থাৎ বালক উত্তরাগ্র কুশোপরি কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণি আচার্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন। মানবকের দক্ষিণদিকে স্থিত পুস্তক পাণি মন্ত্রবান ব্রাহ্মণ মানবকের অঞ্জলিতে জলপূরণ করিয়া

দিবেন, পরে আচার্য্যেরও অঞ্জলি জল পুরিত করিবেন। উদক গৃহীতাঞ্জলি আচার্য্য মানবককে দর্শন করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা পদ্ধতি।

অনন্তর আচার্য্য স্বয়ং মানবককে পদ্ধতি উক্ত মন্ত্র পাঠ করাইবেন। যথা পদ্ধতিতে মন্ত্রদৃষ্টি করিবেন।

তৎপরে আচার্য্য মানবককে মানবক সম্বোধনে তন্নাম জিজ্ঞাসা করিবেন, তন্মন্ত্রং যথাপদ্ধতি॥

ভো মানবক! তোমার নাম কি? তুমি কোন নামে পরিচিত আছ। তৎপ্রশ্নানন্তর মানবক দেবতা, নক্ষত্র, গোত্রাশ্রয় এবং পূর্ব্বাচার্য্য কল্পিত স্বীয় নাম আচার্য্যকে কহিবেন। তন্মন্ত্রং যথাপদ্ধতি। প্রণব পূর্ব্বক ভো আচার্য্য! আমার নাম অমুক দেবশর্ম্মা। অনন্তর আচার্য্য ও মানবক পুর্ব্ব গৃহীত উদকাঞ্জলি উভয়েই পরিত্যাগ করিবেন।

অনন্তর আচার্য্য দক্ষিণ হস্তদ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ পুর্ব্বক মানবকের অঙ্গুষ্ঠ সহিত দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিবেন। তন্মন্ত্রং যথাপদ্ধতি।

মন্ত্র পাঠানন্তর আচার্য্য মানককে (অমুক দেবশর্ম্মন্) ইতি সম্বোধন পূর্ব্বক নাম প্রয়োগ করিবেন। অনন্তর আচার্য্য গৃহীত হস্ত মানবক মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা পদ্ধতৌ।

তৎপশ্চাৎ আচার্য্য প্রদক্ষিণ দ্বারা মানবককে ভ্রমণ করাইয়া পুর্ব্ব মুখে দণ্ডায়মান করাইবেন। তন্মন্ত্রং যথা পদ্ধতৌ।

আচার্য্য মন্ত্র পাঠানন্তর অমুক দেবশর্ম্মন্! ইতি সম্বো-

ধম পূর্ব্বক মানবকের নাম প্রয়োগ করিয়া কহিবেন সূর্য্যের আবৃত্ত ন্যায় আবর্ত্তন করহ।

অনন্তর আচার্য্য মানবকের দক্ষিণ স্কন্ধস্পর্শ করিয়া নিম্নে অব্যবহিত নাভিদেশ পর্য্যন্ত হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবেন তন্মন্ত্রং যথা পদ্ধতৌ।

আচার্য্য মন্ত্রোচ্চারণানন্তর মানবকের সর্ব্বনাম স্থানে (অমুক দেবশর্ম্মাণং) এই দ্বিতীয়ান্ত নামে প্রয়োগ করিবেন। অনন্তর মানবকের নাভির উপরি ভাগ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আচার্য্য স্পর্শ করিবেন। তন্মন্ত্রং।

যথা পদ্ধতৌ।

এতৎ মন্ত্র পাঠানন্তর মানবকের সর্ব্বনাম স্থানে (অমুক দেবশর্ম্মাণং) ইতি দ্বিতীয়ান্ত মানবকের নাম প্রয়োগ করি-বেন। পরে মানবকের হৃদয় দেশে হস্ত দিয়া স্পর্শ করিয়া আচার্য্য মন্ত্রপাঠ করিবেন। তন্মন্ত্রং।

যথা পদ্ধতৌ।

পাঠানন্তর আচার্য্য মানবকের সর্ব্বনাম স্থানে (অমুক দেব শর্ম্মাণং) ইতি দ্বিতীয়ান্ত মানবকের নাম প্রয়োগ করিবেন। অনন্তর দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচার্য্য মানবকের দক্ষিণ স্কন্দস্পর্শ করিয়া পুনর্মন্ত্র পাঠ করিবেন। মন্ত্রং।

যথা পদ্ধতৌ।

মন্ত্রার্থে মানবককে আচার্য্য এই কহিবেন। বৎস! আমি তোমাকে প্রজাপতির উদ্দেশে প্রদান করিলাম।

অনন্তর মানবকের সর্ব্বনাম স্থানে (অমুক দেবশর্ম্মন্) এই সম্বোধনান্ত মানবকের নাম প্রয়োগ করিবেন। পুনর্ব্বার আচার্য্য বামহস্ত দ্বারা মানবকের বামস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন। তন্মন্ত্রং।

যথা পদ্ধতৌ।

রে বৎস! সূর্য্যোদ্দেশে আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। পুনর্ব্বার (অমুক দেবশর্ম্মন্) সম্বোধনান্ত মানবকের নাম প্রয়োগ করিয়া, আচার্য্য মানবককে ব্রহ্মচারী সম্বোধন করতঃ মন্ত্র পাঠন করিবেন। তন্মন্ত্রং।

যথা পদ্ধতৌ।

পুনর্মানবকের সর্ব্বনাম স্থানে (অমুক দেব শর্ম্মন্) ইতি সম্বোধনান্ত মানবকের নাম প্রয়োগ করিয়া আচার্য্য মানবককে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সমিধ আনয়নে প্রেরণ করিবেন। তন্মন্ত্রং।

যথা পদ্ধতৌ।

রে বৎস! তুমি সমিধ আনয়ন কর, আপোশান কর্ম্ম কর, দিবাতে শয়ন করিহ না। এতৎ আচার্য্যাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মচারী সর্ব্বাজ্ঞা প্রতি (বাঢ়ং) বলিয়া স্বীকৃত হইবেন।

অনন্তর আচার্য্য অগ্নির উত্তর দিকে গিয়া উত্তরাগ্র কুশোপরি পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবেন। মানবকও উত্তরাগ্র কুশোপরি দক্ষিণ জানুতে ভূমি স্পর্শ করিয়া আচার্য্য

সংমুখে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া উপবিষ্ট হইবেন। অনন্তর আচার্য্য ত্রিপ্রদক্ষিণা ত্রিবৃৎ গ্রন্থিযুক্তা মঞ্জুমেখলা পরিধান করাইয়া, মানবককে মন্ত্রদ্বয় পাঠ করাইবেন। যথা।

পদ্ধতৌ।

মঞ্জুমেখলা ধারণানন্তর কার্পাস সূত্রজনিত এক ত্রিদণ্ডী যজ্ঞোপবীতি কৃষ্ণসার চর্ম্মান্বিতা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আচার্য্য মানবককে পরিধান করাইবেন। তন্মন্ত্রং।

যথা পদ্ধতৌ।

অনন্তর মানবক আচার্য্য সমীপে উপসন্ন হইয়া কহিবেন। ভো আচার্য্য। আপনি আমাকে সাবিত্রী মন্ত্র বলেন, অর্থাৎ গায়ত্রী প্রদান করুন। মানবক প্রার্থনা করিলে, আচার্য্য সেই উপসন্ন মানবককে প্রথম পাদ পাদ, পরে অর্দ্ধ অর্দ্ধ, তদনন্তর সম্যক্ ত্রিপদা সাবিত্রী অধ্যয়ন করাইবেন। তন্মন্ত্র।

যথা পদ্ধতৌ।

এই মন্ত্র পাঠানন্তর প্রথম পাদ, পরে দ্বিতীয় পাদ, তদনন্তর তৃতীয় পাদ প্রদান করিবেন। তৎপরে পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগ, তাহার পর উত্তরার্দ্ধ ভাগ অধ্যয়ন করাইয়া পরিশেষে সংপূর্ণা সাবিত্রী প্রদান করিবেন। সংপূর্ণাধ্যয়নানন্তর আচার্য্য মানবককে পৃথক্ পৃথক্ করতঃ প্রণব পূর্ব্বিকা মহাব্যাহৃতি অধ্যয়ন করাইবেন। তন্মন্ত্রং।

যথা পদ্ধতৌ।

অনন্তর প্রণব পূর্ব্বিকা মহাব্যাহৃতির সহিত সাবিত্রী পাঠ করাইয়া মানবকের শরীর পরিমিত বিল্ল বা পলাশ কিম্বা বেণুদণ্ড মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রদান করিবেন। তন্মন্ত্রং।

যথা পদ্ধতৌ।

অনন্তর ব্রহ্মচারী গৃহীত দণ্ড হইয়া আচার্য্যার্থে জন সন্নিধানে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিবেন ইতি।

অথপুষ্পমাহাত্ম্য।

ব্রহ্মণে বর্জ্জয়েৎ কাশং কৌসুম্ভং শমিপুষ্পকং।
ধাত্রীপুষ্পং কুরুন্টঞ্চ জলপুষ্পং তথৈবচ।
কেবলং জলজং পুষ্পং পদ্ম মাত্রং প্রশস্যতে॥

ব্রহ্মার পুজায় কাশপুষ্প, কুসুম্ভপুষ্প, আর শমিপুষ্প ধাত্রীপুষ্প অর্থাৎ ধাইফুল, কুরুন্টক অর্থাৎ কুরুচীপুষ্প এবং জলজপুষ্পমাত্র বর্জ্জন করিবে। জলজপুষ্প মধ্যে কেবল পদ্ম মাত্র ব্রহ্মার পূজায় প্রশস্ত হয়।

দুর্গায়ৈ সোণপুষ্পঞ্চ নদদ্যাচ্চ কদাচন।
অর্ঘ্যং বিনা নপ্রদদ্যাৎ দুর্ব্বাং স্তস্যাস্ত পুজনে॥

দুর্গাদেবীকে সোণপুষ্পও দূর্ব্বা কদাচ দিবে না, কেবল অর্ঘ্যে দূর্ব্বাদিবে, অর্ঘ্য ভিন্ন তৎপুজনে দূর্ব্বা পরিবর্জ্জনীয়া হয়।

ত্রিপুরায়ৈ কাঞ্চনঞ্চ কনকং বাসকং তথা।
কিংশুকং কৃষ্ণকান্তাঞ্চ নদদ্যাচ্চ কদাচন॥

ত্রিপুরাদেবীকে কাঞ্চন, কনকপুষ্প অর্থাৎ চম্পকবিশেষ ও বাসক, কিংশুক, এবং তুলসীপত্র কদাচ দিবে না, এই সকল পুষ্প দান অপ্রশস্ত শাস্ত্রে কহিয়াছেন। পুষ্প দান ফল ও প্রশস্তা প্রশস্ত পুষ্প এবং পুষ্পের যে মাহাত্ম্য, তাহা সংক্ষেপতঃ বর্ণন করা হইল, এতৎ পুস্তক দৃষ্টে পূজক মহাশয়রা দেবতাদিগকে পুষ্প দিবেন, নতুবা দেব দেবীর তুষ্ট্যর্থে পূজা করিলেও অরিষ্ট ফল লাভ হইবে, অর্থাৎ তাহাতে দেবতারা রুষ্ট হইয়া পূজকের অকল্যাণ করিবেন।

ইতি সমাপ্ত। সম্বৎ ১৯২১। শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার মণ্ডল ইষ্ট্রিট ১২ নং ভবন হইতে বিতরণ হয়।

কলিকাতা চিতপুর রোড বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত

একোবিষ্ণুর্ন দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

---

৮০ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৬ সন ১২৭১ সাল ৩০ অগ্রহায়ণ ।

পুরাবৃত্তানু সন্ধান ।

রাজা সম্বরণবন গমন করিলে পর পৌরবাব্দ ও নাহুশাব্দ এই দুইশকের নিবৃত্তি হয় । সম্বরণ পুত্র কুরু যে দিবস সিংহাসনাধিরূঢ় হন, সেই দিবস অবধি কুরুশকের আরম্ভ, তাহাকে কৌরবাব্দ বলিয়া পুরাবৃত্তানুসন্ধায়িগণেরা ধৃত

করিয়া থাকেন। তৎকালে দ্বাপরযুগের। (৭৬৭০০০) বর্ষাতীত হইয়াছিল।

মহা ধার্ম্মিক রাজা কুরু, তন্নামেই হস্তিনাধিপতি রাজাগণকে কৌরব বলিয়া খ্যাত করা যায়। ঐ কুরুরাজা স্বনামে এক নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম কুরুজাঙ্গল, সেই কুরুজাঙ্গলকে হস্তিনাধিপতির রাজ্য বলিয়া সকলে কহেন, কুরুজাঙ্গল অতি পবিত্র, যাহাতে মহা মোক্ষদ কুরুক্ষেত্রনামে মহাতীর্থের অবস্থান, আকীট মানবপর্য্যন্ত ঐ কুরুক্ষেত্র মরণে মোক্ষলাভ করে, ইহা নিশ্চয় করিয়া ক্ষত্রিয়গণ সকলেই তথায় যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।—এবং তৎকালে যুদ্ধার্থী হইলেই কুরুক্ষেত্রে গিয়া সকলে যুদ্ধ করিতেন। মহারাজা কুরু তথায় এক দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া অনেকাশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।

বাহিনী নামে কুরু রাজমহিষী, কেহ কেহ ইঁহাকে মনঃস্বিনীও কহেন, তিনি অতিপ্রধান পঞ্চপুত্র প্রসব করেন। তাঁহাদিগের নাম। অবিক্ষিত, অভিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি এবং জনমেজয়। জ্যেষ্ঠ অবিক্ষিত রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পিতৃদত্ত রাজ্যভোগ করেন। কুরু আর অবিক্ষিত এই দুই পুরুষের রাজ্যভোগ কাল। (৩৬০০)।

অবিক্ষিতের পত্নী অধিমালা, তদ্গর্ভে অষ্টপুত্র হয়। তাহাদিগের নাম। পরীক্ষিৎ শবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবাঃ, ভঙ্ককার, জিতারি, ইহাদিগের অন্বয়ে

অনেক ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি হয়। অবিক্ষিতের উপ-রমে তৎ জ্যেষ্ঠ পুত্র পরীক্ষিৎ রাজা হন। অধিদেবী নাম্নী পত্নীতে পরীক্ষিতের চারি পুত্র জন্মে। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র জনমেজয়, তাহাকে রাজ্য দিয়া মহারাজা পরীক্ষিৎ স্বর্গত হন। তাঁহার শাসনকাল (১৪০০)।

জনমেজয়ের ভ্রাতার মধ্যে মধ্যমের ও কনিষ্ঠের বংশ নাই, তৃতীয় ভ্রাতা সুধনু, তৎপুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র চ্যবন, তৎপুত্র দৃতী, তৎপুত্র উপরিচর, তৎপুত্র বসু। এইপঞ্চপুত্র। তন্মধ্যে চারি পুত্র চেদিদেশে অর্থাৎ পুর্ব্বোত্তর ভাগে রাজ্য বিস্তার করেন। উপরিচরের জ্যেষ্ঠপুত্র বৃহদ্দ্রব্য। তৎ-পুত্র সুরথ। তৎপুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের ভার্য্যাদ্বয়ে জরা-সন্ধের উৎপত্তি হয়, সে কথা পরে বিস্তার করিয়া কহিব।

অনন্তর হস্তিনাধিপতি জনমেজয়ের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র, তৎপুত্র কুণ্ডিক, তৎপুত্র মন্যু। তৎপুত্র সুবল। তৎপুত্র নাকুলী। তৎপুত্র পরীক্ষিৎ। ইহাঁরা সপ্তপুরুষে রাজ্য করেন তাহা-দিগের ভোগকালের পরিমাণ। (১১০০০)

পরীক্ষিতের পুত্র সুদ্যুম্ন তাঁহার উপরতি হইলে তৎপুত্র কক্ষসেন রাজা হন। কক্ষসেনের পুত্র জিতামিত্র। তৎপুত্র ভর্গ,তৎপুত্র শতমন্যু। এই চারি পুরুষের ভোগকাল। (৫৯০০)

শতমন্যুর পুত্র। পাণ্ড, বাহ্লীক, নিষধ, লোকাক্ষি, জাম্বূনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি, শিশুমার। এই অষ্টমের মধ্যে সপ্ত ভ্রাতার বংশে অনেক ক্ষত্রিয় জন্মে, কেবল কুরুবংশ

উজ্জ্বল্যকারক লোকাক্ষি হস্তিনায় রাজা হন।—লোকাক্ষির তিন পুত্র। যথা বর্হিশ্রবাঃ, ইন্দ্রাভ, ভুমন্যু। ইহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ বর্হিশ্রবা রাজা হন। তৎপুত্র জহ্নু। ইনি মহা পুণ্যবান, গঙ্গা যমুনার মধ্যদেশে অনেক যজ্ঞ করেন। ইহাদিগের তিন পুরুষের রাজ্য শাসন কাল। (৪৮০০)।

জহ্নুর মাহেয়ী নাম্নী পত্নীতে সুরথ নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি অতি তেজস্বী, বাহুবলে সমস্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তৎপত্নী মালাবতী, তাহাতে বিদূরথ নামে এক পুত্র জন্মে তিনি কুরুবংশ বিবর্দ্ধন কারক হয়েন। ইহাদিগের পিতাপুত্রের শাসন কাল। (২৬০০)

বিদূরথ ভানবী নাম ভার্য্যাতে সার্ব্বভৌম নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন। আপনার অনুরূপ জানিয়া তাহাকে সমস্ত রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি স্বপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তপোধর্ম্মে লগ্ন হন। তাঁহার শাসন কাল। (১২০০)।

সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া মলয়গিরি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করতঃ তদ্গর্ভে জয়সেন নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন, এবং প্রান্তকালে তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গ গত হন। তৎ শাসন কাল। (১৬০০)।

জয়সেনের পুত্র রাধিক। তৎপুত্র অযুতায়ু। তৎপুত্র অক্রোধন। তৎপুত্র ঋক্ষ। তৎপুত্র দিলীপ। এই ছয় পুরুষের রাজ্য শাসন কাল। (৫৭০০)

দিলীপ মহারাজ চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয় দিলীপন্যায় ছিলেন। তিনি নর্ম্মদা নাম্নী কাম্পিল্ল রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তদ্গর্ভে তাঁহার মহারাজোপলক্ষণযুক্ত এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম (প্রতীপ)। ঐ প্রতীপরাজা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত উগ্রশাসন ছিলেন, যথাধর্ম্মে প্রজা সংস্থাপন করতঃ পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন, তিনি হস্ত্যশ্বরথাদি যানে যেমন সুনিপুণ ছিলেন, সেইরূপ পদব্রজেও গমন করিতে পারিতেন। অসি, পাশ, চাপবাণ, গদা লগুড় নিযুদ্ধাদিতে অতিশয় কুশল ছিলেন। অতি পবিত্র চিত্ত, পবিত্রতনু সর্ব্বদা যজ্ঞ কর্ম্মের সংপাদন করিতেন। প্রজানুকম্পী, অতিথি গুরু ব্রাহ্মণ সেবা পরায়ণ ছিলেন। বিশেষতঃ দীন দুঃখী অনাথ জনগণ প্রতি সর্ব্বথা দয়া করিতেন। তাঁহার রাজ্য শাসনকালে দুর্ভিক্ষ বা মারীভয় প্রভৃতি কোন অনিষ্টকর উৎপাত ছিল না। অনাবৃষ্টি বা প্রজার বিরোধ ছিল না, কালে কালে দেবতা বৃষ্টি করিতেন, সর্ব্ব শস্যেধরামণ্ডল পরিপূর্ণ ছিল। মহারাজ প্রতীপ নিঃস্বপত্নে একছত্রী রাজা হইয়া প্রজা পালন করিয়াছিলেন। রাজ্যমধ্যে কোনক্রমেই চৌর্য্যভয় বা দস্যুভয় কি শত্রু ভয় উপস্থিত হইতে দেন নাই। তিনি সর্ব্বদা ভীতব্যক্তিসকলকে অভয়, ব্যাধিত ব্যক্তিসকলকে ঔষধ, বিদ্যার্থী ব্যক্তিসকলকে বিদ্যা। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিসকলকে অন্নদানাদি সর্ব্বদাই করিতেন। অর্থাৎ প্রজা রক্ষার্থ চতুরুপায় করিয়া দিয়াছিলেন। স্বরাজধানীতে

এবং আপনার অধিকৃত দেশের মধ্যে স্থানে স্থানে ঐ উপায় এবং শান্তিরক্ষার্থ সামন্ত সংস্থাপন করিয়াছিলেন, যাহাতে অসজ্জনকর্তৃক প্রজার ভয়োৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এবং চিকিৎসালয় স্থাপনা করিয়া পীড়িত অনাথদিগের চিকিৎসা করাইতেন। বিদ্যালয় স্থাপনাদ্বারা আপামর সাধারণ জনগণের বালকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতেন, প্রতি বিদ্যালয়ে নানা শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতগণ শিক্ষকপদে নিযুক্ত ছিলেন। এবং সদাব্রত দিয়া ক্ষুধাতুর ব্যক্তি সকলের জীবন রক্ষা করিতেন। প্রতীপ রাজার তুল্য রাজা হয় নাই হইবে না তৎকালে সর্ব্বত্রে সর্ব্বলোকে এই এক ঘোষণা মাত্র করিত। ঐ প্রতীপরাজার রাজ্য শাসন কালে মগধদেশীয় কোন রাজা যিনি মরুত্ত বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম (দম)। তিনি ক্ষত্রান্ত কর পরশুরামের তুল্য যবনান্তকরণে প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্বাদশবার পুর্ব্ব সৃষ্ট যবন ম্লেচ্ছ কুলের বিনাশ করেন, ইহা বামনপুরাণে এবং স্কন্দপুরাণে বিখ্যাত আছে, অর্থাৎ পূর্ব্ব সৃষ্ট যবন পদে পৃষধ্রবংশীয় তালজংঘ, হৈহয়, কিরাত, খশ, পহ্লব, শক, কাম্বোজ, দর্দ্দুর, পুক্কশ, পুলিন্দ, তুরুষ্কাদি, এবং বিশ্বামিত্র বংশীয় পারসীকাদিকে বিনাশ করেন, কেবল মহর্ষি দ্বৈপায়ণ কর্তৃক বারিত হইয়া পরিণামে তৎ প্রতিজ্ঞাকে সম্যক ফলবতী করিতে পারিলেন না, কিয়দংশ হৈহয় দেশে, কি দংশ মিশ্রদেশে কিয়দংশ কিরাত দরদ ভুমে, কিয়দংশ পারদে অর্থাৎ চীন-

দেশে ছিল, কিন্তু তুরুষ্কাদি দেশ তৎকর্ত্তৃক একবারে নির্ম্মনুজ হইয়াছিল। পরে কৌরবাব্দের (৪০০৫০) পঞ্চাশোত্তর চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসরের পর তৎ তৎদেশস্থ হর্ম্ম্যাট্টালাদি গৃহসকল দুইশত বৎসর মধ্যে নিশ্চিহ্নিত হইয়া উঠিল, ক্রমে মহীরুহে ব্যাপ্তময়ী ভূমি দুর্গম্যা হইয়া শ্বাপদগণ বাসোপযোগ্যা হইয়াছিল।—তৎকালে তুরুষ্কান্তঃপাতি যে স্থানে বিপাশা নামে কোন এক নদী প্রবাহিতা ছিল, তত্তীরোপবনে গিরি কূটবাসী বহিনামে এক পিশাচ ও ইকনামে তৎপত্নী একাপিশাচী বাস করিয়া সেই নির্ম্মনুজপ্রদেশে ইতস্তত বিচরণ করিত এই মাত্র।—তাহাদিগের ব্যবহার পশুবৎ ছিল, মনুষ্যত্ব লক্ষণ মাত্র ছিল না. আহার বিহার পরিচ্ছদ বন্য পশুর ন্যায়, বস্ত্রাদি পরিধান করিতে জানিত না, স্ত্রী পুরুষে সর্ব্বদা উলঙ্গ হইয়া বেড়াইত।—তদ্দৃষ্টে অভিশপ্ত সর্পদেহ প্রাপ্ত নহুষরাজা তাহাদিগকে মনুষ্যত্ব উপদেশ দ্বারা পত্র সেবনি করিয়া এক প্রকার বস্ত্রানুকল্প পরিচ্ছদ ধারণ করাইয়াছিলেন। তদবধি তাহারা বস্ত্রধারী হয়। কালে তাহাদিগের দুইপুত্র জন্মে, তাহারা বাহীকজাতি নামে পরিচিত হয়। ধর্ম্ম কর্ম্মাদির কোন অনুষ্ঠান করিতে জানিত না, কেবল উদর ভরণ মাত্র তাহাদিগের ইষ্টকর্ম্ম ছিল। ঐকালে দ্বাপর যুগের শেষ কলির সন্ধ্যাংশ প্রাপ্ত হয়; অনুমান ষট্‌সহস্র বৎসর বা কিঞ্চিৎ অধিক হউক্ এক্ষণ হইতে হইতে পারে? তদবধি লোকের চিত্তে অধর্ম্ম কর্ম্মের সঞ্চার

হইতে লাগিল। বিশেষতঃ আধিক্যরূপ ভ্রাতৃ বিরোধের সূত্র পাত ও তৎকালেই আরম্ভ হয়, অর্থাৎ বহিওইকের পুত্র দ্বয় পরস্পর ভ্রাতৃবিদ্বেষে আপন্ন হইয়া সহোদর ভ্রাতাকে সহোদরভ্রাতা বিনাশ করিয়াছিল। এবং অধর্ম্ম কলাপের উদয়প্রারম্ভে পরমায়ুরও অল্পতা হইতে লাগিল। ইহা ভারতাদি ইতিহাস গ্রন্থের প্রমাণানুসারে যুক্তি যুক্ত করিলে সকলেই অনুধাবনা করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন নানা রাজকীয় গ্রন্থানুসারেও ইহার প্রমাণ আছে, সে সকল গ্রন্থ এক্ষণে সর্ব্বত্রে অপ্রাপ্ত বিধায় বিশেষ জানিতে সকলে সক্ষম নন। যদিও বাইবেল পুস্তক আমাদিগের আদরণীয় না হউক্ তথাপি তাহাতে এ বিষয়ের একপ্রকার চরিতার্থতা সিদ্ধি হইতে পারে?

বাইবেলে লেখে আদি পুরুষ আদম, তাহা হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি হয়। একথা যবন জাতীয়েরা কহিতে পারে, যেহেতু বাইবেল রচনা কালে মূষা অন্যান্য কোন দেশকে অবলোকন করেন নাই, সুতরাং আদমকে মনুষ্যোৎপাদক ও ইবকে উৎপাদিকা বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ফলিতার্থ ম্লেচ্ছ ও যবন জাতির উৎপাদক তাহারাই বটে। তৎকালে দেশ দর্শন বিষয়ে আধুনিক যবনদিগের অজ্ঞতা যাহাহউক্ কিন্তু সেসময়ে যে আরো অন্যান্য দেশ ছিল, বাইবেল লিপি দৃষ্টে তাহার বিলক্ষণ অনুমান করা যায়, যেহেতু আদমের পুত্রদ্বয় কইন ও হাবেল এই দুই ভ্রাতায় বিরোধ করিয়া এক

ভ্রাতাকে একভ্রাতা বিনষ্ট করিয়া, অপর ভ্রাতা তদ্ভয়ে দেশান্তরে গিয়া লুক্কায়িত হইয়া থাকে, এমত উক্তি বাইবেলে আছে। যদি আদম উৎপত্তির পুর্ব্বে অন্যান্য দেশ না ছিল, তবে আদমের পুত্র দেশান্তরে গিয়া লুক্কায়িত হয় এমত লিপি প্রয়োগ কেন হইয়াছে? দ্বাপরযুগের শেষে আদম জন্মিয়াছিল, তাহার প্রমাণ বাইবেল পুস্তকে আদমাদির পরমায়ু সংখ্যার লিপিদৃষ্টে প্রত্যয় হইয়াছে। অর্থাৎ দ্বাপরযুগের মনুষ্যেরা এক সহস্র বৎসর জীবিত থাকিত, বাইবেল মতে আদমও প্রায় (৯৫০) বৎসর জীবিত ছিল। এবং প্রতীপরাজার সময় অবধিক্রমে পরমায়ুর হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়; তাহারও প্রমাণ আদমের পুত্রাদির পরমায়ুর ক্রমে হ্রাস হইয়াছে বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায়; আদম প্রায় ৯৫০) বর্ষ জীবিত ছিল, তৎপুত্রেরা অষ্টশত কয়েক বৎসর জীবন ধারণ করে, তৎপুত্রগণেরা সপ্তশত কয়েক বর্ষ, তৎপুত্রেরা ছয় শত কয়েক বৎসর, তৎপুত্রেরা পঞ্চশত কয়েক বর্ষ জীবিত ছিল ইত্যাদি ক্রমে পরমায়ুর হ্রাসের উল্লেখ বাইবেলে আছে। যদিচ আমাদিগের বাই বেলের প্রমাণ দর্শাইবার কোন আবশ্যক ছিল না, তথাপি সামান্য বুদ্ধিলোকেরা একালে পুরাণ বাক্যকে বড় প্রমাণ করে না, শুদ্ধ ইউরোপীয়ানেরা যাহা বলে তাহাকেই সপ্রমাণ করিয়া থাকে; এ জন্য বাইবেল প্রমাণ দর্শন করাইতে হইল। যখন আদমের পরমায়ু নবশত পঞ্চাশৎ বর্ষ স্বীকার করিয়া বাই-

বেলে তৎপুত্রাদির পরমায়ুর ক্রমে হ্রাস স্বীকার করিয়াছে, তখন আদমের উপরি উপরিভাগে যে সকল মনুষ্য জন্মিয়াছিল তাহারা যে ক্রমে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল জীবিত ধারণ করিত তাহাতে সংশয় করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। অতএব এক্ষণকার লোকেরা সর্ব্ব সংবাদি কথার উপর কি বলিয়া যে সংশয় করেন ইহা উপলব্ধি করা যায় না। পুরাণবাক্যের প্রতি সংশয় করাই মৌঢ্যের কারণ ইহা নিশ্চয় অবধারণা করিলাম। এ বিধায় বাইবেলে (৬০০০) বৎসর পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে গোল নাই; এবং পুরাণ সঙ্গত এ যুক্তিরও ব্যাঘাত হইতে পারিল না। মহারাজা প্রতীপ এক সহস্র এক শত পঞ্চষষ্টীবর্ষ রাজ্য করিয়া পরলোকগামী হন॥ (১১৬৫)

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। ভোমহাত্মন্! মরণানন্তর যে শুভাশুভ কর্ম্মভোগ করিতে হয়, ইহা অদৃষ্ট বিধায় যেমন অসম্ভব তেমন যুক্তিতেও অসম্ভব বোধ হয়; কেননা শরীরাদি সামগ্রীর অভাবে সুখদুঃখাদি ভোগের অনুভব সিদ্ধ হইতে পারে না?

পরমহংসের উত্তর। বৎসজ্ঞানাভিমানিন্! নিদ্রাবস্থায় দেহাঙ্গ হস্ত পাদাদির অবয়বে ক্রিয়ারহিতকালে কেবল অদৃষ্ট পদার্থ এক মনের দ্বারা যেমন নানা অবস্থাতে সুখ

দুঃখাদির অনুভব হইয়া থাকে, সেইরূপ স্থূল দেহাপায়ে অদৃষ্ট সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত জীবের সুখ দুঃখাদির অনুভব না হইতে পারিবে কেন? ইহা ভাগবতে ৪ স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে ও উক্ত আছে। যথা

অর্থেহ্যবিদ্যমানেপি সংস্থতির্ন নিবর্ত্ততে।
মনসা লিঙ্গরূপেণ স্বপ্নেবিচরতো যথা।।

ইন্দ্রিয়াদির অবিদ্যমানতা হইলেও সংসৃতির নিবৃত্তি নাই, অর্থাৎ সংসারে যাতায়াত নিবারণ হয় না। অদৃষ্ট লিঙ্গ-শরীরে মনঃদ্বারা স্থূলদেহের চেষ্টা শূন্য সময়েও সুখ দুঃখানুভব হয়।—

যেহেতু জীবের দেহত্রয়; ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে। যথা স্থূলদেহ, স্বপ্নদেহ, ও কারণদেহ; এই শরীরত্রয় নাশ না হইলে জীবের সংসৃতির নিবৃত্তি নাই; ইত্যর্থে বিদেহমুক্তি না হইলে জীবকে কর্ম্মবশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। যথা শ্রুতি (পুরত্রয়ে ক্রীড়তিযশ্চজীবঃ) শরীরের নাম পুর, ঐ পুরত্রয়ে আত্মা যাবৎ ক্রীড়া করেন, তাবৎ তাঁহার জীব সংজ্ঞা, তদপায়ে আত্মা আর জীব এমত পৃথক্ সংজ্ঞা থাকে না॥

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীরপ্রশ্ন। হে মহাত্মন্! ইহজন্মে ও জন্ম জন্মান্তরীয় কৃত কর্ম্মফল ভোগ করায় জীবের আবশ্যক কি? এবং দেহত্যাগ করণা-নন্তর যে কোন অবস্থা হয়, তদবস্থাতেই তদ্ভাব ঘটিত সুখ দুঃখ সহ-জেই ভোগ হইতে পারে, তন্নিমিত্তে জন্মান্তর মানিবার সার্থকতা কি আছে?

পরমহংসের উত্তর। অরে বৎস! যেমন নিদ্রাকালে মনঃদ্বারা স্বপ্নাবস্থাতে পূর্ব্ব অশ্রুত বা অদৃষ্ট বিষয় অনুভব হয় না, নিদ্রাভঙ্গে ভনুভব হয়। সেইরূপ পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মেরও অনুভব হয় না, সুতরাং সুতরাং অনুভূতির নিমিত্ত জীবের পুনঃ দেহধারণের আবশ্যকতা আছে, কেননা স্বপ্না বস্থার সুখ দুঃখানুভব স্বপ্নভঙ্গে জাগ্রত অবস্থাতে হয়। যাহা কখন দেখা যায় নাই, যাহা কখন শুনা যায় নাই, যে দেশে কখন গমন করা যায় নাই, বা যে দেশের অবস্থা অন্যের মুখে কখন শ্রবণ হয় নাই, তাহা অবিশেষ প্রকারে তত্তৎস্বরূপ প্রায় কখনই কাহার স্বপ্নে অনুভব হয় না, অর্থাৎ এরূপ স্বপ্ন কেহ কদাচ দেখে না। সেইমত পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহ বা ইহদেহ কৃত শুভাশুভ কর্ম্ম মাত্রই দেহান্তর সূক্ষ্মদেহে ভোগ হইয়া থাকে, ভোগাবশিষ্ট তৎকর্ম্ম সূচক পুনর্ম্মে স্থূল শরীরে রোগারোগ্যাদি রূপে সম্যক্ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ সূক্ষ্মাবস্থায় তাহার ঘটনা কখলই হইতে পারে না। একারণ পুন-র্দ্দেহ প্রাপ্ত রোগাদিরূপ দৃষ্টে তৎকর্ম্ম জনিত ফল বোধার্থ পুনর্জ্জন্মের আবশ্যক আছে, নচেৎ ইহলোকে অনেক লোককে দেখিতে পাওয়া যায়, যে কৃতবিদ্য সুপণ্ডিত অর্থোপার্জ্জনের উপায়জ্ঞ বিলক্ষণ, তথাচ নির্দ্ধনতা প্রযুক্ত মহাকষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কেহবা সর্ব্ববিষয়ে মহামূর্খ কোন উপায়জ্ঞ নহে, অথচ আঢ্যতম হইয়া সমৃদ্ধিমৎ মহাভোগ বিভবে

কালাতিপাত করে; কেহবা অতিঅল্প পরিশ্রমে অল্প দিবসের মধ্যে বিদ্বৎশব্দের বাচ্য হয়; কেহবা আজন্মাবধি গুরুসেবা করিয়াও বিদ্যা সম্পন্ন হইতে পারে না। কেহবা মাতৃ গর্ভাবধি মহদ্ব্যাধিতরূপে ভুমিষ্ঠ হইয়া চিরকাল পর্য্যন্ত কষ্টভোগ করিতেছে, কেহবা এক কালীন সর্ব্ব দোষে বিনির্মুক্ত হইয়া আমরণ পর্য্যন্ত অবস্থিত হয়। এরূপে এবিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, সে সকল কহিতে হইলে অনেক কাল যায়, সুতরাং অন্নপচন ন্যায় কিঞ্চিৎ কহিলাম, তুমি বুদ্ধিমান বট, আপন মার্জ্জিত বুদ্ধিতে অনুভব করিয়া দেখ না কেন, যে এই জগতে দুঃখের আকাংক্ষা কেহ করে না, সুখ অভিলাষে সকলেই ভ্রাম্যমাণ হয়, আমি রথ শকট হস্তিপাদাদিতে মর্দ্দিত হইব বলিয়া কেহ গৃহ ইহতে বাহির হয় না, উদ্দেশ্য সুখার্থেই সকলে পথিপর্য্যটন করে, কিন্তু শত শত লোককে উক্ত বিষয়ে কখন কখন মর্দ্দিতরূপে হতাহত হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ কর্ম্মব্যতীত আর কি কহিতে হইবে? অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে দুঃখভোগ ব্যতীত আর কি হয়? অতএব বৎস জ্ঞানাভিমানিন্! সুখাভিলাষীর নিয়ত সদনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যেরূপ আচারে আপন শরীরের শুদ্ধি হয়, ও যে প্রকার অনুষ্ঠানে অন্তঃকরণের মালিন্য দুর হয় ও যাদৃশ বিচার করিলে শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা পায় এবং পরমার্থপথে দৃষ্টিসঞ্চালিতা ও পরিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, সেই সকল শুভ কর্ম্মানু-

ষ্ঠান একবার করিলেই যে চরিতার্থতা লাভ হয় এমত নহে ? যেমন অসৎকর্ম্ম গুরুতরকষ্টদায়ক, তদতিরিক্ত সৎকর্ম্ম করিলেও তাহার পরিক্ষয় হইতে পারে। যদিও জল সংযোগ দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির নিবারণহয় বটে কিন্তু তাহাতে গুরু লাঘবের বিবেচনা আছে, অগ্নির পরিমাণাপেক্ষা স্বল্প জলদানে অগ্নি নির্ব্বাপন কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব কার্য্য কারণরূপে সাধনযোগ্য অনুষ্ঠানের আবশ্যক আছে; যাহার কার্য্য সাধন যোগ্যতা নাই তাহাকে কখনইতাহার প্রকৃত-কারণ মান্য করা যায় না। এমতে কার্য্য কারণ অনুসন্ধানে এই জগতে পদার্থ সকল অশেষ বিশেষ প্রকারে জ্ঞান গম্য হইলে পর প্রকৃত বিষয়ের নিশ্চয় করিতে পারা যায়, এবং সেই জ্ঞানই মনুষ্য সম্বন্ধে নিত্য সুখ প্রয়োজক হয়। তথাহ কণাদ সূত্রং। যথা।

দ্রব্যগুণ কর্ম্ম সামান্যবিশেষ সমবায়ানাং পদার্থানাং।
সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়স হেতুঃ।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ এই সকল সমবায় পদার্থদিগের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ স্বভাবা স্বভাব জ্ঞাত হইলে পর, মোক্ষ হেতু যে তত্ত্বজ্ঞান সেই তত্ত্বজ্ঞান, জীবের চিত্তে স্বয়ং উদয় হয়।

এই সন্দেহ নিরসন গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ পরিসমাপ্ত হইল, অনন্তর তৃতীয়াংশ আরম্ভ করা যাইবেক।

অথ গ্রহস্থধর্ম্ম উপনয়ন।

সংস্কারের কথন।

ব্রহ্মচারী দণ্ড ধারণ করতঃ সকলের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন, প্রথম মাতার নিকট গিয়া (ভবতি ভিক্ষাং দেহি) মাতা যথা সাধ্য ভিক্ষা দিবেন, ব্রহ্মচারী গ্রহণানন্তর (স্বস্তি) বলিবেন। তদনন্তর মাতৃবন্ধু অর্থাৎ মাতামহ মাতুল প্রভৃতির নিকট (ভবন্ ভিক্ষাং দেহি) তাঁহারা যাহা দিবেন, তৎপ্রাপ্তে স্বস্তীতি প্রয়োগ করিবেন। পরে মাতৃস্বসা, মাতুলানী, পিতা, পিতৃবন্ধু, পিতামহ পিতৃব্য পিতামহী পিতৃব্যপত্নী পিতৃস্বসা প্রভৃতির নিকট যথা ক্রমে ভিক্ষা লইয়া, আচার্য্যকে ঐ ভিক্ষা লব্ধ বস্তু প্রদান করিবেন, অনন্তর আচার্য্য ব্যস্ত সমস্ত মহা ব্যাহৃতি হোম করিয়া পুর্ণাহুতি পুর্ণপাত্র প্রদানানন্তর শান্তি তিলক দক্ষিণান্তে উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবেন।

অথ সমিৎহোমঃ।

ব্রহ্মচারী ঐ দিন অবসান বেলা পর্য্যন্ত বাগ্‌যত অর্থাৎ মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবেন। অনন্তর সমাগত সন্ধ্যা সময়ে সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা করিয়া বহ্নি স্থাপন পুর্ব্বক "ইহৈবায়মিতি„ মন্ত্রপাঠ করত দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া উদকাঞ্জলিসেক ও অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিয়া সমিৎ হোম করিবেন। প্রথমতঃ ঘৃতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্র মাত্র অগ্নিতে

নিঃক্ষেপ করিয়া, ঘৃতাক্ত সমিৎ লইয়া মন্ত্রপাঠ দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবেন। তন্মন্ত্রং। যথা।

পদ্ধতি।

উক্ত মন্ত্রে প্রথম সমিদাহুতি প্রদানানন্তর আরও দুইবার অমন্ত্রক সমিৎদ্বয় আহুতি দিয়া পূর্ব্বোক্তক্রমে দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব ক্রমে উদকাঞ্জলিসেক দক্ষিণান্ত অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করতঃ পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মচারী বলিবেন। ভো অগ্নে! আমি অমুক দেবশর্ম্মা ; তোমাকে অভিবাদন করি ; ইতি বাক্যে অগ্নিকে প্রণাম করতঃ প্রণব পূর্ব্বক (অগ্নেক্ষমস্ব) বলিয়া অগ্নি বিসর্জ্জন করিবেন। সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে ভিক্ষালব্ধ অন্ন অক্ষারলবণ সঘৃত জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া আপোশান মন্ত্র দ্বারা পঞ্চগ্রাস গ্রহণ করিবেন।

যথা পদ্ধতি।

বামহস্তে ভোজন পাত্র ধারণ করতঃ বাগ্যত হইয়া ভোজন করিবেন, ভোজনাবসানে আপোশান মন্ত্রো-চ্চারণে জলপান করিয়া আঁচমন করিবেন। এইরূপ সমিৎ-হোম সমাবর্ত্তন দিবস পর্য্যন্ত করিবেন। এইক্রম দ্বারা ভোজনাদি করিয়া ব্রাহ্মণকে সমস্ত জীবন ক্ষেপ করিতে হইবে। অশক্ত হইলেও সম্বৎসরকাল এইক্রম রক্ষা করি-বেন নচেৎ ব্রহ্মচারীর তেজো হানি হয়।

ইতি উপনয়ন সমিৎহোম সমাপ্তঃ।

অথ সাবিত্র চরুহোমঃ।

উপনয়নান্তর চতুর্থদিবসে সাবিত্র চরুহোম করিবেন। তাহার ক্রম লিখিতেছি॥ যথা।

প্রাতঃকালে স্নান করতঃ আসনোপবিষ্ট পিতা বা আচার্য্য পূর্ব্ব মুখ হইয়া "সমুদ্ভব„ নামে অগ্নিস্থাপনানন্তর চরু পাক করিবেন। অগ্নির পশ্চিমদিকে পূর্ব্বাগ্র কতক গুলিন কুশপত্র বিস্তীর্ণরূপে পাতিয়া তদুপরি প্রক্ষালিত বারুণ উদূখল মুষল শ্রুব শ্রুক্ বংশনির্ম্মিত শূর্প-বারুণ চমসস্থ জলে প্রক্ষালিত করিয়া রাখিবেন। অনন্তর ব্রীহি বা যব কিম্বা তণ্ডুল শূর্পে রাখিয়া পদ্ধতি উক্ত মন্ত্রে ঝাড়িয়া, কাংশ্যপাত্রে বা চরুস্থালীতে লইয়া উদূখলে স্থাপন করিবেন, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা একবার মুষলের আঘাত করিয়া অমন্ত্রক বারদ্বয় আঘাত করিবেন। তদনন্তর শূর্পদ্বারা প্রস্ফোটন করিতে হইবে। ইহাও তিনবার করিবেন। পরে ঐ তণ্ডুল প্রক্ষালন করিয়া চরুস্থালীতে রাখিয়া অমন্ত্রক উত্তরাগ্র একটি কুশপত্র নিঃক্ষেপ করণপূর্ব্বক দুগ্ধ দিবেন, ফুটিয়া উঠিলে অল্পে অল্পে জলও দিবেন, তন্মধ্যে খদির বা পলাশ কি উডুম্বর ইহার মধ্যে যে কোন কাষ্ঠ হউক তাহার প্রাদেশ প্রমাণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূল তদগ্রে সাদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব প্রমাণ নির্ম্মিত মেক্ষণ দ্বারা দক্ষিণা-বর্ত্তে ভ্রমণ করাইবেন। সুন্দর রূপে ঐ চরু পাক করিবেন

মধ্যে তণ্ডুল না থাকে এবং মণ্ডগালন করিতে নিষেধ, অথচ দগ্ধান্ন না হয় এমত সাবধানে পাক সম্পন্ন হইলে ঘৃত নিঃক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বদিক চিহ্ন করণ পূর্ব্বক অবতারণ করিয়া অগ্নির উত্তরদিকে কুশোপরি সংস্থাপন করতঃ পুনর্ব্বার তন্মধ্যে ঘৃত শ্রুব দিবেন। অনন্তর ভূমি জপ ও শ্রুব সংস্কার পর্য্যন্ত পদ্ধতি উক্ত কর্ম্ম করিয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে পাতিতকুশোপরি পূর্ব্বে ঘৃত পশ্চাৎ চরু রক্ষা করিবেন। উদকাঞ্জলি সেক দ্বারা অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করতঃ বিরূপাক্ষ জপান্ত পদ্ধতি উক্ত মন্ত্রে কুশণ্ডিকা কর্ম্ম সমাপন করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভে আদৌ অমন্ত্রক ঘৃতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ এক কুশ পত্র অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিবেন।

আজ্যহোম বিহিত যে মহা ব্যাহৃতি হোম; এই চরু হোমের প্রথম কর্ত্তব্য নহে অন্তে কর্ত্তব্য হইবে। যদি সংক্ষেপ অপেক্ষিত হয়, তবে চরুমধ্যে ঘৃত শ্রুবদ্বয় দিয়া মেক্ষণে একবার অন্ন লইয়া অগ্নিমধ্যে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি দিবেন। মন্ত্রং যথা

পদ্ধতি।

অনন্তর অমন্ত্রক দুইবার মেক্ষণ দ্বারা অগ্নিতে চরু নিঃক্ষেপ করিবেন। তদনন্তর চরু দ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া অমন্ত্রক ঘৃতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্র অগ্নিতে প্রক্ষেপ করতঃ প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিবেন। উদীচ্য কর্ম্মাঙ্গ শাট্যায়ন হোম ও পূর্ণাহুতি, পূর্ণপাত্র প্রদান, শান্তি, তিলক

ও দক্ষিণান্তাদি কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া আচার্য্যকে ধেনু দক্ষিণা দিবেন। পরে ব্রহ্মচারীর প্রবর সংখ্যায় পঞ্চ বা তিন মেখলা গ্রন্থি, করিবেন।

অথ ব্রহ্মচারী প্রবরহোম।

ভার্গব প্রবরদিগের চরু মধ্যে পঞ্চঘৃতশ্রুব, অপর প্রবরদি-গের চতুষ্টয় ঘৃতশ্রুব দিয়া অগ্নির উত্তর ভাগে পূর্ব্বগামিনী ঘৃতধারা প্রদান করতঃ অগ্নির উদ্দেশে বহ্নিজায়ান্ত মন্ত্রে আহুতি দিবেন। অগ্নির দক্ষিণভাগে চন্দ্রের উদ্দেশে আহুতি দিবেন; ব্রহ্মচারী যদি ভার্গব প্রবর হয়, তবে আহুতির উপরে চরুমধ্যে ঘৃতশ্রুব দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চরুদারু হস্তো-পরি সংস্থাপন করিবেন। আহুতি কালেও ঘৃতশ্রুবদিবেন। অনন্তর চরুর পূর্ব্বভাগে ঘৃতশ্রুব দিয়া মেক্ষণ দ্বারা অন্ন লইয়া পুনর্ব্বার দারুহস্তে স্থাপন করিবেন। আহুতিকালেও ঘৃতশ্রুব দিয়া অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিবেন। এইরূপ পশ্চিম ভাগেও করিতে হইবে। মন্ত্র সবিত্র। যথা

পদ্ধতি।

যদি ব্রহ্মচারী অন্যপ্রবর হয়, তবে পশ্চিমভাগের চরু প্রদান করা বিহিত। কিন্তু পূর্ব্বভাগ হইতে আবর্ত্ত ক্রমে ঘৃতশ্রুব প্রদান পূর্ব্বক হোমকরা কর্ত্তব্য। দারুহস্তে ঘৃত শ্রুব দিয়া পুনঃ চরুর উত্তর পূর্ব্বভাগে ঘৃতশ্রুব দিয়া মেক্ষণ দ্বারা বহুতর অন্ন লইয়া দারুহস্তে স্থাপন করিবেন। অগ্নিতে প্র-দানকালে ঘৃতশ্রুব দিয়া নিঃক্ষেপ করিবেন। ইতিবিধি।

অনন্তর দারুহস্তে চরুতে দুইবার ঘৃতশ্রুব দিয়া অগ্নির পূর্ব্বোত্তর ভাগে পদ্ধতি উক্ত মন্ত্রে স্বিষ্টিকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দিবেন। ব্রহ্মচারী ভার্গব ভিন্ন অন্য প্রবর হইলে পূর্ব্বোক্ত দুইবার ঘৃতশ্রুব না দিয়া একবারমাত্র ঘৃতশ্রুব প্রদান করা কর্ত্তব্য। পরে বিনামন্ত্রে মেক্ষণকাষ্ঠ অগ্নিতে আহুতি দিবেন। ঘৃতদ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে প্রক্ষেপ করতঃ প্রকৃতকর্ম্ম সমাপিয়া উদীচ্যকর্ম্ম শাট্যায়ন হোমে পূর্ণাহুতি পূর্ণপাত্র প্রদানানন্তর বামদেব্যগানান্ত শান্তি তিলক দক্ষিনান্ত করিয়া আচার্য্যকে ধেনু দক্ষিণা দিবেন। ব্রহ্মচারী অজিন সূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবর সংখ্যায় গ্রন্থি দিয়া শুদ্ধ কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবেন। তাহার ক্রম সমাবর্ত্তনে আছে। ইতি সাবিত্র চরু হোম সমাপ্তঃ।

অথ সমাবর্ত্তন কর্ম্ম।

কৃতবেদধ্যায়ন অর্থাৎ সাবিত্রী গ্রহণানন্তর ব্রহ্মচারীকে আচার্য্য সমার্ত্তন করিবেন। তত্রাদৌ পঞ্চমদিনে প্রথম প্রাতঃ সময়ে স্নান করতঃ গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসুধারা সম্পাতন আয়ুষ্য জপ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করণানন্তর, আচার্য্য (তেজো) নাম অগ্নি স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশ-ণ্ডিকা কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীকে আপনার দক্ষিণে লইয়া প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত

কুশপত্র অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। মন্ত্রং যথা

পদ্ধতি।

অনন্তর আচার্য্য পঞ্চমন্ত্র দ্বারা সমাবর্ত্তনীয় হোমে পঞ্চাহুতী প্রদান করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

সমাবর্ত্তন হোমীয় আহুত্যনন্তর, আচার্য্য পূর্ব্বাগ্র কতকগুলি কুশে উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবেন। ব্রহ্মচারী আচার্য্যের পশ্চিমোত্তর কোণে উত্তরাগ্র কুশে পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্টহইবেন। তদনন্তর ব্রহ্মচারী স্বীয় অঞ্জলিতে শীতল ও উষ্ণ জল মিশ্রিত ব্রীহি যব মাষ মুদ্গাদিশস্য পাত্রে তরস্থিত চন্দন গন্ধাদি দ্রব্য দ্বারা পূরণ করতঃ আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ভূমিতলে ত্যাগ করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা

পদ্ধতি।

পুনর্ব্বার ঐরূপ সেই জলে অঞ্জলি পূরিত করিয়া আচার্য্য প্রেরিত ব্রহ্মচারী মন্ত্র পাঠ করিয়া আপনার অভিষেক করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা

পদ্ধতি।

তদনন্তর ঐরূপ উদকাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী মন্ত্র-উচ্চারণ করতঃ পুনর্ব্বার আপনাকে অভিষিক্ত করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা

পদ্ধতি।

পুনরপি পূর্ব্ববৎ উদকাঞ্জলি দ্বারা বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ ব্রহ্মচারী ঐ জল দ্বারা আপনার মস্তক সিঞ্চন করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা

পদ্ধতি।

সেইরূপ পুনর্ব্বার উদকাঞ্জলি দ্বারা ব্রহ্মচারী বিনামন্ত্র পাঠে অমনি আপনাকে একবার অভিষিক্ত করিবেন। অভিষেকানন্তর ব্রহ্মচারী পূর্ব্বাভিমুখ উত্থিত হইয়া চতুর্ম্মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যোপস্থান করিবেন। মন্ত্রং যথা

পদ্ধতি।

তন্মধ্যে তিন মন্ত্রের ঋষির উল্লেখাদি সাধারণ, কেবল চতুর্থ মন্ত্রের রূপান্তর আছে। অনন্তর ব্রহ্মচারী মঞ্জু মেখলা অধোভাগ দিয়া মন্ত্র পাঠ করতঃ পরিত্যাগ করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা

পদ্ধতি।

তদনন্তর আচার্য্য বিল্লদণ্ড অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করণপূর্ব্বক ঘৃতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্র অমন্ত্রক অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিবেন। তৎপরে প্রকৃতকর্ম্ম সমাপন করতঃ উদীচ্য কর্ম্ম শাট্যায়ন হোমে পূর্ণাহুতি পূর্ণপাত্র দানান্ত শান্তি তিলক দক্ষিণান্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবেন।

পর দিবসে শিখা বিনাক্ষৌর হইয়া স্নানানন্তর পরিধেয়

বস্ত্রোত্তরীয় পরিধাপন করিয়া ও অন্যান্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পুষ্পমালা সশিরসি বন্ধন করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

অনন্তর আচার্য্য শুভ্র যজ্ঞোপবীতদ্বয় মঙ্গল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মচারীকে পরিধাপন করাইবেন। তন্মন্ত্রংযথা।

পদ্ধতি।

তদনন্তর পূর্ব্ব গৃহীত কৃষ্ণ সারাজিনান্বিত যজ্ঞসূত্রকে ব্রহ্মচারী পরিত্যাগ করিবেন। এবং মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক চর্ম্ম-পাদুকাযুগল ধারণ করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

বৈল্লদণ্ড অগ্নিতে ভস্ম হইয়াছে, বৈণবদণ্ডকে মন্ত্রপূত করিয়া ধারণ করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

দণ্ডধারণানন্তর পূর্ব্ব পরিত্যক্ত কৃষ্ণাজিনান্বিত সূত্র ও মঞ্জ মেখলা ঐ বেণুদণ্ডে বন্ধন করতঃ ব্রহ্মচারী আচার্য্য সমীপে গিয়া দণ্ডায়মান হইবেন। আচার্য্য তাঁহাকে দেখিয়া এই মন্ত্র পড়িবেন। যথা।

পদ্ধতি।

অনন্তর ব্রহ্মচারী আচার্য্য সমীপে আগমন করতঃ তথায় উপবিষ্ট হইয়া প্রসারিত অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ হস্তে মুখাচ্ছাদন করিয়া মুখোদ্ভুত প্রাণবায়ুকে স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পড়িবেন। যথা।

পদ্ধতি।

তদনন্তর আচার্য্য পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবেন। ব্রহ্মচারী এই চিন্তা করিবেন, যে আমি গোযুগল

সহিত রথের সমীপে গিয়া শব্দমাত্র রথের অবয়ব সকল স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পড়িবেন। যথা।

পদ্ধতি।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তৃতীয় পাদ গিয়া তাহার উপর উপবেশন করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি॥

অনন্তর পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া রথদ্বারা গমন করতঃ দক্ষিণ পথ দ্বারা আচার্য্য সমীপে আগমন করিবেন। আচার্য্য পুনর্ব্বার অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। আচারাৎ যদি ব্রহ্মচারী চতুর্থ পাদ ক্ষেপানন্তর উত্তর বা পূর্ব্বমুখে পঞ্চপাদ ক্ষেপণ করিবেন, এমনসময় মাতা আসিয়া প্রলোভন বাক্যে পুত্রকে ফিরাইয়া আনিবেন। অথ প্রকৃত কর্ম্ম সমাপনান্তে আচার্য্য ও কর্ম্মকারয়তৃব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তন কর্ম্ম সমাপ্ত করিবেন॥ ইতি সমাবর্ত্তন কর্ম্মবিধি।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার মণ্ডল ইষ্ট্রিট ১২ নং ভবন হইতে বিতরণ হয়।

কলিকাতা চিত্‌পুর রোড বট্‌তলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৮১ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৬ সন ১২৭১ সাল ৩০ পৌষ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

অপ্রতিম তেজা, মহারাজা প্রতীপ মহাধুরন্দর ও প্রচণ্ড প্রতাপী, যযাতির সকল সন্তানের বংশের উপর এক কর্ত্তৃত্ব করিয়া ছিলেন। অর্থাৎ অনু,দ্রুহ্য,তুর্ব্বসু,ও যদু প্রভৃতির যত বংশ যেখানে যেখানে রাজা হইয়াছিলেন,সে সকলেই রাজা

প্রতীপের ছত্রতলে থাকিয়া রাজ্য করিয়াছেন। পূর্ব্বে যদিও যযাতি পুত্রদিগের বংশ একপ্রকার বর্ণন করা হইয়াছে, তথাপি প্রসঙ্গান্তরে এই প্রতীপের রাজ্য শাসন বর্ণনান্তর্গত মতান্তরীয় শাখান্তর ভেদে তত্তদ্বংশের বিস্তারিত প্রস্তাব পুনরুক্ত হইল।—যযাতির পুত্র অনু, অনুর তিনপুত্র সভানর, চক্ষু, পরেক্ষু। সভানরের পুত্র কালনর, তৎপুত্র সৃঞ্জয়, তৎপুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র মহাশাল, তৎপুত্র মহামনাঃ, মহামনার দুইপুত্র উশীনর, ও তিতিক্ষু, জ্যেষ্ঠ উশীনর কনিষ্ঠ তিতিক্ষু, ইহারা দুই ভ্রাতায় বিভাগ করিয়া উত্তরদিকের পথ রক্ষা করিয়াছিলেন, যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বভাগ চীনাদি দেশ উশীনরের অধিকার, তৎপশ্চিমভাগ মদ্রতাতারাদি রুষ প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশ তিতিক্ষুর অধিকার হয়, তাহার দক্ষিণ নিসন্ন তুরুষ্ক আরবাদি সমস্ত যবনাবাস গান্ধার রাজার অধীনে ছিল। তথাচ (ম্লেচ্ছাধিপতয়ঃ সর্ব্বে উদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ ইত্যাদি,,) উত্তর দিক্কে আশ্রয় করিয়া ইহারা সকলেই ম্লেচ্ছদেশে আধিপত্য করিয়াছিলেন। শিবির চারি পুত্র, যথা বৃষদর্ভ, সুবীর, মদ্র, কেকয়, ইহারা চারিজনে, চারি দেশ স্থাপনা করিয়া তত্তদ্দেশে রাজ্য বিস্তার করেন। তিতিক্ষুর পুত্র, রুষ, ইনিও স্বনামে দেশ স্থাপনা করেন কিন্তু কালে ঐ দেশ মদ্ররাজা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, অর্থাৎ সেই সকল দেশ মদ্রেশ্বর শৈল রাজার অধীন হয়। —কেকয় দেশ নির্ম্মাণ করিয়া যাহারা বাস করেন তাহারা

কেকয় রাজ নামে বিখ্যাত হন। এক্ষণে হিরাট নামে সেই দেশ বিখ্যাত, কিন্তু ঐ দেশ কালে গান্ধার রাজা বংশ সুবলের অধিকার হয়। রুষের পুত্র রুষদ্রথ, তৎপুত্র হোম, তৎ পুত্র সুতপা, তৎপুত্র বলি, বলিরপুত্র ছয়। যথা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুহ্ম, পুণ্ড্র, ওড্র, ইহারা স্বস্ব নামে পত্তন নির্ম্মাণ করিয়া রাজা হন। অঙ্গের দেশ কর্ণাল, বঙ্গের দেশ গৌড়, কলিঙ্গের দেশ দক্ষিণ, শুহ্মের তৈলঙ্গ, পুণ্ড্রের দেশ মহারাষ্ট্র, ওড্রের দেশ উৎকল। পূর্ব্বে বাণের তিনপুত্র, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ যে উক্ত হইয়াছিল, তাহারাও স্বনামখ্যাত দেশে দ্বাপরশেষে বাস করে, ইঁহারা প্রাচ্য হইয়াও নানা দেশ গোপ্তা হন।

অঙ্গরাজার পুত্র খলপান, তৎপুত্র দিবিরথ, তৎপুত্র ধর্ম্মরথ, তৎপুত্র চিত্ররথ, ইনি নিঃসন্তান হন। পূর্ব্বে ত্রেতা যুগে রোমপাদ নামে ঐ রাজ্যের রাজা ছিলেন, তাঁহার বংশ ক্রমে বিস্তার হইয়া আসিয়াছে, রোমপাদান্বয়ে, চতুরঙ্গ নামে এক রাজা হন, মতান্তরে তৎপুত্র পৃথুলাক্ষ তৎপুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা, তৎপুত্র বৃহদ্ভানু, তৎপুত্র আদ্য, তৎপুত্র বৃহৎমনাঃ, তৎপুত্র জয়দ্রথ, তৎপুত্র বিজয়, সংভূতি নাম্নী তৎপত্নী, তদ্গর্ভে ধৃতিনামে একপুত্র জন্মে, ঐ ধৃতির পুত্র সৎকর্ম্মা, তৎপুত্র অধিরথ, অধিরথ নিঃসন্তান গঙ্গাতীরে তাম্রপুটকে ভাসমান কুন্তী গর্ভজাত সূর্য্যপুত্র কর্ণকে প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপালন করেন। অতএব কর্ণের

নাম আধিরথি হয়, পরিণামে কর্ণই অঙ্গ রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। কর্ণের পুত্র বৃষসেন, ইনি ভারতযুদ্ধে হত হওয়াতে তদ্বংশের বিচ্ছেদ হয়। যযাতি পুত্র দ্রুহ্যু; তৎ-পুত্র বভ্রু, তৎপুত্র সেতু, তৎপুত্র আরব্ধ, তৎপুত্র গান্ধার, ঐ গান্ধার স্বনাম খ্যাত দেশে বাস করতঃ যবন রাজ্যপালন করেন, এক্ষণে তন্নাম "কান্দেহার," গান্ধারপুত্র ধর্ম্ম, তৎপুত্র ধৃত, তৎপুত্র দুর্ম্মদ, তৎপুত্র প্রচেতাঃ, ইহার একশত পুত্র হয়। তাহারা সকলেই সঙ্কীর্ণাচারী অবৈধপিশিতাহারী ম্লেচ্ছপ্রায় হইয়া তদ্রাজ্য পরিপালন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন।

তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র ভগ, তৎপুত্র ভানুমান, তৎপুত্র ত্রিভানু, তৎপুত্র করন্ধম, তৎপুত্র মরুত্ত, তৎপুত্র দম, ইনি ম্লেচ্ছ রাজ্যান্তক রূপে অনেক ম্লেচ্ছ যবনকে বি-নাশ করতঃ তদ্দেশে স্বরাজ্য বিস্তার করেন, কিন্তু ধর্ম্মের প্রতিলোমবর্ত্তী, সংকীর্ণাচারী দস্যুপ্রায় অশিষ্ট সম্মত তদ্বংশ্যেরা ম্লেচ্ছদেশের রাজা হইয়া ম্লেচ্ছবৎ ব্যবহার করিয়া-ছিল। কালে তাহারা উশীনর, তিতিক্ষু, গান্ধারাদি বংশকে পরাজয় করিয়া কলিতে তদ্দেশের সকল রাজ্য গ্রহণ করে, তদনন্তর ত্রেতাযুগে উৎপন্ন মরুত্ত রাজার বংশে দম নামা-ন্তর প্রাপ্ত কোন রাজা অনেক ম্লেচ্ছ বিনাশ করিয়া তত্তৎ-দেশকে অরণ্যপ্রায় করেন, সেইকালে বহি ও ইক, এই পিশাচ পিপাচী হইতে বাহীকাখ্য একপ্রকার পুনর্ম্লেচ্ছ জাতির উৎপত্তি হয়। এ বিবরণ ইতঃপূর্ব্ব প্রতীপরাজশাসন

কালের আখ্যায়িকাতে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অনুভবী করিবেন।—যদুবংশ কথনানন্তর বাহীক ম্লেচ্ছের রূপগুণ ব্যবহার বিস্তার করিয়া লিখিব।

যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদু, ইনি অতিশয় ধার্ম্মিক, মহাযজ্বা, সত্যব্রত, দৃঢ়ধন্বা, প্রতাপী; তিনি বাহুবলে সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু স্বীয় সৌজন্য গুণ নির্ভরতা প্রযুক্ত পিতৃবাক্য হেলন না করিয়া সাম্রাজ্যপদে অভিলাষী না হইয়া কেবল মথুরাতে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক, ঐ যৎকিঞ্চিৎ খণ্ডরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। তৎপুত্র চতুষ্টয়।—যথা সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল ও রিপু; সহস্রজিৎ জ্যেষ্ঠ, তৎপুত্র শতজিৎ, ইহাঁর তিনপুত্র, মহাহয়, হৈহয়, রেণুহয়, ইহারা সকলে হৈহয় দেশে বাস করেন, হৈহয় দেশের নাম এক্ষণে বোম্বাই; ঐ দেশে পূর্ব্বেও ত্রেতাযুগে, হৈহয় নামে এক জন রাজা ছিলেন, তিনিও ঐ যযাতির বংশ, তৎস্থাপিত হৈহয় দেশ, হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্ম, তৎপুত্র নেত্র, তৎপুত্র কুন্তি, তৎপুত্র সোহঞ্জি, তৎপুত্রদ্বয় যশ মহিষ্মান ও ভদ্রসেন। ভদ্রসেনেরপুত্র দুর্ম্মদ, তৎপুত্র ধনক, তৎপুত্র কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতকর্ম্মা, কৃতৌজা, কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, ইনি বাহুবলে সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন।

কার্ত্তবীর্য্যের তুল্য পরাক্রমী রাজা কেহ ছিল না, দত্তাত্রেয়ের শিষ্য, তৎপ্রসাদে নানা যোগপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বোপরি আধিপত্য করিয়াছিলেন। কোন রাজাই কার্ত্তবীর্য্যের তুল্য

ক্ষমতাবান ছিলেন না, দান তপস্যা যজ্ঞাদিতে এবং শাস্ত্রা দিতে, অদ্বীতীয় বীর্য্যবান ছিলেন। (পঞ্চাশীতি সহস্রাণি হ্যব্যাহত বলসমাঃ) মহারাজা কার্ত্তবীর্য্য অব্যাহত বল পঁচাশী সহস্র বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়া পরশুরামের হস্তে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। যথা। জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষণ, মধু, উর্জ্জিত; জয়ধ্বজের পুত্র তালজংঘাদি একশত সংখ্যক, তাহারা ঔর্ব্বমুনির তেজে উর্জ্জিততেজা সগর কর্ত্তৃক নিহত হয়। তালজঙ্ঘের জ্যেষ্ঠপুত্র বীতিহোত্র। মধুর পুত্র বৃষ্ণি প্রভৃতি এক শত, বৃষ্ণিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; তন্নামে তৎকুল বিখ্যাত হয়। ঐ বংশের নাম মাধব ও বাঞ্চেয় বলিয়া শাস্ত্রে খ্যাত করেন। এবং আদিপুরুষ যদুরাজা, একারণ যাদব সংজ্ঞাও হইয়াছিল। যদুর অপর পুত্র (ক্রোষ্টু) তৎপুত্র বৃজিনবান, তৎপুত্র স্বাহিত, তৎপুত্র বৃষদ্গু, তৎপুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র শশবিন্দু, এই শশবিন্দু মহাভাগ্যবান, মহাতেজস্বী যদুবংশের সমস্ত অংশের উপর চক্রবর্ত্তী ছিলেন; সর্ব্বত্র অপরাজিত মহারত্ন চতুর্দশের পরিভোক্তা ছিলেন। যথা চতুর্দ্দশ রত্ন সংখ্যা।

গজবাজি রথ স্ত্রীষু নিধির্মালাম্বর ক্রমাঃ।
শক্তিস্পার্শ মণিচ্ছত্র বিমানানি চতুর্দ্দশঃ। ইতি

মার্কণ্ডেয়ে॥

হস্তী, অশ্ব, রথ, যুবতী, নিধি, মালা, বস্ত্র, কল্পবৃক্ষ, শক্তি, স্পর্শ, মণি, বারুণছত্র; বিমান অর্থাৎ হর্ম্ম্যাট্টালাদি অপিবা কামগামী যন্ত্র রথাদি যান।

শশবিন্দু রাজা এই চতুর্দ্দশ মহারত্নভোক্তা ছিলেন। তাঁহার দশ সহস্র পরিণীতা ধর্ম্মপত্নী ছিল, তাহার দশ সহস্রমহিষী গর্ব্ভে দশলক্ষ ও দশ সহস্র পুত্র জন্মে, সকলেই মহাবলবান, তন্মধ্যে ছয়জন অতি প্রধান,তাঁহাদিগের নাম যথা,পৃথু শ্রবা, পৃথুকীর্ত্তি, পুণ্যযশা, মহাহব, মহেষ্বাস, মহাযজ্বা; পৃথু-শ্রবার পুত্র ধর্ম্ম, তৎপুত্র, উশনা, এই উশনা একশত অশ্ব-মেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উশনার পুত্র রুচক, তাঁহার পাঁচপুত্র, পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু, জ্যামোঘ; জ্যামোঘ নিঃসন্তান হওয়াতে শৈব্যা নাম্নী অন্যা এক ভার্য্যার পাণি-গ্রহণ করেন; ঐ শৈব্যার গর্ব্ভে বিদর্ভ নামে তাঁহার একপুত্র হয়; বিদর্ভ পত্নী সতী, তদ্গর্ব্ভে তিন পুত্র হয়। যথা কুশ, ক্রথ, রোমপাদ; রোমপাদের পুত্র বভ্রু, তৎপুত্র কৃতি, তৎপুত্র উশিক, উশিক হইতে চেদিবংশ ক্ষত্রিয়-জাতি বিস্তৃত হয়; যে বংশে দমঘোষ, তৎপুত্র শিশুপালাদি উৎপন্ন হইয়াছিল।

অপর ক্রথ, তৎপুত্র কুন্তি, তৎপুত্র বৃষ্ণি,তৎপুত্র দশার্হ তৎপুত্র ব্যোম, ব্যোমের পুত্র জীমূত, তস্যপুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র নবরথ, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্র শকুনি, তৎপুত্র করম্ভি, তৎপুত্র দেবরাত। দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র, তৎ-

পুত্র মধু, তৎপুত্র কুরুবশ, তৎপুত্র পুরুহোত্র, তৎপুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র সত্বত, তৎপুত্র, সপ্ত, যথা ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক, ভোজ; ভজমানের দুইপত্নী; তাহাতে নিম্নোচি, কিঙ্কণ, ধৃষ্টী, এক পত্নীতে এই তিন পুত্র হয়। অপর পত্নীতে শতজিৎ, সহস্রজিৎ, অযুতাজিৎ, ইতি। দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু, এই উভয় পিতাপুত্রের প্রশংসাশাস্ত্রে করিয়াছেন; সকল মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণশালী, আর সকল দেবতার সহিত সমান ক্ষমতাপন্ন দেবাবৃধ।—ইহাদিগের পঞ্চষষ্টি পুরুষে (৬০০৮) সংখ্যক প্রজা অমরণ ধর্ম্মীর ন্যায় বহুকাল জীবিত ছিল। ইতি।

ভোজের পুত্র মহাভোজ, তাঁহার পুত্রের যত বংশবিস্তার হইল তাহারা সকলেই ভোজবংশ নামে খ্যাত হন।

বৃষ্ণির পুত্র সুমিত্র, তৎপুত্র যুধাজিৎ, তৎপুত্র শিনি, তৎ-পুত্র অনমিত্র, তৎপুত্র নিম্ন, নিম্নেরদুই পুত্র যথা সত্রাজিৎ ও প্রসেন, অনমিত্রের অপর পুত্র সত্যক, সত্যকের তিনপুত্র যুযুধান, সাত্যকি, বৈজয়' বৈজয়পুত্র কলি; অনমিত্রের নাম যুগন্ধর, বৃষ্ণি, অপর সফল্ক, চিত্ররথ, সফল্কপত্নী গান্ধিনী, তদ্গর্ভে সফল্ক হইতে যে পুত্র জন্মে তাহার নাম অক্রূর, অপর আরো একাদশ পুত্র হয়, তাহাদিগের নাম যথা আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুরি, গিরি, ধর্ম্ম, বৃদ্ধ, সুকর্ম্মা ক্ষত্র, পেক্ষ, অরিমর্দ্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদ, ইহাদিগের ভগ্নীর নাম সুচারা, অক্রূরের তিনপুত্র, যথা দেববান্, উপ

দেব, অপর চিত্ররথ, চিত্ররথের পৃথু, বিদুরথ, প্রভৃতি অনেক পুত্র, ইহারা সকলেই বৃষ্ণিবংশ নামে প্রথিত। অন্ধকের চারিপুত্র যথা কুকুর, ভজমান, শুচি, কম্বলবর্হী; কুকুরের পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র বিলোমা, তৎপুত্র কপোতরোমা, তৎ-পুত্র অনু, এই অনু সঙ্গীত বিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন, গন্ধর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সুগায়ন তুম্বুরুর সহিত উঁহার সখ্য ছিল॥ অনুরপুত্র অন্ধক, তৎপুত্র দুন্দুভি, তৎপুত্র অবিদ্যোত, তৎপুত্র পুনর্ব্বসু, তৎপুত্র আহুক, কন্যা আহুকী, আহুকের দুই পুত্র, দেবক, উগ্রসেন, দেবকের চারিপুত্র যথা, দেববান, উপদেব, সুদেব, দেববর্দ্ধন, অপর দেবকের সপ্ত কন্যা তাহাদিগের নাম। যথা ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, উপদেবা, সহদেবা, দেবকী, ইহাঁরা সকলেই বসুদেব কর্ত্তৃক পরিণীতা। অপর বর্ণান্তরীয় রোহিণী প্রভৃতি বসুদেবের আরো সকল পত্নী ছিল, পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা রোচনা, ইলা ইত্যাদি।

উগ্রসেনের কংস, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহু, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি, তুষ্টিমান এই নব সন্তান, কন্যা পাঁচ যথা কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভু, রাষ্ট্রপালিকা, বসুদেবের অনুজ ভ্রাতা এই পঞ্চের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অপর শাখায়। বিদূরথের পুত্র ভজমান, তৎপুত্র শিনি তৎপুত্র ভোজ, হৃদিক, হৃদিকের পুত্র দেবমীঢ়, শতধনু, কৃতবর্ম্মা, দেবমীঢ়ের পুত্র শূর, শূরপত্নী মারিষা, তদগর্ভে

শূরের দশপুত্র হয়, তাহাদিগের নাম। যথা বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, সঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, সমীক, বৎস, বৃক, বসুদেবের জন্মকালে দেবতারা স্বর্গীয় বাদ্য আনক ও দুন্দুভির বাদ্য করিয়াছিলেন,একারণ আনক দুন্দুভি বলিয়া বসুদেবের একটি নাম ঘোষিত হইয়াছিল। ঐ শূরের পঞ্চ কন্যা হয়, তাহাদিগের নাম। যথা পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা, রাজাধিদেবী, কুন্তিরাজার সহিত শূরের সখ্যহেতু তাহাকে পালন করিতে পৃথাকে সমর্পণ করেন, যাহাতে পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি হয়। ঐ পৃথা দুর্ব্বাসার প্রসাদে আকর্ষণী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া পরীক্ষণার্থে বাল্যকালে সুর্য্যদেবকে আকর্ষণ করেন, তাহাতে বালিকা কালেই সুর্য্যহইতে তদ্গর্ভে কর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। অনন্তর দেবাহুতির পরিতোষ করিয়া অদুষ্টা হন্ এবং পুনঃ কন্যাত্ব প্রাপ্তি হয়। পরে মহারাজা পাণ্ডু তাঁহাকে বিবাহ করেন। শ্রুতদেবাকে কারুষ রাজ বৃদ্ধ শর্ম্মা গ্রহণ করেন, যদ্গর্ভে দন্তবক্রের উৎপত্তি হয়। কেকয়রাজ ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ করেন, তাহার গর্ভে সন্তর্দ্দনাদি পঞ্চপুত্র জন্মে। অবন্তী রাজা রাজাধিদেবীকে বিবাহ করেন, তদ্গর্ভে আবন্ত্যজয়সেনের উৎপত্তি হয়। আর চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণারি শিশুপালের জন্ম হয়। বসুদেব ভ্রাতা দেবভাগ কংস ভগিনী কংসাতে চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল নামে দুইপুত্র জন্মান। দেবশ্রবা, কংসা-

বতীতে সুবীর ও ইষুমান বৃক নামকতিন পুত্রের উৎপাদন করেন। কঙ্কাগর্ভে কঙ্ক সত্যজিৎ, পুরুজিৎ, এই পুত্রদ্বয় উৎপাদন করেন। সৃঞ্জয়, রাষ্ট্রপালীতে বৃষ, দুর্ম্মর্ষণাদি কয়েক পুত্র জন্মান। শূর ভূমীতে শ্যামক হরিকেশ, হিরণ্যাক্ষ, নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। বৎসক, অপ্সরামিশ্রকেশীর গর্ভে বৃকাদি বহু পুত্র জন্মান, বৃক, দুর্ব্বাক্ষা ভার্য্যাতে তক্ষ, পুষ্করমালী ইত্যাদি অনেক পুত্রের উৎপাদন করেন। সুদামনী সমীক হইতে সুমিত্র, অর্জুনপালাদি বহু পুত্র প্রসব করেন। আনক, কর্ণিকা পত্নীতে ঋতুধামা ও জয় নামে দুইপুত্রের উৎপাদন করিয়াছিলেন।

দেবকী প্রভৃতি ভার্য্যার গর্ভে বসুদেব বল, গদ, সারণ, দুর্ম্মদ, বিপুল, ধ্রুব, আর রোহিণী গর্ভে কৃতাদি, পৌরবী গর্ভে সুভদ্র, ভদ্রবাহু, দুর্ম্মদ, ভদ্র, মদিরা গর্ভে নন্দ, উপনন্দ, কৃতক শূরাদি দ্বাদশ পুত্র; কৌশল্যা গর্ভে কেলী নামে এক পুত্র। রোচনা গর্ভে হস্ত, হেমাঙ্গদাদি, ইলা গর্ভে মুরুবল্কাদি অনেক পুত্রের উৎপাদন করেন। বসুদেবের অপর ভার্য্যাতে যে সকল পুত্রোৎপত্তি হয় তাহা কহিতেছি। ধৃতদেবার পুত্র বিপৃষ্ঠ, শান্তিদেবার পুত্র প্রশম, প্রথিতাদি। উপদেবার রাজন্যকল্প বর্ষাদি দশ পুত্র, শ্রীদেবার পুত্র বসুহংস, সুবংশাদি ছয়। দেবরক্ষিতার পুত্র গদাদি নয়। সহদেবার পুত্র শ্রুতমুখ্যাদি অষ্ট।

অনন্তর বসুদেবের মুখ্যা মহিষী দেবকী, তাঁহার অষ্টপুত্র

যথা কীর্ত্তিমন্ত, সুষেণ, ভদ্রসেন, উদারধী, ঋজু, সংমর্দ্দন, সঙ্কর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণ। কন্যা দুই যথা একানংশা, ও সুভদ্রা; দুর্ব্বাসাকে একানংশা দান করেন, অর্জুন সুভদ্রার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বংশের সকল লিখিতে পারিলাম না।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন। হে মহাত্মন্! আপনি যেরূপ শাস্ত্র সমন্বিত যুক্তি কহিলেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি চলেনা বটে, কিন্তু মনোমধ্যে যে কত প্রকার সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা কহিতে হইলে, যদি আপনি বিরক্ত হন, এই আশঙ্কায় সে সকল বিষয়ের প্রশ্ন করিতে পারিতেছি না। অর্থাৎ আপনার অভয়াজ্ঞা না করিলে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই না?।

পরমহংসের উত্তর। রে বৎস! সন্দিহান ব্যক্তির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বিহিত, কিন্তু সুষ্ঠু তর্ক করা বিহিত হয় না। যে যে বিষয়ে যখন যে সন্দেহ হয়, তখন বিজ্ঞ সন্নিধানে সেই সেই সকল বিষয়ের প্রশ্ন করিয়া জানা অতি আবশ্যক, নতুবা সেই সন্দেহাকুলে আকুল হইলে সমূলে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মের পথ অতি গহ্বরে নিষণ্ণ, সূক্ষ্ম বুদ্ধি ব্যক্তি সেই সূক্ষ্ম পথে পাদ সঞ্চরণ করিতে পারে ধর্ম্ম অতি উপাদেয় বস্তু, ধর্ম্মমূর্ত্তি, অতি মনোহর, ধর্ম্মই

সমস্ত বিশুদ্ধ সুখের কারণ হন। এই জগতীতলে আসিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মে বিমুখ হয়, সে কখনই বিশুদ্ধ সুখের মুখাবলোকন করিবার যোগ্য হয় না। অতএব অদ্য দিনমণি মরীচিমালী অস্তাচল চুড়াবলম্বন করিতেছেন, অতএব তোমারআর কোন প্রশ্ন শ্রবণের আবশ্যক করিতেছে না, যেহেতু আবশ্যকীয় কর্ম্ম সম্পাদনের সময় হইয়াছে, অদ্য তোমরা আপন আপন বাসস্থানে গমন করতঃ আবশ্যকীয় কর্ম্ম সমাপনান্তে সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করহ, আমিও আপন আধিকারিক কর্ম্মের যথানুষ্ঠানে নিযুক্ত হই। কল্য মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়াবসানে বৈকালে আসিয়া সন্দেহ নিরসনার্থে মনোভিমত প্রশ্ন করিহ, পরমহংস শ্রীল শ্রীকাশীশ্বর তীর্থস্বামী ভক্ততত্ত্বজ্ঞানী ও কর্ম্মবাদীকে বিদায় করিয়া যথা বিহিত স্বকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

ইতি সন্দেহ নিরসনে দ্বিতীয় অংশ সমাপ্তঃ।

অথ গ্রহস্থধর্ম্ম কথন।

বৈদিক উদ্বাহ সংস্কার।

অথ জ্ঞাতি কর্ম্ম।

বিবাহ দিবসে পিতৃ সপিণ্ড সুহৃৎগণেরা যব, মাসকলাই মুগ, মুসুর, এই চারি দ্রব্য বিলক্ষণ চুর্ণ করিয়া একত্র করতঃ

মন্ত্র পড়িয়া কন্যার সর্ব্বাঙ্গে ম্রক্ষণ করাইবেন। তন্মন্ত্রং যথা পদ্ধতি।

অনন্তর কন্যার পতিরনাম উচ্চারণ করতঃ তদ্দ্রব্য কিঞ্চিৎ উদক পুর্ণ কলসে নিঃক্ষেপ করিবেন। পরে ঐ উদকস্থ জলে কন্যার শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্ব গাত্রে অভিষেচন পুর্ব্বক স্নান করাইবেন। তন্মন্ত্রং যথা পদ্ধতি।

অনন্তর পুনর্ব্বার ঐৰূপ জলকুম্ভ লইয়া পদ্ধতি উক্ত মন্ত্র পাঠপুর্ব্বক কলসস্থ জল শিরোদেশে কিঞ্চিৎ দিয়া ক্রোড়-দেশে বহুতর জল দিবে, যাহাতে উপস্থদেশ অতিশয় প্লাবিত হয়।

পুনরপি ঐৰূপ পদ্ধতি উক্ত মন্ত্রান্তর পাঠ করিয়া কুম্ভস্থ সলিল কিঞ্চিৎ মস্তকে দিয়া ক্রোড়দেশে বহুতর জল প্র-দানপূর্ব্বক উপস্থদেশকে প্লাবিত করিবেন।

ইতি জ্ঞাতিকর্ম্ম সমাপ্তঃ।

অথ সম্প্রদান কর্ম্ম।

পিতা, পিতৃব্য, মাতা, এবং মাতুল, ও মাতুলানী ও সুহৃদ বন্ধুবান্ধবেরা পরস্পর সকলেই কন্যা সম্প্রদান করিতে পারে। বিবাহ দিবসে পিতা প্রাতঃস্নাতঃ ও কৃতাহ্নিক হইয়া স্বস্তিবাচন পুর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পুজা গন্ধাধিবাসন, বসুধারাসম্পাতন আয়ুষ্য জপ বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করতঃ সুর্য্যাস্তাচলে গমন করিলে পর, পশ্চিমা সন্ধ্যা সমাপনান্তে লগ্ন সময়ে পিতা বা অন্য সম্প্রদাতা মঙ্গলা-

চারতঃ মুখচন্দ্রিকা সমাপন করিয়া অর্থাৎ স্বস্তি বাচনাদি করিয়া জামাতার বসিবার পূর্ব্বে ছায়ামণ্ডপে একটী পায়স্বিনী গাভী সংস্থাপন করিবেন, তন্মন্ত্রং। যথা পদ্ধতি।

অনন্তর জামাতা যথা পদ্ধতি উক্তমন্ত্র পাঠ করিয়া বরাসনে উপবেশন করিবেন। প্রত্যঙ্মুখোপবিষ্ট সম্প্রদাতা বরের বরণ করিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদানপূর্ব্বক বরের অর্চ্চনা করিবেন। যথা আসনোপবিষ্ট জামাতাকে সংপ্রদাতা যোড় হস্তে বলিলেন। (সাধুভবানাস্তাং) অর্থাৎ তুমি সাধু আছ, জামাতা কহিবেন (সাধ্বহ মাসে) আমি সাধু আছি। অনন্তর সংপ্রদাতা কহিবেন (অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং) আমরা তোমাকে অর্চ্চনা করি। জামাতা কহিবেন (অর্চ্চয়) তোমারা আমাকে অর্চ্চনা করহ। এই অনুজ্ঞাপ্রাপ্তে সম্প্রদাতা গন্ধ পুষ্পমাল্য চন্দন বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা জামাতাকে অর্চ্চনা করিবেন। অর্চ্চনানন্তর পুষ্পাক্ষত হস্তে জামাতার দক্ষিণাজানু ধরিয়া বাক্য প্রয়োগ করিবেন। (অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রং অমুক প্রবরং অমুকদেব শর্ম্মাণং বরকর্ম্ম করণায় ভবন্তমহংবৃণে) জামাতা কহিবেন (বৃতোস্মি) সংপ্রদাতা কহিবেন, (যথা বিহিতং বৃতকর্ম্ম কুরু) জামাতা কহিবেন (যথা জ্ঞানং করবাণি)। অনন্তর জামাতাকে স্ত্রী আচার করিতে লইয়া যাইবে। তৎকর্ম্ম সমাপনান্তে পুনর্ব্বার ছায়া মণ্ডপে আসিয়া স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইবেন।

সংপ্রদাতা সাগ্রপঞ্চ বিংশতি কুশপত্র দ্বারা দুই ফের গ্রন্থি-মুক্ত অধোমুখ বিষ্টর নির্ম্মাণ করিয়া উত্তরাগ্র উত্তান হস্ত-দ্বারা গ্রহণ করতঃ মন্ত্র পড়িবেন যথা (বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতি গৃহ্যতাং) বলিয়া জামাতাকে অর্পণ করিবেন।

অনন্তর জামাতাও পদ্ধতি উক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া অর্থাৎ (বিষ্টরং প্রতি গৃহ্ণামি) বলিয়া সম্প্রদাতার প্রদত্ত বিষ্টর প্রতি গ্রহণ করিবেন। বিষ্টর গ্রহণান্তর জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা পদ্ধতি।

মন্ত্র পাঠানন্তর ঐ বিষ্টর লইয়া নিজাসনে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবেন এবং তদুপরি উপবেশন করিবেন। অনন্তর সম্প্রদাতা সেইরূপ বিষ্টর পুনর্ব্বার লইয়া (বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং) ইহা বলিয়া জামাতা হস্তে অর্পণ করিবেন মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক (বিষ্টরং প্রতি গৃহ্ণামি) বলিয়া জামাতা বিষ্টর গ্রহণ করতঃ মন্ত্র পড়িবেন।

তন্মন্ত্রং যথা পদ্ধতি।

মন্ত্র পাঠ করিয়া উভয় পাদের অধঃস্থানে উত্তরাগ্র বিষ্টর সংস্থাপন করিবেন। অনন্তর সংপ্রদাতা জলপাত্র লইয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন যথা (পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং) বলিয়া জামাতাকে পাদ্য প্রদান করিবেন। জামাতাও যথা বিধি মন্ত্র পড়িয়া পাদ্যং প্রতি গৃহ্ণামি বলিয়া গ্রহণ করতঃ অবলোকন করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

পাদ্য দর্শানানন্তর জামাতা যথা বিধি পদ্ধতি উক্তমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সম্প্রদাতার পুনঃপ্রদত্ত পাদ্যেবাম পাদ প্রক্ষালন করিবেন।—পুনঃ সম্প্রদাতা পাদ্য লইয়া যথা মন্ত্রে পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতি গৃহ্যতাং) বলিয়া জামাতাকে অর্পণ করিবেন, জামাতা (পাদ্যং প্রতি গৃহ্লামি) বলিয়া সেই (পাদ্য দ্বারা দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালন করিবেন। তন্মন্ত্র যথা।

পদ্ধতি।

তদনন্তর সম্প্রদাতা পুনরুদকাঞ্জলি লইয়া (পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতি গৃহ্যতাং) বলিয়া জামাতাকে দিবেন। জামাতাও (পাদ্যং প্রতি গৃহ্লামি) বলিয়া পাদ্য প্রতি গ্রহণ করতঃ উভয় পাদ প্রক্ষালন করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

অনন্তর সম্প্রদাতা অক্ষত পূর্ব্বাদধি কুশাগ্র দ্বারা শংখপাত্রে অঘ্য সাজাইয়া যথাবিহিত মন্ত্রে জামাতাকে অর্পণ করিবেন। অর্থাৎ (অর্ঘ্যং অঘ্যং অর্ঘ্যং প্রতি গৃহ্যতাং) জামাতাও (অর্ঘ্যং প্রতি গৃহ্লামি) বলিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করিবেন। অর্ঘ্য গ্রহাণান্তর আপন মস্তকে রাখিবেন। তন্মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

সংপ্রদাতা পুনঃ জলপাত্র হস্তে লইয়া। (আচমনীয় মাচমনীয় মাচমনীয়ং প্রতি গৃহ্যতাং) বলিয়া জামাতাহস্তে

অর্পণ করিবেন। জামাতাও (আচমনীয়ং প্রতি গৃহ্লামি) বলিয়া আচমনীয় গ্রহণ করতঃ উত্তর মুখ হইয়া আচমন করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

অনন্তর সম্প্রদাতা কাংস্যপাত্রে ঘৃত মধু দধিযুক্ত মধুপর্ক সাজাইয়া (মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতি গৃহ্যতাং) বলিয়া জামাতা হস্তে অর্পণ করিবেন। জামাতাও মধুপর্কং প্রতি গৃহ্লামি) বলিয়া ভূমিতে রাখিয়া মন্ত্র পড়িবেন। যথা।

পদ্ধতি।

তদনন্তর পুনর্ম্মন্ত্র পাঠ করতঃ তিনবার কিঞ্চিৎ মুখে দিয়া পরে অমন্ত্রক একবার ভক্ষণ করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

অনন্তর জামাতা মঙ্গলৌষধি লিপ্ত স্বীয় দক্ষিণ হস্তোপরি তাদৃশ মঙ্গলৌধি অর্চ্চিত কন্যার দক্ষিণ হস্ত সংস্থাপন করিবেন। তৎপরে সৌভাগ্যযুক্তা পতি পুত্রবতী নারী সকল মঙ্গল ধ্বনি করতঃ কুশ দ্বারা বরকন্যার হস্তদ্বয় বন্ধন করিবেক। সম্প্রদাতা তিল কুশ কুসুমযুক্ত জলপাত্র লইয়া মহাবাক্যে কন্যা উৎসর্গ করিবেন। যথা।

তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়। অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক

দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়। অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়। অমুক গোত্রায় অমুক প্রবরায় অমুক বেদ শাখাধ্যায়িনে অমুক দেবশর্ম্মণে বিশিষ্টবরায় তুভ্য মহং। অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং। অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং। অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং। অমুক গোত্রাং অমুক প্রবরাং শ্রীঅমুকীং দেবীং শ্রীবিষ্ণু প্রীতি-কাম। এনাং কন্যাং সবস্ত্রমচ্চির্তাং সালঙ্কারাং প্রজাপতি দৈবতা কাং অক্ষয় স্বর্গকামোহহং সংপ্রদদে।

এই মহাবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক সম্প্রদাতা বরের হস্তোপরি সতিল ফল জল কুশাদি সমর্পণ করিবেন। জামাতাও তাহা গ্রহণ করতঃ (স্বস্তীতি) বলিবেন। সম্প্রদাতাও (কন্যেয়ং প্রজাপতি দেবতা) ইহা বলিবেন। জামাতা গায়ত্রী পাঠ করতঃ। মন্ত্র পড়িবেন। যথা।

পদ্ধতি।

মন্ত্র পাঠানন্তর পুনর্ব্বার জামাতা সার্থ গায়ত্রী জপ করি-বেন। পরে সম্প্রদাতা সতিল জল কুশ কুসুম পাত্র লইয়া দক্ষিণান্ত করিবেন। যথা।

তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র অমুক দেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ অমুক গোত্রায় অমুক দেবশর্ম্মণেবিশিষ্ট বরায় কন্যাদান কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ সুবর্ণং তুভ্যমহং সংপ্রদদে।

এই বাক্যে সংপ্রদাতা জামাতা হস্তে দক্ষিণা দিবেন। জামাতাও (স্বস্তীতি) বলিয়া দক্ষিণাগ্রহণ করিবেন।

কেহ বা দক্ষিণান্তের পরে স্ত্রী আচার করিতে নিয়োগ করেন, মতান্তরে বরণের পরেই স্ত্রী আচার করিয়া পরে সম্প্রদান করেন। ইহা কেবল দেশ কাল পাত্রানুসারে হইয়া থাকে অর্থাৎ যে দেশে যেরূপ বিধি বদ্ধ আছে, তাহারা সেইরূপ প্রথাতেই স্ত্রী আচার সম্পন্ন করিয়া থাকেন। স্ত্রী আচার সমাপনান্তে পুনর্ব্বার ছায়া মণ্ডপে আসিয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া সম্প্রদান কর্ম্মের পরি সমাপন করিবেন। যথা

অথ গবীমোক্ষণ।

নাপিত দ্বারা (গৌ র্গৌঃ) এই শব্দ উচ্চারিত হইলে, অর্থাৎ নাপিত গৌ র্গৌঃ শব্দ করিলে পর জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা।

পদ্ধতি।

অনন্তর নাপিত গোরবন্ধন মুক্ত করিয়া দিবে, নাপিত কর্ত্তৃক গাভী পরিমুক্তা হইলে, জামাতা পুনর্ব্বার মন্ত্র বলিবেন।

যথাপদ্ধতি।

মন্ত্র পাঠানন্তর গাভীকে বিদায় করিবেন; অনন্তর সংপ্রদাতা ব্রাহ্মণ সকলকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবেন। পরিশেষে বেদাচার্য্য পুরোহিত মঙ্গলপূর্ব্বক মঙ্গল দ্রব্য সংযুক্ত বরকন্যায় বস্ত্রদ্বয়ে গ্রন্থি বন্ধন করিবেন যাবৎ পাণি গ্রহণীয় কুশণ্ডিকা ক্রিয়া সমাধা না হইবে

তাবৎ ভর্ত্তার দক্ষিণে কন্যাকে উপবেশন করাইবেন। তদ্‌বস্থায় দম্পতীকে প্রধান গৃহে বসাইয়া ললনাগণে পরিহাসাদি বিলাসপূর্ব্বক যথা বিধি সম্বন্ধানুসারে বৈবাহিক আহ্লাদ করিতে প্রবৃত্তা হইবে। ইতি সংপ্রদান কর্ম্ম।

গ্রন্থ প্রতিজ্ঞা।

সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থে দেব সম্বন্ধীয় ষোড়শোপচারাদি পূজার অনুষ্ঠান লিখিতেছি, যেহেতু ইহা দেব পূজকদিগের বিজ্ঞাত হওয়া অতি কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ না জানিয়া পূজায় বৃত হইলে সেই পূজা অভিচার প্রায় হয়; তাহাতে আপনার এবং যাহার হইয়া পূজায় বৃত হয় তাহার অসংশয় অনিষ্ট ফলোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং লক্ষণজ্ঞ হইয়া পূজা করিবে, কিন্তু সকলে ইহা অবগত নহেন, এজন্য লিখিবার প্রয়োজন হইল। এই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা কায়িকশ্রম দ্বারা যত্ন-পূর্ব্বক দেবতাদিগের অর্চ্চন বন্দনাদি না করে, তাহাদিগের এই মলপূরিত ব্যাধি মন্দির শরীরের ভারবহনে নিরর্থ ক্লেশভোগ মাত্র হয়। অতএব সাধুসদাশয়দিগের ঈশ্বর প্রণিধান কর্ম্মে যত্নপরায়ণ হওয়া উচিত। ইষ্টদেবাদির পূজার অনুষ্ঠানে অনেক প্রকার উপচার আছে, যথা পঞ্চোপচার, দশোপচার, ষোড়শোপচার দ্বাত্রিংশোপচার এবং চতুঃষষ্টি উপচার। তন্মধ্যে সাধ্যানু-

সারে আহরণ করিবে, সর্ব্বত্র সর্ব্বতঃ প্রচলিত প্রথমোক্ত যে ত্রিবিধউপচার, এই তিন উপচারের মধ্যে প্রাধান্য কল্পে ষোড়শোপচার হয়, তাহা হইতে তন্ত্রতা করিয়া সাধ্য-কল্পে পঞ্চ ও দশ উপচার প্রকথিত হইয়াছে। ব্যক্তি সম্বন্ধে ইষ্টদেবাদির পূজানুষ্ঠানও ত্রিবিধ প্রকার হয়। যথা নিত্য নৈমিত্ত কাম্য। নিত্য পুজায় উপচার যখন যেমন উপস্থিত হয় তাহাতেই সম্পন্ন হইতে পারে, যেহেতু তাহাতে ঐহিক ফল কামনা হীন অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মজ্ঞানে শুদ্ধ ঈশ্বরের উদ্দেশ মাত্র। নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মের ফল আছে, এজন্য যথাবিধানে সম্পন্ন না হইলে সিদ্ধ হয় না। বরং অবিধানে দ্রব্যাদি দানে অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা। অতএব নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া পুজোপচার লিখিতে লেখনীকে সঞ্চালন করিতে বাধিত হইলাম, আমি অতি লঘু সত্ত্ব, লঘুবিদ্য লঘুজীব, আমা হইতে যে ইহা সম্পন্ন হইবে এমত ভরসা নাই। তবে মহানুভাব সাধুজনের আশীর্ব্বচন প্রতি নির্ভর করিয়া প্রবৃত্তি করিতেছি, যদি লিপি প্রয়োগে ভ্রান্তি বশতঃ বর্ণনার ব্যত্যয় হয়, কিম্বা অশুদ্ধ প্রয়োগ হয়, অথবা ভাবগত বৈলক্ষণ্যাদি জন্মে, তাহা সুধীরবর পণ্ডিতগণে দোষবর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়া লইয়া থাকেন, এই মাত্র এক ভরসার প্রতি নির্ভর করি-লাম। ইতি।

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মা।

সাধারণ দেবতাপুজার ক্রম।

প্রথমতঃ অন্নদাকল্পে লিখিয়াছেন, যে সাধক ব্যক্তি তীর্থ সকলকে নমস্কার করতঃ যথাবিধি পুজার্থ জল লইয়া দেবতাকে ধ্যান করিয়া স্তব পড়িতে২ পুজামণ্ডপে প্রবেশ করিবেন।

দেশিকো বিধিবৎস্নাত্বা কৃত্বাপূর্ব্বাহ্ণিকাঃ ক্রিয়াঃ।
যাযা দলঙ্কৃতো মন্ত্রীযাগার্থং যাগমণ্ডপং। ইতি
মৎস্য সূক্তং।

মন্ত্রবিৎ পুজক বিধিবৎ স্নান করতঃ অলঙ্কৃত হইয়া পুর্ব্বাহ্নিকী ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিয়া পুজার্থ পুজা মণ্ডপে গমন করিবেন।

পূজামণ্ডপ মাগত্য প্রক্ষ্যালাঙ্ঘ্রি, করৌ ততঃ।
অস্ত্রেণ দ্বার মভ্যুক্ষ্য বাম দক্ষিণ শাখয়োঃ। ইতি
রুদ্র জামলং।

পুজাকর্ত্তা পুজামণ্ডপে আগমন করতঃ করপদ প্রক্ষালন পুর্ব্বক শুদ্ধ হইয়া অস্ত্র মন্ত্রে দ্বারদেশে জলক্ষেপ করতঃ দ্বারের বাম দক্ষিণশাখায় দ্বার দেবতার ন্যাস ও পুজা করিবেন। যথা

গঙ্গায়ৈ যমুনায়ৈচ নম উচ্চার্য্য পুজয়েৎ।
উর্দ্ধদ্বারেশ্রিয়ৈ অধোদেহল্যৈচ নমস্ততঃ।
অঙ্গ সঙ্কোচয়ন্নন্তঃ প্রবিশেদ্দক্ষিণা ঙ্ঘ্রিণা॥

বামপার্শ্বে গঙ্গায়ৈ নম, দক্ষিণে যমুনায়ৈ নমঃ উর্দ্ধদ্বারে লক্ষ্মৈ, এবং অধঃদেহল্যৈ নমঃ। ইতি উচ্চারণ করতঃ গন্ধ-

পুষ্প প্রক্ষেপানন্তর অঙ্গ সঙ্কোচ করতঃ অগ্রে দক্ষিণ পাদ প্রক্ষেপ দ্বারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবেন।

দ্বারানস্ত্রাম্বুনা প্রোক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ।
ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমভাবেন গণেশং বিঘ্ননাশনং॥

অস্ত্র মন্ত্রদ্বারা জলে দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ করতঃ ঊর্দ্ধাধঃ-ক্রমে দ্বারপূজা আরম্ভ করিবেন। যথা গণেশ, বিঘ্ননাশনকে গন্ধপুষ্প দিবেন।

মহালক্ষ্মীং মহামায়াং তথাদেবীং সরস্বতীং।
ক্ষেত্রেশং চ তথা গঙ্গাং যমুনাং পুষ্পবারিভিঃ।
অস্ত্রমন্ত্রেণ দেবেশি দেহলীঞ্চ সমর্চ্চয়েৎ। ইতি
মৎস্যসূক্তং।

মহালক্ষ্মী, মহামায়া, দেবী, সরস্বতী, ক্ষেত্রপাল, গঙ্গা, ও যমুনাদিকে দ্বারদেশে গন্ধপুষ্প জল দ্বারা অস্ত্রমন্ত্রে পূজা করিবেন, এবং অধোদেহলীকেও পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিবেন।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার মণ্ডল ষ্ট্রীট ১২ নং ভবন হইতে বিতরণ হয়।

কলিকাতা চিতপুর রোড বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্তুং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে ।

৮১ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৬ সন ১২৭১ সাল ২৯ মাঘ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

যদুবংশ বিস্তারিত কহিলে সকলেরনাম এ পুস্তকে ধরিতে পারে না; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বংশেই সমস্ত দ্বারকা পুরী পরিপূর্ণা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের ১৬০৮ ষোড়শ সহস্র তদতিরিক্ত আর অষ্ট মহিষী, তাহাদিগের প্রত্যেকের গর্ব্ভে

দশ দশ পুত্র ও এক এক কন্যা জন্মিয়াছিল; তৎপরে তাহা-দিগের পুত্র পৌত্রাদি হওয়াতে অসংখ্যেয় হয়, তাহার গণনা করা যায় না। অতএব এই পর্য্যন্তই যদুবংশ বিস্তার কথন সমাপ্ত করিলাম।

ইতিমধ্যে যদু বংশোদ্ভব শূরসেনের বংশে যে সকল রাজার নাম কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত্বিক সৎগুণাবলম্বী বিদূরথ, তৎপুত্র সত্যজিৎ, তৎপুত্র মহামনা, তৎপুত্র বসু, তৎপুত্র বৃকলাভ, তৎপুত্র বৃহৎঘোণ, তৎসুত সত্যধৃতি, ঐ সত্যধৃতির দুই স্ত্রী, একের পুত্র নাই, অপরার পুত্র উদ্ধব; ইতি মহাভাগবত নানা শাস্ত্র বিৎ, দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা যিনি সংসার ধর্ম্মে বিমুখ, শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পূর্ব্বে বদরিকা-শ্রমে গমন করতঃ তপোধর্ম্মে লগ্ন হন, এ কারণ যদুবংশ বিপ্লবকালে তাঁহার বিনাশ হয় নাই, স্কন্দপুরাণীয় রাজবংশ বিস্তারে এ প্রসঙ্গ আছে। অন্য পুরাণে ইহার বর্ণনা নাই।

অতঃপর মহারাজাধিরাজ, অখিল ধরামণ্ডল পরিপালক প্রতীপ রাজবংশ বিস্তার করিয়া কহিতেছি।—প্রতীপের ভানবী নাম্নী পত্নীতে তিন পুত্র হয়। যথা দেবাপি, শান্তনু, ও বাহ্লীক, মহারাজা শান্তনু শতোত্তর সহস্র বর্ষ রাজ্য করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, তৎশাসন কাল। (১১০০)

প্রতীপের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবাপি, তিনি মহাতপস্বী, পিতৃ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার্থে তপোবনে প্রবেশ করেন

তৎকনিষ্ঠ শান্তনু রাজা হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রজা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। দেবাপি সস্ত্রীক বনাশ্রমী হইয়া কলাপ গ্রামে বাস করেন, কিন্তু ঐ দেবাপি যোগারূঢ় যোগপ্রভাবে কলিযুগের শেষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন, কলি যুগে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় সকল বিনাশ হইলে পরে সত্য যুগারম্ভে মহারাজা দেবাপি পুনঃ ক্ষত্রিয় বংশের স্থাপনকর্ত্তা হইবেন, অর্থাৎ তৎকালে তাঁহা হইতেই পুনর্ব্বার চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হইবে, সেই সত্যের প্রথম রাজার নাম মরু, তৎপুত্র বিশাখ যপ ইত্যাদি।

প্রতীপের কনিষ্ঠপুত্র বাহ্লীক সিন্ধুরাজার কন্যাকে বিবাহ করেন; তদ্গর্ভে সোমদত্ত নামে এক পুত্র জন্মে, তৎপুত্র ভূরিশ্রবা ও শল, ইত্যাদি সিন্ধসৌবীর রাজবংশীয় অনেক ক্ষত্রিয় উৎপত্তি হয়।

মহারাজা শান্তনু অত্যন্ত ক্ষমতাবান পূর্ব্বে মহাভিষক্‌বর ছিলেন, অর্থাৎ মহৌষধি সকল পরিজ্ঞাতা ছিলেন। যথা

যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবন মেষ্যতি।
শান্তিমাপ্নোতি চৈবাগ্র্যাং কর্ম্মণাতেন শান্তনুঃ॥

মহারাজা স্বকীয় করদ্বয় দ্বারা যে সকল জীর্ণ পুরুষকে স্পর্শ করেন, সেই সকল ব্যক্তি জীর্ণতা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুন র্যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরমাশান্তি লাভ করিত, এই শোভনীয় কর্ম্ম সম্পাদকতা হেতু তাঁহার নাম শান্তনু হইয়াছিল।

মহারাজা শান্তনু গঙ্গা গর্ব্ভে ভীষ্ম নামক এক পুত্রোৎপাদন করেন, তিনি অলৌকিক ভয়ানক কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন, এজন্য মহর্ষিগণেরা তাঁহাকে ভীষ্ম বলিয়া খ্যাত করেন। আত্মবিৎ সম্মত পুরুষভীষ্ম, কৃতাত্মা শূর, মহাধার্ম্মিক, সমস্ত নীতিজ্ঞ, সম্যক্ কার্য্যকুশল, বেদাদি ধর্ম্ম সংহিতাবিৎ, শ্রুতজ্ঞ, মেধাবী, কৃতজ্ঞ, সুপণ্ডিত, পরলোক দর্শী মহাবিচক্ষণ, এবং ভাগবত শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বীরযূথাগ্রগণ্য মহাধনুর্দ্ধর ছিলেন, যাঁহার সহিত একাদিক্রমে এক বিংশতি বাসর কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া সাক্ষাৎ ধনুর্ব্বেদ মূর্ত্তি পরশুরাম পরিতোষিত হন্। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকারী হইয়াও ভৃগুরাম ভীষ্মকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন নাই।

অপর দাসকন্যা সত্যবতী গর্ভে শান্তনুর "বিচিত্র বীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ" নামে দুই পুত্র জন্মে, চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধে যক্ষহস্তে হত হন, বিচিত্রবীর্য্য অত্যন্ত রমণাসক্তি প্রযুক্ত যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া অল্প কালেই হত হইয়াছিলেন। ঐ দাসকন্যা সত্যবতীর কন্যাকালে অর্থাৎ অনূঢ়া কালে মহামুনি পরাশরকর্ত্তৃক দ্বৈপায়নের উৎপত্তি হয়। ইনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান্ অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন, লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতাররূপে মান্য করিতেন, বদরিকাশ্রমে বাস করাতে তাঁহার অপর এক নাম বাদরায়ণ হয়, তিনি আদ্য-

বেদকে চারিখণ্ড করিয়া ভাগ করাতে "বেদব্যাস" সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। যথা

পরাশরাৎ সত্যবত্যা মংশাংশ কলয়াহরেঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগ বেদংচক্রে চতুর্ব্বিধং॥

মহর্ষি পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে ভগবানের অংশাংশ কলাতে জন্ম গ্রহণ করতঃ দ্বৈপায়ন এক বেদকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিবেন। এই কথার ভবিষ্যৎ উক্তিতে যে জল্পনা ছিল, তাহা মহর্ষি ব্যাসদেব অবতীর্ণ হইয়া সফল করিয়াছেন।

ঋগথর্ব্ব যজুঃ সাম্নাং রাশীমুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্র সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণিগণাইব॥

ঋগ্বেদ, অথর্ব্বদেব, এবং যজু ও সামবেদ, হইতে বর্গ বিভাগক্রমে মন্ত্র রাশী উদ্ধৃত করিয়া চারিসংহিতা করেন, সূত্রেগ্রথিত মণিমালার ন্যায় চারিসংহিতায় মন্ত্রমালা গ্রন্থন করিয়াছেন।

তাসাং স চতুরঃ শিষ্যানুপাহূয় মহামতিঃ।
একৈকাংসংহিতাং ব্রহ্মন্নেকৈকস্মৈ দদৌ বিভুঃ॥

মহামতি বেদব্যাস আপেনার চারি শিষ্যকে আত্ম সমীপে আহ্বান করতঃ সেই সকল বেদ সংহিতার এক এক সংহিতা এক এক শিষ্যকে প্রদান করেন।

পৈলায় সংহিতা মাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যা মুবাচহ।
বৈশম্পায়ন সংজ্ঞায় নিগদাখ্যাং যজুর্গণং।

সাম্নাং জৈমিনয়ে প্রাক্ত তথাছন্দোগ সংহিতাং।
অথর্ব্বাঙ্গিরসীং নাম স্বশিষ্যায় সুমন্তবে ॥

মহর্ষি বেদব্যাস স্বশিষ্য পৈল ঋষিকে ঋগ্‌বেদ সংহিতা বলেন। আর বৈশম্পায়নাখ্য শিষ্যকে যজুর্ব্বেদ কন্। জৈমিনিকে সামবেদ ও ছন্দোগ সংহিতা বলেন, এবং আঙ্গিরসীশ্রুতি সমন্বিত অথর্ব্ববেদ সুমন্তু নাম স্বশিষ্যকে বিশেষ করিয়া কহেন, অতঃপর শ্লোক না লিখিয়া তদর্থে ভাষায় শাখা বিভাগ লিখিয়া জানাইতেছি।

পৈলাদি ব্যাস শিষ্য ঋষিগণেরদ্বারা ঐ বেদ চতুষ্টয় চারিভাগে পুনর্বিভক্ত হয়, যথা মন্ত্র, যজ্ঞ, উদ্গাত্র, স্তোম। মন্ত্রময় ঋগ্বেদ, যজ্ঞময় যজুর্ব্বেদ, উদ্গাত্রসাম, স্তোম অথর্ব্ব বেদ। এই চারিভাগের প্রণেতা পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তু।—ইহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা অনন্ত শাখায় বেদ বিভক্ত হইয়াছে।—প্রথম ঋগ্‌বেদ শাখা, ইন্দ্রপ্রমতি, বাস্কল, আশ্বলায়ন, অগ্নিমিত্র, মাণ্ডুকেয়, মণ্ডু, মাণ্ডুক্য, সৌভরি, সাকল্য, যাজ্ঞবল্ক, বাৎস্য মুদ্গাল, শালীয় গোখল, ও শিশির। অপর জাতূকর্ণ, ঐ জ াতুকর্ণ সম্যক্ বেদেরপ্রথম নিরুক্তকার হন. পরে তৎশিষ্য যাস্ক, শাকপুণি, উর্ণনাভ প্রভৃতি অনেক ভাষ্যকার হইয়াছিলেন। অপর শাখা বলাক, পৈল, জাবাল, বিরজ, বাস্কলি, বালিখিল্য কাশরি, মণ্ডল ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় প্রভৃতি তিনশত পঞ্চাশৎ শাখায় ঋগ্‌বেদ বিভক্ত হয়। ১।

যজুর্ব্বেদের প্রণেতা বৈশম্পায়ন, তৎশিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা যজুর্ব্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা শুক্লযজুঃ ও কৃষ্ণযজুঃ। তৎশাখা তৈত্তিরীয়, বাজসনেয়, কঠ, কাঠক, হিরণ্যকেশীয়, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, শ্বেতাশ্বতর, কালাগ্নি রুদ্র, গায়ত্রী প্রভৃতি একশত পঞ্চদশ শাখা। ২।

সামবেদ প্রণেতা জৈমিনি, তৎপুত্র কৌথুম, ইন্দ্রপ্রমতি, তাহারদিগেয় প্রণীত ঐ দুই শাখা, তাহা শিষ্য প্রশিষ্যদ্বারা অনেক শাখায় ভাগ হয়। হিরণ্য নাভ, কৌশল্য, পৌষ্পঞ্জি, এই তিন শাখা আবন্ত্য ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করেন। ঐ পৌষ্পঞ্জি ও আবন্ত্য ব্রাহ্মণদিগের শিষ্যানুশিষ্যের উদীচ্য সামগ হন, যথা ছন্দোগ প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি শাখা। তন্মধ্যে হিরণ্যনাভাদিও কেনৈষিতাদি শত শত লোক অর্থাৎ লোলাক্ষি, লাঙ্গল, কুল্য, কুলিশ, কুক্ষি, শাখা বিভক্ত করেন।

অথর্ব্ববেদ প্রণেতা সুমন্তু, তৎকৃত অথর্ব্ববেদ দুইভাগে বিভক্ত, যথা শান্তিকল্প, ও নক্ষত্রকল্প। শান্তিকল্পে ষট্‌কর্ম্ম লক্ষণ, নক্ষত্রকল্পে জ্যোতিঃশাস্ত্র বিচার, তাহাতে ভূগোলও খগোল প্রভৃতি অনেক বিষয়ের উপদেশ এবং রাজং নীতি, বৈষয়িক কর্ম্মোপদেশ, পদার্থতত্ত্ব, শিল্পকার্য্য, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্যকার্য্য প্রভৃতি অনেকানেক সাংসারিক বিষয়োপদেশ আছে। তদ্ব্যতীত পারমার্থিক বিষয়েরও অনেক প্রকার উপদেশার্থ তৎশিষ্যানুশিষ্যেরা শাখা ভেদ করেন। যথা প্রশ্ন, নারায়ণ, মহ, বানস্পত্য, কৌশিতকী, শতপথ

গোপথ, অথর্ব্বশিখ, অথর্ব্বশিরাঃ, গর্ভ, ক্ষুরিক, আত্মবোধ, কৈবল্যাদি, এবং শৌল্কায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ, পিপ্পলায়ন, বেদদর্শ, কুমুদ, শুনক, জাজলি, বভ্রু, আঙ্গিরস, সৈন্ধবায়ন, সাবর্ণি প্রভৃতি কৃত বেদশাখা পঞ্চশত ভাগে বিভক্ত হয়।—কেবল কশ্যপমুনি নক্ষত্রকল্প, আঙ্গিরসাদিরা শান্তিকল্পীয় বেদাচার্য্য হন্।

অপর এই চারিবেদের মুখ্যশাখাকে উপবেদ বলিয়া ধৃত করিলেন, যথা ঋগ্‌বেদের অন্তর হইতে আয়ুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদের অন্তর হইতে ধনুর্ব্বেদ, সামবেদের অন্তর হইতে গান্ধর্ব্ববেদ, অথর্ব্ববেদের অন্তর হইতে জ্যোতির্ব্বেদ ও শিল্পোপদেশ বাহির হইয়াছে।

বেদাঙ্গশাস্ত্রও বেদ হইতে নির্গত হয়, যথা শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ও ব্যাকরণাদি ছয় অঙ্গ, বেদান্ত শাস্ত্রও ঐ বেদাঙ্গত্বে ধৃত যথা উপনিষৎ মন্ত্র ব্রাহ্মণ সমষ্টি ও ব্রহ্ম প্রশংসা।

অপর ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত পুরাণ কাব্য ও ইতিহাস; এ সকল বৈদিক প্রস্তাবকে পঞ্চমবেদ বলে। অল্পবুদ্ধি জনের বেদার্থবোধের নিমিত্ত ভগবান বাদরায়ণ বিভাগানুক্রমে শ্লোকিত করিয়া ইতিহাস পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন। ইহার গ্রাহক ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, হারীত। এই কয়েক জন, কাব্যগ্রাহক বাল্মীকি, ইতিহাস গ্রাহক বৈশম্পায়ন হয়েন।

পুরাতনীয়া কথা প্রসঙ্গকে পুরাণ বলিয়া উক্ত করিলেন, পুরাণের লক্ষণ ষট্‌সংবাদ, ইতিহাস কাব্যের এক সংবাদ মাত্র। পঞ্চ লক্ষণ ও দশ লক্ষণাক্রান্ত মহাস্বল্পাখ্যায় পুরাণ দ্বিবিধ প্রকার অর্থাৎ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। যথা সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, বৃত্তী, রক্ষা, মন্বাদিরাজবংশ, ও বংশানু-চরিত উপপুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ হয়।

মহাপুরাণ লক্ষণ যথা। সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, সংস্থা, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, ভগবৎ প্রসঙ্গ, মুক্তি ও আশ্রয় ইত্যাদি। অথ সৃষ্ট্যাদি লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন। অব্যাকৃত পরমাত্মা হইতে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব ও অহংতত্ত্বাদি সূক্ষ্মরূপ মহাভুতাদির বৃত্তির, সূক্ষ্মেন্দ্রিয় বৃত্তির উৎপত্তি, ইহার নাম সৃষ্টি। ১। তাহা হইতে স্থূল ভূতাদির যে উৎপত্তি তাহাকে বিসর্গ বলে, যেমন আদি-বীজ হইতে পুন বীজোৎপত্তি হয়, তদ্বৎ ঈশ্বরানুগ্রহীত মহাদাদির পুর্ব্ব কর্ম্ম বাসনার প্রধানরূপ সমাহার অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যরূপ চরাচর প্রাণী মাত্রের উৎপত্তিকে প্রতিসৃষ্টি বলে॥ ২। অপর উৎপন্ন জীবের বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা নির্দ্দেশ করণকে বৃত্তি বলিয়া বেদে উক্ত করিয়াছেন॥ ৩॥

দেব, তির্য্যক, নরাদিরূপে অবতার হইয়া ভগবান এই বিশ্বের শান্তি বিধান করেন, সেই শান্তিবিধানের নাম রক্ষা॥ ৪॥

স্বায়ম্ভুবাদি অতীত ষট্ মন্বন্তর ও বর্ত্তমান বৈবস্বৎ এবং অনাগত সপ্ত, এই চতুর্দ্দশ কাল ববর্ণারনাম, মন্বন্তর। ৫। অনন্তর তত্তৎ মন্বাদির ক্রমান্বয়ে বংশ বিস্তার কথনকে বংশ বলে॥ ৬ ॥ তদর্থে ঈশ্বরানুচরিত বর্ণন ইহার নাম বংশানুচরিত। ৭। এই বিশ্বের উৎপত্তি ভঙ্গাদির, অর্থাৎ উৎপন্ন বিশ্বের চতুর্ব্বিপ্রলয়কে, যথা নিত্য নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক, ও মহাপ্রলয়াদি চারি প্রকার প্রলয়কে নিধো বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ৮ ॥

সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্যাদি চতুষ্টয়াদিকে মুক্তি, কহিয়াছেন॥ ৯ ॥ নিরতিশয় পরমাত্মাতে সমাশ্রিত হইয়া সর্ব্ব সংসার বন্ধের পরিমোচন, এবং ব্রহ্মভূত জীবের পরব্রহ্মে লয়াবস্থার নাম আশ্রয়॥ ১০ ॥

অনন্তর মহাপুরাণ ও উপপুরাণের সংজ্ঞাভেদে নাম কহিয়াছেন। যথা—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদীয়, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম্ম ও ব্রহ্মাণ্ড এই অষ্টাদশ।

অথ উপপুরাণ সংখ্যা। আদি, বৃহদ্ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, কালিকা নৃসিংহ, নারদীয়, নন্দিকেশ্বর, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, কল্কী, দেবী, মহাভাগবত, আশ্চার্য্য, বৃৎকূর্ম্ম, বৃহন্নৃসিংহ, বিশ্ব, পারাশর, বৃহৎশিব, বৃহল্লিঙ্গ ইত্যাদি অষ্টাদশ উপপুরাণ। ইতিহাস মহাভারত। কাব্য বাল্মিকীয় রামায়ণ, ইহার গ্রাহক ভরদ্বাজ ঋষি।

দাস রাজার কন্যা মৎস্যোদরী ধীবর পালিতা সত্য-বতীর পুত্র সাক্ষাৎ নারায়ণাংশ মহর্ষি বেদব্যাস। অপর গঙ্গা গর্ভজাত শান্তানু রাজার পুত্র ভীষ্ম অনেক উপায়দ্বারা ঐ সত্যবতীর সহিত পিতার বিবাহ দিয়া আপনি অরাজ্য-ভাক্ হইয়াছিলেন। এবং স্বীয়বংশ বিস্তারে পরাংমুখ হইয়া দারগ্রহণ করেন নাই। সত্যবতী গর্ভজাত শান্তনুর দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ, কনিষ্ঠ বিচিত্র বীর্য্য, চিত্রাঙ্গদ, প্রথম রাজসিংহাসনারূঢ় হইয়া রাজ্য রক্ষাবিষয়ে বিশেষরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছিল, এজন্য তৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্র বীর্য্য ভ্রাতৃ সিংহাসনে অধ্যারূঢ় হইয়া রাজ্য প্রতিপালন করেন। কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ম্বরে জিত হইয়া ভীষ্ম আনয়ন করেন, জ্যেষ্ঠাকন্যা অম্বা তাঁহার শাল্বরাজার প্রতি মনোভি নিবেশ ছিল, এ কারণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, এবং পরজিতা বলিয়া শাল্বরাজাও তাঁহাকে পরিগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং পত্যাশ্রয় অপ্রাপ্তে অম্বা তপস্যা করিয়া ভীষ্মবধার্থে দ্রুপদ রাজগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম শিখণ্ডী; প্রথমাবস্থায় কন্যা পরাস্থায় যক্ষ প্রসাদে পুংস্তলাভ করিয়া পুরুষ হন। অম্বিকা মধ্যমা কনিষ্ঠা অম্বালিকা, এই দুই কন্যাকে আনিয়া ভীষ্ম কনিষ্ঠভ্রাতা বিচিত্র বীর্য্যকে প্রদান করেন, বিচিত্র বীর্য্য দুই ভার্য্যাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া নিয়তসুরতে রত থাকা প্রযুক্ত অল্প-

কালেই যক্ষ্মা রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কালে নিজমাতা সত্যবতীর বাক্যে মহর্ষি বেদব্যাস নিয়োগ বিধি বিধানে বিচিত্রবীর্য্যক্ষেত্রদ্বয়ে দুই পুত্রের উৎপাদন করেন। জ্যেষ্ঠপ্রজ্ঞা চক্ষু অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, কনিষ্ঠ পাণ্ডু রাজা ; অপর-বিচিত্র বীর্য্যের পরিণীতাদাসী গর্ব্বে শূদ্র প্রবর বিচক্ষণ বিদুরের উৎপত্তিও ব্যাসদেব হইতে হয়, বিদুর অতিশয় জ্ঞানী ভাগবত শ্রেষ্ঠ বড় ধার্ম্মিক ছিলেন।

সকল ঋষিগণেরা একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন, যে ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, ইনি রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন না, অতএব পাণ্ডুকেই রাজ্যাভিষিক্ত করা বিধি হয়। এতৎ শ্রবণে পাণ্ডু কহিলেন, মহাশয়েরা যাহা কহিতেছেন ইহা ধর্ম্মতঃ ও শাস্ত্রতঃ বিধেয় বটে কিন্তু আমি এব্যবস্থায় স্বীকৃত হইতে পারিতেছি না! যেহেতু মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র যদিও অন্ধ তথাপি আমার গুরু,জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃবৎ মান্য তাহাতে সংশয় নাই। লোকতঃ এবং শাস্ত্রতঃ বিরুদ্ধ হইলেও আমি উহাঁকে রাজা করিয়া উহাঁর অধীনে নিযোজ্যরূপে নিয়োগ তলে অবস্থান করিব। পাণ্ডু রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণেরা পাণ্ডুকে ধন্যবাদ দিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ স্ব স্বস্থানে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র রাজধানীতে থাকিয়া পাত্রমিত্র লইয়া দেশীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, অসীম সাহস ভীষ্ম তুল্য মহা পরাক্রমী পাণ্ডুরাজা মহাযোদ্ধা সৈন্যাধিপত্যে বৃত হইয়া

দিগ্বিজয়ার্থ অনেক দেশ পর্য্যটন করেন; নববর্ষ সমন্বিত সমস্ত জম্বূদ্বীপকে জয় করিয়া অবাধ্য রাজাদিগকে আত্ম-বশে আনিয়াছিলেন, এবং অনেকানেক রাজাকে সমরশায়ী ও অনেকানেককে কারাবরুদ্ধ করিয়া সমস্তদেশীয় রাজ-কার্য্যকে স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন; কোন কোন স্থানের রাজকার্য্য সাধনের ভার অমাত্য বর্গের প্রতিও সমর্পিত হইয়াছিল। পাণ্ডু রাজা রাজ্যবিষয়ে যে এক নূতন প্রথা সর্জ্জন করিয়া যান্‌ তৎপূর্ব্বে সেরূপ প্রথা ছিল না। কোন রাজাপরাজিত হইলে তাহাকে কারাবরুদ্ধ করিয়া দেশীয় সমুদয় কার্য্য স্বহস্তে রাখিয়া কি স্বামাত্যগণকে প্রদান করিতেন না; কেবল সাম্বৎসরিক কিঞ্চিৎ কর মাত্র লইতেন, এবং যজ্ঞাদি আরম্ভ করিলে কিঞ্চিৎ২ সাহায্য প্রার্থনা করি-তেন। জয়পত্র প্রাপ্ত হইলে সেই জিতদেশের যে যে রাজা বা রাজপুত্রেরা থাকিতেন, তাহাদিগকেই তত্তদ্রাজ্য শাসনার্থ নিযুক্ত রাখিয়া আসিতেন, অন্যায় সংগ্রাম ছিল না, যথা শাস্ত্রমতে সংগ্রাম করিতেন; অন্যায়পূর্ব্বক ছল বলদ্বারা প্রজার ধনাদায় করতঃ তাহাদিগকে সন্তাপিত করি-তেন না। কিন্তু পাণ্ডু রাজা কর্ত্তৃক প্রচলিত প্রথার পর অবধি অন্যায়পূর্ব্বক যুদ্ধ ও পরধন হরণের কৌশল প্রচার হইবার সূত্রপাত হয়; তৎকালে অঙ্কুশমাত্র কিন্তু জনমে-জয় রাজার পর অবধিই প্রজা ও রাজাদিগের দুষ্ক্রিয়ার আধিক্যরূপ আরম্ভ হইয়াছিল।

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারদেশের রাজা সুবলের কন্যা গান্ধারীকে বিবাহ করেন; তদ্গর্ভে তাঁহার দুর্য্যোধনাদি একশত পুত্র জন্মে আর দুঃসলা নাম্নী একাকন্যা হয়। ঐ কন্যাকে সিন্ধুদেশীয় রাজা জয়দ্রথ বিবাহ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুরাজা বসুদেবের ভগ্নী পৃথাকে বিবাহ করেন, যাঁহাকে কুন্তিরাজা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, একারণ তাঁহার অপর এক নাম কুন্তী হয়। তদ্ভিন্ন মদ্ররাজা শল্যের ভগিনী মাদ্রীকে ভার্য্যাত্বে পরিগ্রহণ করেন। যখন পাণ্ডুরাজা সস্ত্রীক হিমালয় পর্ব্বত প্রস্থে ভ্রমণ পরায়ণ ছিলেন, তৎকালে তন্নিয়োগে পঞ্চদেব হইতে তাঁহার দুই ভার্য্যাতে পঞ্চ পুত্রের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির পরে ভীম ও অর্জ্জুন! মাদ্রীর পুত্র নকুল ও সহদেব এই দেব প্রতিম পাঁচ পুত্র লইয়া রাজা হিমালয় প্রস্থে কিছু দিন বাস করিয়া কাল ধর্ম্মপ্রাপ্ত হয়েন, মাদ্রী সহগমনী হইয়া চিতারোহণ করেন। প্রধানারাজ্ঞী কুন্তী আপনার তিন পুত্র ও স্বপত্নী পুত্রদ্বয় লইয়া আপন গর্ব্ভজ পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। আত্মজাপেক্ষা নকুল ও সহদেবের প্রতি তিনি অতিশয় স্নেহবতী হইলেন। কিয়ৎকাল পরে কুন্তী ঐ পুত্র পাঁচটিকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনানগরে উপস্থিতা হইলে যথা সমাদরে ভ্রাতৃঃপত্নী ও ভ্রাতৃ পুত্রগণকে গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। একত্র মিলিত একশত পঞ্চভ্রাতা ক্রীড়া কলাপে

এবং বিদ্যাধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন, ভীষ্মদেব সদা সর্ব্বদা ঐ ভ্রাতৃ পৌত্রগণের বিদ্যাধ্যয়নের প্রতি মনোযোগী হইয়া বিশিষ্ট শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ক্রমে ব্যাকরণ সাহিত্যাদি নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে পর আয়ুর্ব্বেদ জ্যোতিঃশাস্ত্র আন্বিক্ষিকী তত্ত্ব, পদার্থ বিদ্যা কৃষি সংহিতাদি বহুবিধ বিষয়ে সকল পুত্রেরাই ব্যুৎপন্ন হইলেন,। জাত সংস্কারে আলোচনা প্রভাবে নীতি চিন্তামণি শাস্ত্রদৃষ্টে রাজনীতি প্রভৃতি রাজকীয় বিষয়ের বিশেষ পরিজ্ঞাতা হইলেন। অপর জেন্দভাষাদি ম্লেচ্ছভাষার অভ্যাস করিয়া মহারাষ্ট্রী সৌরসেনী, মাগধী, মিশ্রার্দ্ধমাগধী, দ্রাবিড়ী, প্রাকৃত, বৈশিচ্য, পিঙ্গল লাক্ষেশ্বর্য্যাদি অষ্টাদশ ভাষাবিৎ হইয়া বিদ্যার্থ পরীক্ষা সমাজে মহা প্রশংসা পাইলেন,। এবং রাজসভা হইতে অত্যুত্তম পারিতোষিকও প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যুধিষ্ঠির সর্ব্ব বিষয়ের উত্তম পরিজ্ঞাতা হইয়াছিলেন।

অনন্তর ভীষ্মদেব ক্ষত্রীয় বৃত্ত ধনুর্ব্বেদ শিক্ষারম্ভে গৌতম পুত্র কৃপাচার্য্যকে শিক্ষক পদে অভিষিক্ত করেন। প্রথম বিদ্যারম্ভে শরদ্বান কুরুপুত্রদিগকে অশেষ প্রণালী গত ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। শিশুগণেরা স্বীয় স্বীয় মেধা ও শূরতানুসারে এক এক বিষয়ের পরিগ্রহণে সুনিপুণ হইয়া উঠিলেন।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

পরদিবস ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানী ও কর্ম্মী প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করতঃ কৃত নিত্যক্রিয় উভয়ে স্নানাহ্নিক পূর্ব্বক মাধ্যাহ্নিক আহারাবসানে পরমহংসাশ্রমে সমাগত হইয়া যথাযোগ্য সম্ভাষণে তীর্থ স্বামীকে প্রণাম করিলেন, এবং প্রণামানন্তর আসনোপবিষ্ট হইয়া ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞানী এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানী প্রশ্ন।—ভো মহাত্মন্! গতকল্য ভবদীয় শ্রীমুখ কমল বিনির্গত মধুরাক্ষর শ্রবণে শ্রবণের অত্যন্ত পরিতৃপ্তি জন্মিয়াছে। এবং শয়নানন্তর শয্যাতলে পতিত হইয়া ত্রিযামার যামত্রয় ঐ চিন্তাতেই জাগারাবস্থার অতি বাহন করিয়াছি, কোনমতে বুদ্ধিকে প্রকৃতাবস্থায় রাখিতে সক্ষম হইতে পারিনাই, অতএব জিজ্ঞাসনীয় এই যে যদ্যপি আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মতে পরব্রহ্মানুচিন্তনে প্রকৃত উপাসনা না হয়, তবে জীবদিগের আর কোন পথ অবলম্বন করিলে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা হইতে পারে, তাহা বিস্তারিত করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়?

পরমহংসের উত্তর।—বৎস! যাহা জিজ্ঞাসা করিলে ইহা পরমার্থে বিষয়ক সন্দিহান ব্যক্তির অবশ্য জিজ্ঞাস্য বটে, অতএব বিবৃতরূপে তদ্বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর।

একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের অনুচিন্তন করিতে হইলে, কোন শাস্ত্র বাক্যের প্রতি আপত্তি আনয়ন করিতে হয় না। যথাসাধ্য চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত যথাশাস্ত্রোদিত কর্ম্মকাণ্ডের

সমাচরণ করিতে হয়, বিনাকর্ম্মে জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞান প্রতিপাদক কর্ম্মের অকরণে জ্ঞান জন্মে না। ইহা রামগীতাতে শ্রীরামচন্দ্রলক্ষ্মণ ঠাকুরকে স্পষ্টীকৃত করিয়া কহিয়াছেন।—যথা “ আদৌ স্ববর্ণাশ্রম বর্ণিতাক্রিয়া পশ্চাৎ সমাসাদিত শুদ্ধ বুদ্ধয় ইত্যাদি ,, জ্ঞান প্রাপ্তীচ্ছু সংসারি ব্যক্তিরা প্রথম স্ব স্ব বর্ণাশ্রম উক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে পর পশ্চাৎ ব্রহ্মানুচিন্তন করিবেন। যাবৎ প্রকৃতজ্ঞান না জন্মে, তাবৎ নিষ্কারণ কর্ম্ম করিতে হইবে, নচেৎ পুনঃ চিত্তমালিন্যের সম্ভাবনা থাকে ; যেমন গন্ধর্ব্ব বিদ্যায় সুরসাধনের আবশ্যক, অর্থাৎ প্রথম প্রবর্ত্ত ব্যক্তির সারিগমাদিসাধনার প্রয়োজন, উৎপন্ন সংগীত বিদ্যায়ও সেইরূপ স্বরশুদ্ধির নিমিত্ত তৎ সাধনার নিত্য প্রয়োজন হয়। তাহা না হইলে কণ্ঠ জড়তাপ্রযুক্ত সুরগ্রামাদির পরিশুদ্ধাবস্থা থাকে না। এ বিধায় জ্ঞান জন্মিলেও জ্ঞানিব্যক্তিকে উৎপন্ন জ্ঞানের সংস্থাপন জন্য ফলাভিসন্ধিরহিত নিত্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়। বিশেষতঃ নিষ্কারণে যজ্ঞাদি করিলে জ্ঞানীর ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই বরং সংপুর্ণরূপে জ্ঞানচর্চ্চার সাহায্যই হয়। যথা দেবান্ত সূত্রং।

যজ্ঞাদিশ্রুতে রশ্ববৎ। ইতি।

শ্রুতিতে যজ্ঞাদিকে অশ্বন্যায় বর্ণন করিয়াছেন, অর্থাৎ

যেমন অশ্বারূঢ় ব্যক্তি অভিলষিত স্থান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিকে পরমপদ প্রাপ্ত করায়। এবং " ধর্ম্মেণ বিবিদিষন্তীতিশ্রুতিঃ। তথা যজ্ঞেন দানেন তপস নাশকেন ব্রহ্মচর্য্যয়া ইত্যাদি ,, ধর্ম্মের দ্বারা পর-তত্ত্বজ্ঞান হয়, অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, তপস্যা, অনশন, অরণ্যায়-নাদি সকল ব্রতই জ্ঞান প্রাপক ও উৎপন্ন জ্ঞানের স্থাপক হয়। যথা " তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তীতি ,, শ্রুতিঃ। তপ-স্যাদি সকল কর্ম্মই তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত হয় ইহা সকল শ্রুতি-তেই কহেন। অপর ভাষ্যকার সকলেই বলেন যে শম, দম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গযোগ ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন; বিনাযোগে জ্ঞান বিয়োগ হয় ইহা ভুয়ো ভূয়ো কহিয়াছেন। অতএব যোগাদি কর্ম্মসাধনা করিতে হইলে অগ্রে সত্ত্ব শুদ্ধি নিমিত্ত যথেষ্টা-চার ও যথেচ্ছাহারাদির পরিবর্জ্জন করিবেক;যেহেতু আহা-রাদির শুদ্ধিতেই সত্ত্বশুদ্ধি হয়; তদসিদ্ধে হৃদয়ক্ষেত্রে জ্ঞান-বীজ অঙ্কুরিত হয় না। অবৈধ আহারে ও অবৈধ কর্ম্মকরণে চিত্তে সদসৎ প্রবৃত্তি জন্মে; যেহেতু সকল দ্রব্যের পৃথক্‌রূপ এক২ প্রকার ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতানুসারে জীবের চিত্তকে এক এক পথে লইয়া ইষ্টানিষ্টকার্য্যে প্রবৃত্ত করায় তাহা সামান্য জীবের বিবেচনায় স্থির হয় না। একারণ সূক্ষ্ম বুদ্ধি ঋষিদিগের বাক্যের প্রতিনির্ভর অবশ্যই করিতে হয়। কোন দ্রব্যগুণে বুদ্ধিকে বৈষয়িককার্য্যে অভিনিবিষ্ট করে,

কোন দ্রব্যগুণে অনারত অসৎ কার্য্যের প্রবৃত্তি জন্মায়, এবং কোন কোন দ্রব্য গুণে পরমার্থ তত্ত্বের অনুশীলনে রত করে, এ কারণ পবমাত্ম তত্ত্ব প্রাপ্ত্যুপায়ীভূতামেধা যে যে দ্রব্য আহার করিলে জন্মে, ঋষি প্রণীত শাস্ত্রোদিত সেই সেই দ্রব্যাহার করা জ্ঞানপ্রাপ্তীচ্ছু সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি বক কাক শূকর সম কদর্য্যাহারে জ্ঞান জন্মিত, তবে এ সংসারে যথেষ্টাচারী অজ্ঞানীর সম্বন্ধও থাকিত না, যেহেতু এই বর্ত্তমানকালে এরূপ কদর্য্যাহার অনেকেই করিয়া থাকে।

অথ গ্রহস্থধর্ম্ম কথন।

অথ কুশণ্ডিকা বিধি।

অনন্তর জামাতা প্রধান গৃহের পুরতো ভাগে কুশণ্ডিকোক্ত বিধান দ্বারা যোজক নামা অগ্নি সংস্থাপন পুর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা কর্ম্ম সমাপন করিবেন। পাণি গ্রহণীয় কর্ম্মারম্ভে জামাতার কোন এক বয়স্য অশেষ জলাশয় হইতে উদ্ধৃত জলপুর্ণ কুম্ভ লইয়া সর্ব্বগাত্রে বস্ত্রাচ্ছাদন করতঃ মৌনাবলম্বনে অগ্নিকে পরিক্রম করিয়া অগ্নির দক্ষিণ দিকে গিয়া উত্তর মুখে দণ্ডায়মান থাকিবে, আরও অন্য কোন বয়স্য স্বস্তিকহস্ত হইয়া পুর্ব্ববদনুক্রমে জল কলসধারীর পুর্ব্বদিকে দণ্ডায়মান হইবেক। অগ্নির পশ্চিমদিক্ ভাগে শমীপত্র মিশ্রিত খই চারি অঞ্জলি

পরিমাণে কুলায় লইয়া স্থাপন করিবে। তাহার নিকট সপুত্রশিলা সংস্থাপন করতঃ তৎসমীপে বেণার পত্রের কট নির্ম্মাণ করিয়া বস্ত্রে বেষ্টন পূর্ব্বক রাখিয়া জামাতা শ্রীখণ্ড বস্ত্র যুগল মন্ত্রদ্বয় পাঠ করতঃ যথা বিধি বধূকে পরিধাপন করাইবেন। যথা পদ্ধতি।

যথাক্রমে অধোবস্ত্র পরিধাপন করাইয়া অনন্তর উত্তরীয় বস্ত্র যজ্ঞোপবীত বৎপরিধাপনার্থে মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা পদ্ধতি।

অনন্তর অগ্নির অভিমুখে বধূকে আনয়ন করতঃ জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা পদ্ধতি।

অগ্নির পশ্চিমদিকে বীরণ রচিত বস্ত্র বেষ্টিত কটের উপর বধূর বামপাদ প্রেরণ করাইয়া জামাতা তাহাকে পদ্ধতি উক্ত মন্ত্র পড়াইবেন। যদি লজ্জাবশতঃ বধূ মন্ত্র পাঠ না করিতে পারে, তবে পতি আপনি এই মন্ত্র পাঠ করি-বেন। যথা পদ্ধতি।

অনন্তর বধূ কটের পূর্ব্বান্তে জামাতার দক্ষিণে উপবেশন করিবেন। পতি বধূর উত্তরদিকে বসিবেন।

তদনন্তর বধূ দক্ষিণহস্তে পতির দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মানা হইবে। জামাতা মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে ঘৃত দ্বারা ছয় আহুতী দিবেন। যথা পদ্ধতি।

এই ছয় আহুতী সমাপন করতঃ ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। তম্মন্ত্র যথা পদ্ধতি।

মহাব্যাহৃতি হোম করণান্তর, জামাতা যদি ভৃগু গোত্র ভার্গব প্রবর হয়, তবে শ্রুবে ঘৃত লইয়া প্রণব পূর্ব্ব চতুর্থ্যন্ত অগ্নিপদ দিয়া বহ্নি জায়ান্ত মন্ত্রে অগ্নিরউত্তরে পূর্ব্বাভিমুখী ঘৃতধারা অগ্নির উপরিভাগে প্রদান করিবেন। প্রণব পূর্ব্বক সোমায় বহ্নি জায়ান্ত মন্ত্রে দক্ষিণাভিমুখে ঘৃতধারা অগ্নির উপরি ভাগে দিবেন। যদি অন্য গোত্র অন্য প্রবর হয়, তবে পূর্ব্বোক্তক্রমে চতুর্গৃহীত ঘৃতধারা ঐরূপ অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

অনন্তর বধূ সহিত পতি উত্তিষ্ঠমান হইবেন, বধূ পৃষ্ঠদেশ দিয়া দক্ষিণদেশে গিয়া উত্তরামুখ পতি দক্ষিণহস্তে পত্নীর অঞ্জলিরূপ করদ্বয় ধারণ করতঃ দণ্ডায়মান হইবেন। বধূর মাতা, বা ভ্রাতা কি অন্য কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব স্থাপিত লাজ ও সপুত্রাশিলা অগ্রভাগে রাখিয়া বধূর দক্ষিণ পাদে আক্রমণ করাইবেন। জামাতা যথা পদ্ধতি মন্ত্রপাঠ করিবেন।

জামাতা যদি ভৃগুগোত্র ভার্গব প্রবর হয়, তবে বধূর অঞ্জলিতে পতি ঘৃতশ্রুব দ্বয় দিবেন তদুপরি মাতা, ভ্রাতা কি অন্য ব্রাহ্মণ লাজ পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন। পতিও তদুপরি ঘৃতশ্রুব দ্বয় ক্ষেপ করিবেন। পতি যদি অন্য প্রবর হয়, তবে প্রথম বধূর অঞ্জলিতে একশ্রুব ঘৃত পরে লাজার উপর ঘৃতশ্রুব দ্বয় দান করা বিহিত হইবে।

পূজা প্রকরণ।

পূজাগৃহ প্রবিষ্ট সাধক বিহিতাসনে উপবিষ্ট হইবেন, যিনি জলে ইষ্টদেবতার পূজা করিবেন তিনি মানসে আসন কল্পনা করিয়া লইবেন সেই কল্পিতাসনে উপবিষ্ট হইয়া পূজা করিবেন, কদাপি আসন হইতে উত্থিত হইবেন না। যথা।

সলিলে যদি কুর্ব্বীত দেবতানাং প্রপূজনং।
তথাপ্যাসন মাসীনো নোত্থিত স্তুতথাচরেৎ। ইতি
আসনং কল্পয়িত্বাতু মনসা পূজয়েৎ জলে॥
গৌরীজামলং॥

জলেও যদি দেবতাদিগের পূজা করে, তথাপি আসন হইতে উত্থিত হইবে না, অর্থাৎ জলপূজক মনঃদ্বারা কল্পিত আসনে বসিয়া পূজা করিবে।

আসনস্থো জপেৎ সম্যক্ মন্ত্রার্থ গত মানসঃ।

আসনস্থ পূজক মন্ত্রার্থকে হৃদয়গত করিয়া সম্যক্ প্রকারে একমনা হইয়া মন্ত্র জপ করিবেন। অনন্তর বিশেষৎ আসন কল্পনার বিধি কহিতেছেন।

অথ রক্তাসন।

রক্তাসনোপবিষ্টস্তু লাক্ষাগুরু গৃহেস্থিতঃ।
মনঃকল্পিত রক্তোবা সাধকঃ স্থির মানসঃ॥ ইতি।
সম্মোহন তন্ত্রং।

দেব বিশেষে প্রয়োজনীয় রক্তবর্ণ আসনে উপবিষ্ট হইয়া

সাধক পূজা করিবেন ; সেই রক্তবর্ণ লাক্ষারস সমন্বিত হইবে, অথবা জলাদি পূজা স্থলে স্থিরমানস সাধক মনঃ কল্পিত রক্তাসনে উপবিষ্ট হইবেন।

অথ কম্বলাদি আসন।

তূল কম্বল বস্ত্রাণাং সিংহ ব্যাঘ্র মৃগাজিনং।
কল্পয়ে দাসনং ধীমান সৌভাগ্য জ্ঞানবর্দ্ধনং॥

ধীমান সাধক তুলিকা কম্বল বস্ত্রাদি ও সিংহচর্ম্ম, ব্যাঘ্র চর্ম্ম, ও মৃগচর্ম্মাদির মধ্যে যাহাতে সৌভাগ্য এবং জ্ঞানের সিদ্ধি হয়, শাস্ত্রসিদ্ধ সেই আসনের কল্পনা করিবেন।

কৌশেয়ং ব্যাঘ্রচার্ম্মংবা তৌল ক্ষৌম মথা পিবা।
শরপত্রং তালপত্রং কম্বলং দারবা সনং॥

অথবা কুসাসন কি ক্ষৌমাসন কি ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন, বা তৌলাসন, কিম্বা শরপত্র বা তালপত্রাসন অথবা কাষ্ঠ ও কম্বলাসন, ইহার মধ্যে যে কোন এক আসন রচনা করিবে, তদ্ব্যতীত কুশশব্দে কাশাদি আসনও কল্পনা করিতে কহিয়াছেন। এই দুইবার কম্বল বলাতে শুদ্ধ কম্বল ও চিত্র-কম্বল গ্রহণ করিতে হয়।

আসনোপবেশনের ফল।

কৃষ্ণাজিনে জ্ঞানসিদ্ধি র্মুক্তিস্যাদ্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি।
কৃষ্ণাজিনে গৃহস্থানাং নাধিকারং কথঞ্চন॥

কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মে বসিয়া অর্চ্চনাদি করিলে সাধকের জ্ঞান সিদ্ধি হয়। আর ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু গৃহস্থ

ব্যক্তির কৃষ্ণাজিনে বসিতে অধিকার নাই, এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মেতেও অনধিকারী হয়।

নদীক্ষিতো নিশেজ্জাতু কৃষ্ণসারাজিনে গৃহী।
বিশেদ্‌যতি র্ব্বনস্থশ্চ ব্রহ্মচারীচ ভিক্ষুকঃ।।

আশ্রমান্তর না হইলে গৃহী কৃষ্ণসার চর্ম্মে উপবেশন করিতে পারে না। যতি, বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক ইহারাই কৃষ্ণসার চর্ম্মে ও ব্যাঘ্রচর্ম্মে বসিয়া পুজা জপাদি করিতে পারেন।

বস্ত্রাসনে ব্যাধিনাশঃ কম্বলে দুঃখ মোচনং।
জপধ্যানং তপোহানিং বস্ত্রাসন করোতি হি।

বস্ত্রাসনে বসিয়া ব্যাধিত ব্যক্তি পুজাদি করিলে তাহার সর্ব্বব্যাধি বিনাশ হয়। কিন্তু ঐ বস্ত্রাসন জপ ধ্যান তপস্যায় সর্ব্বত প্রকারে হানি করিয়া থাকে। এই বস্ত্রপদে কেবল বস্ত্র, কিন্তু নানাবর্ণ চিত্রিত বস্ত্রাসন পর নহে।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন সম্পাদক।

অদ্য বাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার
মণ্ডল ইষ্ট্রিট ১২ নং ভবন হইতে বিতরণ হয়।

কলিকাতা চিতপুর রোড্ বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাংজ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা ।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং ।
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্তুং ।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং ।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্ময় ত্বং মনোমে ।

৮৩ সংখ্যা শকাব্দা ১৭৮৬ সন ১২৭১ সাল ৩০ ফাল্গুন ।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান ।

রাজা বিচিত্রবীর্য্য ১০৩ বৎসর রাজ্য করিয়া, পরে যক্ষ্মারোগে তিনি হতহন্ । তৎপুত্রপাণ্ডু ও ২২৭ বৎসরে স্বর্গগমন করিয়াছিলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের সময় অবধি কৌরবাব্দের যতকাল গত হইয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত

করিয়া লিখিব। সংপ্রতি কুরুপাণ্ডবগণেরা যেরূপেদ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রগ্রাম শিক্ষিত হন, তাহা সংক্ষেপতঃ কহিতেছি।

দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ কিন্তু যুদ্ধ এবং অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। তৎপিতা ভরদ্বাজ, তাঁহার সহিত পঞ্চাল রাজপৃষতের সখ্যতা নিবন্ধন ছিল; ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ, ও পৃষতপুত্র দ্রুপদেরও সখ্যভাব হয়, উভয়েই বাল্যকালে একসহাধ্যায়ী অর্থাৎ এক গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। কিন্তু পরশুরামের নিকট শিক্ষাপ্রযুক্ত দ্রোণাচার্য্য সংগ্রাম শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ হইয়াছিলেন, দ্রুপদরাজা তাদৃক সংগ্রাম পটু ছিলেন না। অনন্তর শিক্ষোত্তীর্ণ হইয়া উভয়েই আপন আপন ভবনে গমন করেন। যৎকালে পঠদ্দশা, তৎকালে কৃতসৌহার্দ্দে দ্রুপদ দ্রোণকে কহিয়াছিলেন। সখে! আমি যখন রাজা হইয়া পঞ্চালের সিংহাসন প্রাপ্ত হইব, তখন সখ্যতাচিহ্ন স্থাপনার্থে আমার রাজ্যের কিয়দংশ তোমাকে সমর্পণ করিব। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া উভয়ে স্ব স্ব গৃহে গিয়াছিলেন, দ্রোণাচার্য্য ও আত্মমনে ঐ কথা চির স্মরণ করিতেন। অনন্তর রাজ্যশ্রীপ্রাপ্ত দ্রুপদরাজা প্রাপ্তকালে তাহা বিস্মৃত হইরাছিলেন।

একদা দ্রোণাচার্য্য আত্ম সাংসারিক বিষয় কষ্টভোগে কাতরতায় পূর্ব্ব সংকল্পিত রাজ্যাংশ লোলুপ হইয়া দ্রুপদরাজার নিকট গমন করেন, ভগ্নবস্ত্র পরিধান অতি

মলিনাকার দরিদ্রবেশে সভাতলে দণ্ডায়মান হইলে, তৎ-কালে দ্রুপদরাজা দ্রোণকে চিনিতে না পারিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, দ্রোণচার্য্য ও স্বপরিচয় প্রদানার্থ দ্রুপদের পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ স্মরণ নিমিত্ত সখা সম্বোধন পূর্ব্বক কথোপ-কথন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দ্রোণোক্ত সখাশব্দ শ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধমনা হইয়া দ্রোণকে রাজা ভৎর্সনা করতঃ কহিতে লাগিলেন। রে দরিদ্র ব্রাহ্মণ! তোমার স্পর্দ্ধাও তো সামান্য নহে, বামন হইয়া চন্দ্রগ্রহণেচ্ছার ন্যায় তোমার আকাঙ্ক্ষা দেখিতেছি, দরিদ্র হইয়া রাজাকে সখা বলিতে কি তোমার শঙ্কা হয় না? এ সাহস তো অল্প নহে। এ কি কথা? যাহা সকলের অশ্রাব্য তাহাও কি বক্তব্য হয়। দৈন্যাবস্থায় মনুষ্যেরা কি না করিতে পারে? কি না বলিতে পারে? তুমি অতি অসভ্য অনুমান হয়। কেবল অসভ্যতা গুণেই আত্মযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাক; ব্রাহ্মণজাতিরা সহজে ভিক্ষোপজীবী, তাহার আবার রাজ্যাভিলাষ কেন? এ অতিশয় দৌরাত্ম্য, যদি মৎসন্নিধানে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে, তবে তাহা আমাহইতে অবশ্য সফল হইত, কথার দোষে তাহাতেও বঞ্চিত হইলে কি বলিব তুমি ব্রাহ্মণ এক্ষণে আপনার সম্মান লইয়া গমন কর, আর এরূপ বাক্য কদাপি কাহার নিকট কহিয়ো না ব্রাহ্মণ বলিয়া অদ্য ক্ষমা করিলাম। ক্ষুদ্র হইয়া বৃহৎপদাকাঙ্ক্ষা করা অতি অসভ্য-তার কার্য্য। দ্রুপদের এতদ্রূপ বিদ্রূপ গর্ভ পরুষোক্তিতে

অভিমানগ্রাহ গ্রস্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্য তথাহইতে আসিয়া তৎপ্রতিবোধার্থে হস্তিনায় রাজশরণ প্রাপ্ত হইলেন। ভীষ্মকর্ত্তৃক শিশু শিক্ষার্থ নিযোজিত হইয়া সেবা বৃত্তি-দ্বারা কালাপাত করিতে প্রবৃত্ত হন। দ্রোণের নিকট কিছু কাল ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কুরুপাণ্ডবীয় শিশুগণেরা যখন যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতিতে সুসম্পন্ন হইলেন, এবং তাঁহা দিগের শেষ পরীক্ষা মহাসমারোহ পুর্ব্বক নিষ্পন্ন হইয়া প্রশংসা প্রাপ্তহন্ তৎকালে তথায় অনেকানেক যোদ্ধা রাজাগণ উপস্থিত হইয়া পাণ্ডুরাজার তৃতীয়পুত্র অর্জ্জুনকে সকলেই সর্ব্বোৎ কৃষ্টরূপে প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছি-লেন; অর্জ্জুনের সমানযোধী কেহই হইলেন না। তদ্দৃষ্টে ধৃতরাষ্ট্রের প্রধানপুত্র দুর্য্যোধনের পাণ্ডব প্রতি অতিশয় হিংসাভাব উদয় হইয়াছিল, তদবধিই কুরুপাণ্ডবীয় বৈর-তার সুত্রপাত হয়। সেই সভায় কর্ণনামে একবীর যিনি অধিরথ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়াতে আধিরথি নাম প্রাপ্ত হন্। অধিরথ যযাতিবংশ, অর্থাৎ যযাতি পুত্র (অণু) যাহার বংশপরে ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়া উরস্তদেশ আশ্রয় করিরাছিলেন, তাঁহার এক উপপত্নীরাধা নাম বিখ্যাতা তৎ-কর্ত্তৃক পালনীয় হওয়াতে কর্ণকে সকল রাধেয় বলিয়া খ্যাত করিয়াছিল। সেই কর্ণ তৎসভায় পরীক্ষাকালে নিজ শূরতা ও অনেক প্রকার অস্ত্রবিদ্যা প্রকাশ করিয়া সকলকে দেখা-ইয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে পরিতুষ্ট হইয়া কর্ণকে সকলেই অর্জ্জু-

নের তুল্যজ্ঞান করিলেন। এজন্য ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষেরা কর্ণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনের সহিত সখ্যতা করিয়া দিলেন, এবং সৈন্যাধিপত্যেও বৃত করিলেন। হিংসাবশত: কর্ণকে অর্জ্জুনের তুল্য পরাক্রম দৃষ্টে পাণ্ডবজয়েচ্ছু হইয়া দুর্য্যোধন তাঁহাকে অঙ্গরাজ্য প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় সমবয়স্যতা পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি কর্ণ অর্জ্জুনের প্রতি নিয়ত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে দ্রোণাচার্য্য ঐ সর্ব্ব সমক্ষে শিষ্যদিগের নিকট আপন পারিতোষিক প্রাপণার্থ প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে সকলেই নানাবিধ রত্ন বস্ত্রালঙ্করাদি মুল্যবান প্রভুত ধন আনিয়া প্রদান করেন, কিন্তু তাহাতে আচার্য্য পরিতুষ্ট না হইয়া ঐ সকল বস্তু প্রতিগ্রহণ করিলেন না। তাহাতে সকলে পরমদুঃখী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আচার্য্য! আপনার অসন্তোষতাতে আমরা অত্যন্ত ক্ষোভিত হইতেছি। এক্ষণে কি করিলে আপনার সন্তোষ হয় তাহা আজ্ঞা করুন, আমরা তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। এতৎশ্রবণে দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদকর্ত্তৃক পুর্ব্বে যে অপমানিত হইয়াছিলেন, তৎপ্রতিফল প্রদানার্থ সংগ্রামেচ্ছু হইয়া এই কহিলেন, হে পুত্রকেরা! আমি অন্য কোন ধনলোভি নহি, তোমরা যদি কেহ দ্রুপদরাজাকে যুদ্ধে জয় করিয়া বন্ধনদশায় আনিয়া আমাকে দেখাইতে পার তবেই আমার সংপূর্ণ পারিতোষিক লাভ করা হয়, এবং সেবা ধর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যে এতকাল

তোমাদিগকে শাস্ত্রশিক্ষা করাইয়াছি তাহারও সার্থকতা সিদ্ধি হয়, নচেৎ সকলই বিফল, যেহেতু ব্যর্থ মনোরথ পুরুষের জীবনে ধিক্। অর্থাৎ হীন কর্ত্তৃক পরাজিত পুরুষের জীবন ধারণ করায় কোন ফল নাই। এই দ্রোণ গুরুর গুরুতরা প্রতিজ্ঞা পুরণার্থ কেহই সম্মত হইতে পারিলেন না। কেবল মধ্যম পাণ্ডব কিরীটী তৎক্ষণমাত্রে আচার্য্য সন্তোষার্থে যে আজ্ঞা বলিয়া তৎকর্ম্ম সাধনার্থে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অর্জ্জুন বাল্যকালাবধিই মহা সাহসিক, তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া গুরুর আজ্ঞাকে বলবতীজ্ঞানে সংপূর্ণ সাহসে কৃতনির্ভর মহাপরাক্রমে তৎক্ষণাৎ হস্তিনা হইতে সৈন্য সামন্ত সহিত দ্রুপদের সহিত সংগ্রাম করণার্থে পাঞ্চালরাজ্যে গমন করেন। এবং দ্রুপদরাজার সহিত দিন ত্রয় ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া শেষে তাঁহাকে পরাজয় করতঃ দ্রোণের নিকট আনয়ন করিয়াছিলেন। দ্রুপদরাজা দ্রোণাচার্য্যের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে পাঞ্চালরাজ্যের অর্দ্ধাংশ সমর্পণ করেন, অর্থাৎ গঙ্গার উত্তর পার উত্তর পঞ্চাল দ্রোণকে দিয়া দক্ষিণ পঞ্চাল আপনি শাসন করিতে লাগিলেন।

এই কার্য্য সাধন করাতে অর্জ্জুনের শূরতা আরো জগদ্বিখ্যাত হয়। এবং তৎপ্রসঙ্গে পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজাদিগের মস্তক পাণ্ডবদিগের নিকট নত হইয়াছিল। তাহাতে দুর্য্যোধন ও কর্ণাদির মনে অধিকতর যাতনা বোধ হয়। এত-

বৃত্তান্তাবগত হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপন পুত্রদিগের ভাবি কল্যাণার্থে পৌরজান পদদিগের অভিমতে যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত এবং ভীমার্জ্জুনাদিকে প্রধান সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন। ভীমের অপরিমিত পরাক্রম, অর্জ্জুনও মহাধনুর্দ্ধর নানাবিধ যুদ্ধ কৌশল জানিতেন। অগ্নি বায়ু বরুণাদির অস্ত্রে এমত কুশল ছিলেন যে তাঁহার শিক্ষিত অগ্ন্যস্ত্রের তেজ অতিশয় প্রবল ছিল, এক্ষণকার অগ্নি অস্ত্র দশসহস্র শতঘ্নী তাহার এক অস্ত্রের তুল্য ক্ষমতা যুক্ত নহে। অন্যান্য সকল ভ্রাতারা ধানুষ্ক এবং যুদ্ধ কুঠার গদা শেল শূলাদি নানা নারাচ যোধি ছিলেন। ইঁহাদিগের পরাক্রমে নানাদেশীয় রাজারা নতশিরা হওয়াতে পৃথিবীর সমস্তখণ্ডে আম্লেচ্ছ কিরতাদি সম্যক্‌দেশে কৌরবদিগের জয়পতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছিল।।

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যৌবরাজ্য প্রাপ্ত যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া দুর্য্যোধন মনস্বী হইয়া আপন পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেস, হে পিতঃ! আপনার বিবেচনায় আমরা রাজ্যে বঞ্চিত হইলাম, সর্ব্ব পুজ্য হস্তিনার রাজসিংহাসনে যুধিষ্ঠিরই রাজা হইবেন। তদনন্তর তৎপুত্রেরাই এইরাজ্য পাইবেন, যেহেতু রাজপুত্রেই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমাদিগের পুত্রেরা কথঞ্চিৎ রাজবংশ রূপে মান্য থাকিয়া সাম্রাজ্যে রাজভৃত্যের ন্যায় কালাতিপাত করিবেক। দুর্য্যোধনের এতৎ বাক্য শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র উত্তর করেন। বৎস? একথা যথার্থ বটে।

কিন্তু এরাজ্য যথার্থ পাণ্ডুর, তৎপুত্রেরাই যথার্থ রাজ্যাভিষিক্ত হইতে পারে, আমি জন্মান্ধ রাজ্যোপযোগ্য নহি। পাণ্ডু আমার এমত উত্তম ভ্রাতা যে তিনি কখন সিংহাসনে পাদার্পণ করিতেন না। আমাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া পিতৃ তুল্য মান্য করিতেন এবং সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তাকরিয়া রাখিয়াছিলেন, বিশেষতঃ সেই ভ্রাতা পাণ্ডু আমার অতিশয় বাধ্যছিল। তৎপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও ততোধিক উত্তম চরিত্র দেখিতেছি, অতএব আমি কি রূপে তাহাকে অন্যথা করিয়া তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারি? এতৎপিতৃ বাক্যশ্রবণে দুর্য্যোধন তৎকালে আর কোন উত্তর করিতে না পারিয়া অনন্তর যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চনা করিবার কারণ শকুনি ও কর্ণ দুঃশাসনের সহিত পরামর্শ করিয়া নানাপ্রকার কুমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কৌরবদিগের রাজধানী যেমন হস্তিনা সেই রূপ বারণাবত ইন্দ্রপ্রস্থ, মাকুন্দ, তিলপ্রস্থ প্রভৃতিও প্রধান রাজধানী চতুষ্টয় আছে। ইন্দ্রপ্রস্থ যমুনাতীরে এক্ষণে যাহা দিল্লীবলে, বারণাবত গঙ্গাতীর বারণসী, মাকুন্দ দক্ষিণপ্রদেশ তিলপ্রস্থ সিন্ধুতীরে সংস্থাপিত, হস্তিনা গঙ্গাতীরে এই পঞ্চ রাজধানীর অধীন সমস্ত পৃথিবী ও সমস্তদেশ, ইহাতে ভারতাদি নববর্ষ এবং ভারতান্তর্গত, কুমারিকা, গর্ত্ত, ত্রিগর্ত্ত, কৈরাত গান্ধার প্রভৃতি নবখণ্ড, এতদ্ভিন্ন সামুদ্রিকোপদ্বীপ, যথা লঙ্কা সিংহল, মারীচ, তারকট, কুমারিকা, জম্বূদ্বীপ প্রভৃতি, ইহাতে বিষ্ণুক্রান্ত, রথক্রান্ত, অশ্বক্রান্ত, ভাগত্রয়,

পরম হংসের উত্তর। অরেবৎস! প্রকাশাপ্রকাশের স্বরূপ তত্ত্ব না জানিয়া জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিলে কোটি কল্পেও সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না, বরং ঘোরতর নরক জালে পতিত হইতে হয়। আদৌ জ্ঞান চর্চ্চা করিবার পূর্ব্বে সদ্গুরূপ দেশে সম্যক্ বিজ্ঞাত হইয়া তটস্থ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে, পর প্রকৃত রূপ জ্ঞানচর্চ্চা হইতে পারে। সেই অচিন্ত্যশক্তিক পরমাত্মা, আর তৎকার্য্য এই বিশ্ব, এই উভয় কার্য্যকারণের প্রকৃত লক্ষণজ্ঞ না হইলে জ্ঞানচর্চ্চা করায় কোন বিশেষ ফল লাভ হয় না। সর্ব্বাদৌ প্রকাশা-প্রকাশের লক্ষণজ্ঞ হইতে হয়, পরে প্রকাশাতীত অপ্রকাশ রূপের স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায়। এবিষয়ে বাহ্য চন্দ্র সূর্য্যাদি বিশ্বস্থ কার্য্য সকল তাঁহার প্রকাশ রূপ,অন্তঃস্থ চিন্ময় আনন্দময়াদি কার্য্য অপ্রকাশ রূপ হয়, নিরন্তর এতদুভয়ের ঐক্যকরণ সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। যথা বেদান্ত শিখামণৌ।

চিদানন্দময় শ্চিত্তশ্চেতনা চন্দ্রিকান্বিতঃ।
পরমাত্মা মহাসূর্য্যঃ সূর্য্যএকঃ প্রকাশকঃ।। ইতি।

জ্ঞানা নন্দময় চিত্ত স্বরূপ চন্দ্র। চেতনা স্বরূপ চন্দ্রিকা সমন্বিত হন্। দৃষ্ট পদার্থ প্রকাশক এক সূর্য্য, অদৃষ্ট বস্তু পরমাত্মা, তিনি সূর্য্যাদির প্রকাশক মহাসূর্য্য হন্।

প্রকাশা নন্দয়োরৈকং কর্ত্তব্যঞ্চ নিরন্তরং।
তথাসপ্ত মহাজ্যোতী রবির্ভাতি পরংপদং॥

একারণ প্রকাশ ও আনন্দের নিরন্তর ঐক্যকরণ দ্বারা চিন্তাকরা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ কার্য্যকারণ উভয় সংভাবনাই

তত্ত্বজ্ঞানের মূল হয়। যাবৎ কার্য্যকারণে পৃথক্ জ্ঞান থাকিবে, তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা অসতী হয়। অতএব সেই ব্যভিচারিণী ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইলে, জ্ঞানীগণেরা স্বৈরিণী-পুত্র বৎ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। সুতরাং তদবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে নিরন্তর প্রকাশ রূপের ধ্যানাদি সমাচরণ করিতে হইবে। সপ্তচ্ছন্দঃ মহাজ্যোতী স্বরূপ মহাসূর্য্য পরমাত্মা, অপ্রকাশ রূপ হইয়াও সর্ব্বত্র প্রকাশিত আছেন। সেই প্রকাশ রূপ পরমাত্মা সূর্য্য, তিনিই সপ্তাশ্বরূপে প্রভাবশালী হইয়াছেন। ইহাতে প্রকাশানন্দরূপত্ব হেতু এক পরমাত্মাই সূর্য্য মহাসূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; সেই সূর্য্যাত্মার সম ভাবনাকেই প্রকাশানন্দের ঐক্য সম্ভাবনা বলেন, ইহাতেই পরম পদ লাভ হয়। এতদ্‌ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাতে তত্ত্বজ্ঞান চর্চ্চা বিফলা হয়।

যদ্রূপ সূর্য্যের জ্যোতীতে চন্দ্রের প্রকাশ, সেইরূপ মনোরূপ চন্দ্রও মহাসূর্য্য পরমাত্মার জ্যোতীতে জ্যোতিষ্মান্ রূপে সর্ব্বদা উদয় করিয়া থাকেন।

অব্যক্তস্তু পরং তত্ত্বমনিত্যং বর্ত্ততে সদা ইতি।

অপ্রকাশ রূপ সেই পরমতত্ত্ব অনিত্য রূপ কার্য্যে সর্ব্বদাই অন্বিত আছেন। ইহা বলিয়া কার্য্যত্যাগ করিয়া কেবল অব্যক্ত রূপের উপাসনায় তত্ত্ব লাভ হয় না। নিত্যানিত্য উভয়ের একত্ব ভাবনাতেই নিশ্চিত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

একোনামা পুমানস্তি তস্মাত্তস্মাৎ পরংপদং।
তস্মাত্তু পরমং শূন্যং তস্মাৎস্তাত্তু নিরঞ্জনং॥

বিশিষ্ট হয়, অশ্বক্রান্ত পদে ইষুজাত, ইদানীং তাহাকে ইউরোপ বলেন। রথক্রান্ত সূর্য্যারিক,এক্ষণে তাহার নাম আফরিকা,মুষলমানেরা কাফরীর দেশ বলে। বিষ্ণুক্রান্ত অসেচনক, অধুনা এসিয়া বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, ফলিতার্থ তাহাতেও তন্ত্রতা করিয়া আধুনিকলোকেরা এই ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানকে নানাসংজ্ঞায় বিভক্ত করিয়া কেবল এক কুমারিকা খণ্ডমাত্রকেই ভারতবর্ষ বলিয়া বাহুল্যরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহার সীমা পশ্চিম সিন্ধু নদী; উত্তর হিমালয়ান্তর্গত শৃঙ্গ নেপাল তির্ব্বতাদি দেশ, পূর্ব্ব ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ কুমারিকা অন্তরীপ; ইহাই প্রকৃত শাস্ত্রসিদ্ধ কুমারিকাখণ্ড নামে বিখ্যাত, এবং ইহাকেই আর্য্যাবর্ত্ত কহা যায়। ফলে কালে কালে দেশাদির এইরূপ অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। সে যাহা হউক্। দুর্য্যোধন মন্ত্রণা করিয়া যুধিষ্ঠিরাদিকে বারাণাবতে কিয়ৎকাল বাস করাইবার নিমিত্ত পিতাকে কহেন, তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র সম্মতি প্রদান করাতে দুর্য্যোধন দুষ্ট যবন মন্ত্রীর সহতায় বারণাবতে আগ্নেয় বস্তু জতুকাদি দ্বারা রাজোপযোগ্য অট্টালিকাময়ী এক বিচিত্রপুরী নির্ম্মাণ করাইয়া ধৃতরাষ্ট্রাভিমতে কুন্তীর সহিত পাণ্ডবাদিকে তথায় প্রেরণ করেন। ঐ গৃহের প্রতিভিত্তিতে গন্ধক শণ সজ্জ দ্বারা পরিপুর্ণ এবং ভুমধ্যে ঔর্ব্বাগ্নি ও পোথিত করেন অর্থাৎ বারূদ পুঁতিয়া রাখেন, অগ্নি সংযোগ মাত্রেই যেন উড়াইতে পারা যায়,এই অশিষ্ট সমস্ত অভাবনীয় কৌশল করিয়াছিল। মহা-

বুদ্ধিমান বিদুর সংকেতে এতদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সংগোপনে যুধিষ্ঠির ভীমাদি ভ্রাতাগণকে নিভৃতে কহেন। তদ্বৃত্তান্তাবগত হইয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগকে কহিয়াছিলেন, রে ভ্রাতরঃ! দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই গৃহ বিনির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা আমাদিগের অবশ্য প্রাণনাশের উপযোগী বটে। অনন্তর বিদুরানুমতে যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্য মধ্যস্থ সুড়ঙ্গ খানককে আহ্বান করিয়া চারি পাঁচ ক্রোশ পথ গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত গৃহ মধ্য হইতে এক সুড়ঙ্গ খনন করিতে আজ্ঞা করেন। যখন সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইল, তখন রাত্রীকালে ভীম ঐ পুরীতে অগ্নিদিয়া মাতার সহিত চারি ভ্রাতাকে লইয়া সুড়ঙ্গ পথে বাহির হইয়া গঙ্গাতীর প্রাপ্ত হইলেন। প্রভাতে এই জন শ্রুতি হইল যে মাতার সহিত পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডব গৃহদাহে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, চরদ্বারা এতৎ সংবাদ প্রাপ্তে দুর্য্যোধন নিশ্চিত অবধারণা করিল যে পাণ্ডবেরা নিহত হই-হইয়াছে, পরে তাহাদিগের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সমাপনান্তর দুর্য্যোধন এককালে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

সন্দেহ নিরসন।

২ অংশ।

ভাক্তত্বজ্ঞানীর প্রশ্ন।—হে ভগবন্। আমরা যে পথে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মানুশীলন করিয়া থাকি, ইহা যদি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের পথ না হয় তবে যথার্থ সে পথ কি রূপ তাহা কহিতে আজ্ঞা হয়?

অবিশেষ, অজ্ঞেয়ত্ব, বোধন, সময়ত্ব, বিস্মৃতি, সকলত্ব দীপ্তিমত্ব এই প্রকাশের পঞ্চগুণ, তত্ত্বজ্ঞান কারক হয়। এবং এই সকল গুণ প্রকাশা প্রকাশ জ্ঞানোদয়ের হয়, এই জ্ঞানেই পরতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহা অগ্রে বোধ করিতে না পারিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভেচ্ছা জন্মিলেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। প্রথমাবস্থায় নির্দ্বন্দ্ব না হইলে জ্ঞান সাধনে অযোগ্য হয়, সুতরাং যোগ সাধন অগ্রে করিয়া পরে এরূপ সমাহিতচিত্ত হইলে তত্ত্বজ্ঞান আপনি উপস্থিত হয়, তখন আর অন্য কোন উপদেশ লইবার অপেক্ষা থাকে না। আগামী নির্দ্বন্দ্বত্ব ব্যাখ্যা করিয়া কহিব।

অথ গ্রহস্থধর্ম্ম কথন।

অনন্তর পতিবধূকে অগ্রে করতঃ এই মন্ত্র পড়িবেক।

যথা পদ্ধতি।

পুনর্ব্বার পতি বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করতঃ অগ্নির দক্ষিণে উত্তরাভি মুখ হইয়া দাড়াইবেন। পূর্ব্ববৎ বধূর মাতা কি ভ্রাতা বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ অঞ্জলিতে লাজ দিবেন। বধূ দক্ষিণ পাদাগ্রে সপুত্র শিলাকে আক্রমণ করিয়া দণ্ডায়মানা হইবে, পতি পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা।

পদ্ধতি।

মন্ত্র পাঠানন্তর গোত্র প্রবরানুসারে বধূ পঞ্চ কি চতুর্ব্বর্ত্ত লাজ অগ্নিতে আহুতি দিবেক। জামাতা মন্ত্র পড়িবেন।

যথা পদ্ধতি।

পুনশ্চ পতি বধূকে অগ্রে করিয়া পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিবেন। মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

পুনর্ব্বার ঐরূপ বধূর অঞ্জলি ধারণ করতঃ পতি উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মান হইবেন। মাতা ভ্রাতা কি অন্য ব্রাহ্মণ বধূকে দক্ষিণ পাদে সপুত্র শিলা আক্রমণ করাইবেন। জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা পদ্ধতি।

পুনশ্চ গোত্র প্রবরানুসারে বধূ পঞ্চ বা চতুর্ব্বর্ত্ত লাজ অগ্নিতে আহুতি দিবেন, জামাতা মন্ত্র পড়িবেন। যথা

পদ্ধতি।

জামাতা পুনর্ব্বার মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বধূকে অগ্রে করিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন। যথা পদ্ধতি।

পতি যদি ভৃগুগোত্র ভার্গব প্রবরহন্ তবে শূর্পের উত্তরার্দ্ধ ভাগে ঘৃত শ্রুব দ্বয় দিয়া তদুপরি অবশিষ্ট লাজ লইয়া পুনঃ তদুপরি ঘৃত শ্রুব দ্বয় দিয়া মন্ত্র পাঠ করতঃ শূর্প হইতে লাজ অগ্নিতে আহুতি দিবেন। মন্ত্রং যথা। পদ্ধতি।

অন্য গোত্র অন্য প্রবর হইলে প্রথম একবার ঘৃতশ্রুব দাতব্য হয়, পশ্চাৎ লাজোপরি ঘৃতশ্রুবদ্বয় দান করা কর্ত্তব্য। অনন্তর জামাতা ঈশানদিকে স্বস্তিক লিখিত সপ্ত মণ্ডলীতে পদ্ধতি উক্ত সপ্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বধূকে সপ্তপাদ ভ্রমণ করাইবেন। বধূও অগ্রে দক্ষিণপাদ পরে বাম পাদ

সকলের আদি এক অদ্বিতীয় পরম পুরুষ আছেন, তাহা হইতে ক্রমে সকল কার্য্যোৎপত্তি হইয়াছে, ক্রমে সেই সকল কার্য্যের অনুশীলনে জানাযায় সে সকলের ঊর্দ্ধে শূন্যরূপে পরম আকাশের স্থিতি, তাহা হইতে যিনি বিলক্ষণ তিনিই নিরঞ্জন হন। অর্থাৎ প্রকাশাদি অপ্রকাশ নিরঞ্জন বস্তু মাত্রেই সগুণ কহা যায়। যেহেতু শ্রুতিতে সত্যং জ্ঞান মনন্তং "ব্রহ্মেতি এবং আনন্দং ব্রহ্মেতি,, কিন্তু আনন্দপর্য্যন্তও ভূতাত্মক হন, যেহেতু আনন্দেও গুণ দর্শন হইতেছে, । যথা।

নির্গুণত্বং নির্ম্মলত্বং পরিপূর্ণত্ব মেবচ।
ব্যাপকত্বং কেবলত্বং আনন্দস্য গুণাইতি ।।

নির্গুণতা, নির্ম্মলতা, পরিপূর্ণতা, এবং ব্যাপকতা,ও অদ্বৈততা প্রভৃতি আনন্দের পঞ্চগুণ হয়, ইহাতে নির্গুণতা শব্দে গুণে নির্লিপ্ততা কহিয়াছেন, নচেৎ গুণ ক্রিয়াদি বর্জ্জিত পুরুষে কোন কার্য্য সম্ভাবিত হইতে পারে না।

নিরাকরত্ব নিত্যত্বং নিজত্বঞ্চ নিরঞ্জনং।
নির্লিকেতনতা চেতি তৎপদস্যেতি তদগুণাঃ ।

তৎপদের অর্থেও গুণ লক্ষণ কহিয়াছেন। নিরাকারতা, নিত্যতা, স্বীয় একত্ব, নিরঞ্জনতা, আর অনিবাসত্ব এই পঞ্চগুণ তৎপদের হয়। পরে অপরোক্ষ পরম ব্যোমের লক্ষণ কহিতেছেন।

লীনতা শীর্ণতা মূর্চ্ছা তোয় মগ্নতা ইতি।
গুণাঃপঞ্চ সমাখ্যাতাঃ শূন্যস্য পরমস্যবৈ।

লীনত্ব অর্থাৎ যাহাতে সকল লয় পায়, শীর্ণতা অর্থাৎ শুষিরতা, মুর্চ্ছা অর্থাৎ যৎস্বরূপের অজ্ঞানতা, তোয় অর্থাৎ স্নিগ্ধতা, মণ্ডলতা অর্থাৎ অখণ্ডত্ব ইত্যাদি পরম শূন্যের পঞ্চগুণ সমাখ্যাত হইয়াছে।

স্বভাবং সহজং সত্যং শান্তিঃ শান্তিস্বরূপতঃ।
নিরঞ্জনগুণাঃ পঞ্চ এতজ্জ্ঞানী মহেশ্বরঃ ॥

স্বভাব, সহজ, সত্য, শান্তি ও শান্তি স্বরূপ এই পঞ্চ নিরঞ্জন গুণ। ইহাকে যিনি জানেন তিনিই সাক্ষান্মহেশ্বর।

অবিনাশ্যক্ষয়ো ভেদোঽদাহ্যাহ্যখাদ্য এবচ।
এতেপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা অনাদোনাদ বৈরিণা ।

অবিনাশী, অক্ষয়, অভেদ্য, অদাহ্য অখাদ্য নাদবৈরি কর্ত্তৃক অনাদগুণ উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অশব্দ ব্রহ্মের এই পঞ্চগুণ উক্ত হইয়াছে।

বিচারশ্চ প্রভোল্লাসা বির্ভাবশ্চালয় স্তথা।
প্রবোধস্যগুণাঃ পঞ্চকীর্ত্তাস্তে তেন হেতবে ॥

বিচার সিদ্ধকরণ, প্রভার উদ্দীপন, উল্লাস চিত্ত, আবির্ভাব, আরলয় এই পঞ্চ প্রবোধের গুণ, ইহা তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত হয়।

চিন্মুদয়স্য পঞ্চেতি গুণাজ্ঞেয়া বিশেষতঃ।
বোধনং সময়ত্বঞ্চ বিস্মৃতিঃ সকলাং প্রভাং।
প্রকাশস্য গুণাঃ পঞ্চচৈতে জ্ঞানকরাঃ শুভাঃ।
এতজ্জ্ঞানে ভতশ্চৈতা জ্ঞানমুৎপদ্যতে মহান ॥

ক্রমে মণ্ডলিকোপরি পাদসঞ্চালন করিবেন। জামাতাও বধূকেপরপর দক্ষিণবামপাদক্ষেপ করিতে কহিবেন। এই রূপ সপ্ত পাদ গমনানন্তর মণ্ডলিকোপরি বধূ দণ্ডায়মানা জামাতা যথা পদ্ধতি আম্রপল্লব দ্বারা কলসস্থজলে মস্তকে থাকিয়ে অভিষেচন করিবেন। মন্ত্র যথা

পদ্ধতি।

পশ্চাৎ ঐ মন্ত্রদ্বারা বধূমস্তকে অভিষিঞ্চন করিবেক। অনন্তর পাণিগ্রহণীয় হোম করিবেন। ইতি লাজহোম সমাপ্তঃ।

অথ উত্তর বিবাহসংস্কার।

পাণিগ্রহণ কর্ম্মসমাপনান্তে উত্তর বিবাহ বিবরণ ধ্রুবদর্শনা-দি লিখিতেছি। লোহিতবর্ণ বৃষের শুষ্ক চর্ম্ম পূর্ব্বদিকে গ্রীবা রাখিয়া পাতিবে, কিন্তু তাহার লোম পৃষ্ঠউপরিভাগে থা-কিবে, ধ্রুবদর্শন পর্য্যন্ত বধূ মৌনাবলম্বন করতঃ তদুপরি উপবেশন করিয়া থাকিবেক। জামাতা স্বয়ং উপবিষ্ট হইয়া ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। অনন্তর পদ্ধতি উক্ত ছয়মন্ত্রে ঘৃতাহুতিদিবেন, প্রত্যেক আহুতির শেষে শ্রুবলগ্ন ঘৃত বধূর মস্তকে দিবেন। মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

অনন্তর জামাতা বধূরসহিত উত্থিতহইয়া বধূর মস্তকাদির আবৃতবস্ত্র নিরাকৃত করিয়া তাহাকে ধ্রুব দর্শন করাই-বেন। মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

ধ্রুবদর্শনানন্তর জামাতা বধূকে মন্ত্রপাঠ করাইয়া অরুন্ধতী দর্শন করাইবেন, তন্মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

এতদনন্তর জামাতা বধূকে দেখিয়া এই মন্ত্র আপনি পাঠ করিবেন। যথা।

পদ্ধতি।

ধ্রুবঅরুন্ধতী দর্শন করিয়া বধূ প্রথমতঃ পিতৃগোত্র উল্লেখ করিয়া ভর্ত্তাকে অভিবাদন করিবেন॥ যথা।

ভো অমুক গোত্রামুকাভিধানাহমভিবাদয়ে।

অনন্তর পতির আজ্ঞায় পিতৃগোত্র পরিত্যাগ করিয়া, পতিকে অভিবেদন করিবে। যথা।

ভো অমুক গোত্রা অমুকাহমভিবাদয়ে।

ত্যক্তমৌনা বধূর সহিত জামাতাকে বেদীর উপর উঠাইয়া কতকগুলি সধবানারী জলপুর্ণ কলস আনিয়া আম্রপল্লব দ্বারা তজ্জলে মঙ্গল পুর্ব্বক স্নান করাইয়া মঙ্গল ধ্বনী করিবেক।

জামাতা পুনরগ্নিসন্নিধিগিয়া ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম ও সমিৎপ্রক্ষেপ করতঃ উদীচ্যকর্ম্মাঙ্গ পুর্ণাহুতি পুর্ণপাত্রদান, শান্তিতিলক দক্ষিণান্ত কর্ম্ম সমাপন করিবেন। ইতি উত্তর-বিবাহ সমাপ্তঃ॥

অথ ভোজনাদি ধৃতি হোমঃ।

তৎ পরদিনে জামাতা সঘৃত অক্ষার লবণান্বিত ব্যঞ্জনাদি দ্বারা অন্ন ভোজন করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

জামাতা বিধিপূর্ব্বক আহার করিয়া ভুক্তোচ্ছিষ্ট অন্ন বধূকে ভোজন করাইবেন। তদবধি দিবসত্রয় ঐরূপ বধু জামাতা অক্ষার লবণান্নপ্রাশন করিয়া ব্রহ্মচারী হইয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবেন।

ইতি ভোজনাদি সমাপ্তঃ

ততো ধৃতি হোমঃ।

দিনান্তরে জামাতা পূর্ব্বোক্ত বিধানে বহ্নিস্থাপন করতঃ কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বধূকে রথারূঢ়া করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিবেন। তন্মন্ত্রং যথা।

পদ্ধতি।

বধূ সহিত পতি রথারূঢ় হইয়া গমন করিতে করিতে চতুষ্পথাদিতে বধূকে আমন্ত্রণ করিবেন। যথা মন্ত্রং।

পদ্ধতি।

অনন্তর পতি রথে হইতে অবতীর্ণ হইয়া বামদেব্যগানান্ত শান্তি করিয়া বধূকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন। পরে পূর্ব্ব গ্রীব আস্তৃত লোহিত বৃষচর্ম্মে মঙ্গলাচার পূর্ব্বক সধবা পুত্রবতী ব্রাহ্মণীগণেরা বধূকে উপবেশন করাইবেন। পতি মন্ত্রপাঠ করিবেন॥ যথা

পদ্ধতি।

অনন্তর উপবিষ্টা বধূর ক্রোড়ে সেই সকল ব্রাহ্মণীগণেরা কোন এক প্রশস্ত ব্রাহ্মণকুমারকে বসাইয়া দিবেন। এবং

কমারের হস্তে কতকগুলি ফল বা শালুকের গেঁড়ু প্রদান করিবেন। পতি কুমারকে উঠাইয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধান দ্বারা ধৃতি নামে বহ্নি স্থাপন পুর্ব্বক সমিৎ প্রক্ষেপ ও ব্যস্ত সমস্ত মহা ব্যাহৃতি হোম করিয়া শুদ্ধ ঘৃতদ্বারা বহ্নিতে অষ্টাহুতি দিবেন। যথা

পত্রতি।

তদনন্তর অগ্নিতে অমন্ত্রক ঘৃতাক্ত সমিৎ প্রক্ষেপ করতঃ জামাতা পিতৃগোত্র উল্লেখ দ্বারা বধূকে শ্বশুরাদিকে অভি-বাদন করাইবেন। তৎপরে পদ্ধতি উক্ত ব্যস্তসমস্ত মহা ব্যাহৃতি হোম করিয়া উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবেন।

ইতি ধৃতি হোম সমাপ্তঃ।

অথ চতুর্থীহোমঃ।

বিবাহ দিবসাবধি চতুর্থদিবসে চতুর্থীহোম কর্ত্তব্য। তদ্বিধি লিখিতেছি অগ্নিস্থাপন পুর্ব্বক অগ্নিতে অমন্ত্রক সমিৎ প্রক্ষেপ করিবেন। অনন্তর পদ্ধতি উক্ত মহা ব্যাহৃতি হোম করিয়া জামাতা আপনার বামপার্শ্বে বধূকে উপবেশন করাইবেন। দক্ষিণে জলপাত্র রাখিয়া বিংশতি মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃতাগ্নিতে বিংশতি আহুতি দিবেন। প্রত্যেক আহুতির শেষ শ্রুবসংলগ্ন ঘৃত জলপাত্রে স্থাপন করিবেন। মন্ত্রংযথা।

পদ্ধতি।

অনন্তর অবিধবা নারীগণে বধূকে উঠাইয়া অগ্নির উত্তর

দিকে লইবেন। পরে সংস্থাপিত ঐ হুতশেষ ঘৃতমিশ্রিত জলে বধূকে স্নান করাইবেন। পরে জামাতা ঘৃতাক্ত সমিৎ প্রক্ষেপানন্তর মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া বামদেব্যগানাদি উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবেন।

ইতি বৈদিক বিবাহ সংস্কার সমাপ্তঃ।

অথ পূজাকরণ বিধি।

কুশাসনে ভবেদায়ু র্ম্মোক্ষঃস্যাদ্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি।
অজিনেচ ভবেৎপুত্রী কম্বলে সিদ্ধিরুত্তমা॥

কুশাসনে বসিয়া পূজা করিলে আয়ুর বৃদ্ধি হয়। ব্যাঘ্র চর্ম্মাসনে মোক্ষলাভ হয়। মৃগচর্ম্মাসনে পুত্রবান হয়। কম্বলাসনে উত্তমাসিদ্ধি লাভ হয়। এই চর্ম্মাসন পদে কৃষ্ণসারাদি ভিন্ন অন্য মৃগচর্ম্মাদির আসন বুঝায়।

শান্তিকে ধবলং প্রোক্তং সর্ব্বার্থং চিত্রকম্বলে।
স্যাৎপৌষ্টিকেতু কৌশেয়ং কম্বলে দুঃখমোচনং।
ত্রিপুরা পূজনে দেবী প্রসস্তং রক্তকম্বলং॥

শান্তিকর্ম্ম সাধনার্থে শ্বেতবর্ণ আসন প্রশস্ত হয়, আর চিত্র বিচিত্র কম্বলাসনে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি, পৌষ্টিককর্ম্মে কুশাসন, দুঃখ মোচনার্থ কর্ম্মে কম্বলাসন করিবেক। কেবল ত্রিপুরা পূজায় রক্তকম্বল ব্যতীত অন্যাসন প্রশস্ত হয় না।

ধরণ্যাং দুঃখ সম্ভূতি দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে।
আম্র নিম্ব কদম্বানা মাসনং বংশ নাশনং॥
বকুলে কিংশুকে চৈব পনসেষু হৃতশ্রিয়ঃ।

বংশেষ্টকাচ ধরণী তৃণবল্লজ নির্ম্মিতং।
বর্জ্জয়ে দাসনং মন্ত্রী দারিদ্রব্যাধিদুঃখদং ॥

শুদ্ধ ভূম্যাসনে অর্থাৎ মৃত্তিকা নির্ম্মিতাসনে দুঃখোৎপত্তি হয়। কাষ্ঠাসনে দুর্ভাগ্য জন্মে। তন্মধ্যে কাষ্ঠ বিশেষে বিশেষ ফল কহিতেছেন। আম্র, নিম্ব কদম্বাদি কাষ্ঠাসনে বংশ নাশ। বকুল, পলাশ, শাল্মলি, কাঁঠাল কাষ্ঠের আসনে হতশ্রী হয়। বংশ, ইষ্টক, মৃত্তিকা তৃণগুল্মাদি নির্ম্মিত আসনকে যদিও বর্জন করিয়াছেন, অর্থাৎ ঐ সকল আসন পূজকের দুঃখ ও ব্যাধি দায়ক হয়। কিন্তু তৃণাসনপদে কুশ কাশাতিরিক্ত তৃণ জানিবে।

অথ আসন প্রশস্ততা কথন।

নৈতদ্দ্বি হস্ততো দীর্ঘং সার্দ্ধহস্তান্নবিস্তৃতং।
নত্র্যঙ্গুলাৎ সমুচ্ছ্রায়ং পূজা কর্ম্মণি সংগ্রহং।
আসনঞ্চ ততঃ কুর্য্যাৎ নাতিনীচং নচোচ্ছ্রিতং। ইতি

পূজাকর্ম্মে পূজক দুই হস্তের দীর্ঘ এবং সার্দ্ধ এক হস্তের পর বিস্তৃত করিবে না। আর উচ্চ তিন অঙ্গুলির অধিক না হয়। অতিশয় নীচ কি অতিশয় উচ্চ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অথ দ্বারপূজা।

ঊর্দ্ধোডুম্বরকে বিঘ্নং মহালক্ষ্মীং সরস্বতীং।
ততো দক্ষিণ শাখায়াং বিঘ্নং ক্ষেত্রেশ মন্যতঃ। ইতি
সারদা তন্ত্রং।

ঊর্দ্ধ উডুম্বরে বিঘ্ন, মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী, অনন্তর দক্ষিণ-শাখায় বিঘ্ন, ক্ষেত্রপালকে পূজা করিবেন॥ ০ ॥ ঊর্দ্ধ উডুম্বর অর্থাৎ দ্বারের ঊর্দ্ধ কাষ্ঠে দেহলীতে,বাম দক্ষিণ কোণ দ্বয়ে বিঘ্ন ও সরস্বতী, মধ্যে মহালক্ষ্মীর পূজা করিবেন। অন্যতঃ দক্ষিণশাখায় বিঘ্ন, বামশাখায় ক্ষেত্রপালের অর্চ্চনা করিতে হইবে। আর বিঘ্ন ও ক্ষেত্রপালের পার্শ্বে গঙ্গা ও যমুনার পূজা কর্ত্তব্য।

তয়োঃ পার্শ্বগতে গঙ্গা যমুনে পুষ্পবারিভিঃ।
দেহল্যামর্চ্চয়ে দস্ত্রং প্রতিদ্বার মিতিক্রমাৎ॥

পুষ্প বারি দ্বারা গঙ্গা যমুনার পূজা করণানন্তর অধঃ দেহলীতে অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা পুষ্প নিঃক্ষেপ করিবেন। এইরূপ মণ্ডলের প্রতি দ্বারক্রমে পূজা করিবেন।

কোণেষু বিঘ্নং দুর্গাঞ্চ বাণীং ক্ষেত্রেশ মর্চ্চয়েৎ।

কিন্তু রাঘব ভট্ট উক্তবচন সংগ্রহ করিয়া চারিকোণে ক্রমে বিঘ্ন, দুর্গা, সরস্বতী এবং ক্ষেত্রপালের পূজা করিতে কহিয়াছেন। ইহা সকলে করেন না, পূর্ব্বোক্তক্রমেই পূজা করিয়া থাকেন।

ওঁকারং বিন্দুসংযুক্তং নামধেয়াদ্যমক্ষরং।
ঙে যুতং নাম সর্ব্বেষাং মন্ত্রোদেবি নমোঽন্বিতঃ॥ ইতি উড্ডামরেশ্বরতন্ত্রং।

প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম তাহার অন্তে নমঃ পদ দিয়া গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করিবেন, ইহা কেবল দেবী পক্ষের দ্বার পূজা উক্ত হইল।

অথ বিষ্ণুর দ্বারপাল পূজা।

বৈষ্ণবাদি প্রভেদেন দ্বারপালান সমর্চ্চয়েৎ।
প্রতিদ্বারং পার্শ্বয়োস্তু দ্বৌদ্বাবষ্টা বিতিক্রমাৎ॥

বিষ্ণুপক্ষীয় বৈষ্ণবদিগের দ্বারপালের বিশেষ অর্চ্চনার ক্রম দৃষ্ট হইতেছে, প্রতি দ্বার ও পার্শ্বদ্বয় ভেদে দুই দুই সংখ্যায় দ্বার দেবতা অষ্ট হয়।

নন্দঃসুনন্দশ্চণ্ডাখ্যঃ প্রচণ্ডশ্চণ্ডনায়কঃ।
প্রবলো ভদ্রনামাচ সুভদ্রো বৈষ্ণবামতাঃ॥

নন্দ, সুনন্দ, চণ্ড, প্রচণ্ড, চণ্ডনায়ক, প্রবল, ভদ্র, ও সুভদ্র এই অষ্ট দ্বারপাল বৈষ্ণবদিগের আদৌ পূজনীয়। উর্দ্ধে নন্দ, সুনন্দ, পার্শ্বদ্বয়ে চণ্ড প্রচণ্ড,চণ্ডনায়ক ও প্রবল। অধঃ দেহলীতে, ভদ্র ও সুভদ্র দ্বারপাল হন।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন সম্পাদক।

অদ্য বাসরীয়া সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার মণ্ডল ইষ্ট্রিট ১২ নং ভবন হইতে বিতরণ হয়।

কলিকাতা চিতপুর রোড্ বট্‌তলা ২৪৬ নং ভবনে বিদ্যারত্নযন্ত্রে মুদ্রিতা।

একোবিষ্ণুর্দ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

২ কল্প ১৮ খণ্ড।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

৮৪ সংখ্যা। শকাব্দা ১৭৮৬ সন ১২৭১ সাল ৩০ চৈত্র।

পুরাবৃত্তানুসন্ধান।

মহারাজা যুধিষ্ঠির আগ্নেয় গৃহ হইতে পরিমুক্ত হইয়া বিদুর প্রেরিত যন্ত্রযুক্ত পতাকমালিনী পোতে আরোহণ করিয়া গঙ্গা সন্তরণ করতঃ কতক দুরপর্য্যন্ত গমন করেন, পরে নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্থলপথে অরণ্যপ্রদেশে

গমন করিতে লাগিলেন। অবিশ্রামে খেট খর্ব্বট গিরিদরী প্রভৃতি দুর্গম্যবর্ত্ম সকল অতিক্রম করিয়া মাতার সহিত পঞ্চভ্রাতা ক্রমে পূর্ব্বোত্তরদিকে চলিলেন। হস্তিনা ও বারণাবত প্রভৃতি সকল দেশেই ঘোষণা হইল যে পাণ্ডবেরা মাতার সহিত জতুগৃহে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বলোকেই পরস্পর সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের দৌরাত্ম্য জল্পনা ও পাণ্ডবার্থে নিরন্তর শোক করিয়াছিল।

যদিও দুর্য্যোধন ঐ আগ্নেয় কাণ্ডের উদ্ভাবক বটে কিন্তু তাহার নির্ম্মাণ কর্ত্তা তুরুষ্কান্তঃপাতী শাকল নগর নিবাসী বাহীক জাতীয় দুষ্টাত্মা পুরোচন নামধারী এক ম্লেচ্ছ শিল্পকর হয়, অর্থাৎ যবন ম্লেচ্ছজাতী ব্যতীত জীবের অনিষ্টসাধক অন্যজাতীয় লোক অতি বিরল; যখন সাক্ষাৎ কলিমূর্ত্তি দুর্য্যোধন জতুগৃহ নির্ম্মাণার্থ অন্যান্য শিল্পী সকলকে আনয়ন করিয়া পাণ্ডবানিষ্ট করণার্থ গোপনে আজ্ঞা করিয়াছিলেন তখন তাহারা তৎকর্ম্ম সাধনে কেহই অনিপুণ ছিল না, কিন্তু এক ধর্ম্মপথে দৃষ্টি রাখিয়া তাহারা অস্বীকৃত হয়, অর্থাৎ তাহারা সকলেই দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিল যে অশিষ্ট সম্মত অনিষ্ট কর্ম্মদ্বারা পর প্রাণনষ্ট করায় ক্রূরজাতীয় ম্লেচ্ছ ব্যতীত সাধ্বাচারী বৈদিক জাতীয়েরা কখনই সম্মত হইতে পারে না। ইহা কহিয়া তাহারা তন্নিকট হইতে বিদায় হইয়া যাইবার কালে বিদুরকে এই বিষয়ের সংকেত করিয়া স্ব স্ব দেশে গমন করে। সেই কথায়ই বিদুর সঙ্কেত করিয়া বারণা-

বত যাত্রাকালে যুধিষ্ঠিরকে ম্লেচ্ছ ভাষায় কহিয়াছিলেন। উত্তম শিল্পকর সকল বিমুখতাচারী হইলে পর দুর্য্যোধন পুরোচনকে আজ্ঞা করিবা মাত্র সে তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া স্বদেশ হইতে বহুতর ম্লেচ্ছ লোক জন আনয়ন করতঃ পরিপাটী রূপে ঐ আগ্নেয় গৃহ এমন নির্ম্মাণ করিল, যে তাহা তৎকালে কোন ক্রমেই জতুগৃহ বলিয়া জ্ঞান হইবার বিষয় নহে। যখন ভীমসেন সেই গৃহে জ্বলন প্রদানে সুড়ঙ্গদ্বার দিয়া পলায়ন করেন, অজ্ঞাতপ্রযুক্ত স্থপতি পুরোচন প্রভৃতি ম্লেচ্ছ রাজমিস্ত্রীরা ও সকলে ঐ গৃহের সহিত ভস্মসাৎ হইয়া যায়; বিধি নির্ব্বন্ধনে ভিক্ষার্থিনী সমাগতা এক নিষাদীও পঞ্চপুত্র সহিত ভস্মীভূতা হইয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্র হইল যে গৃহদাহে কুন্তীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবেরা কাল ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এতৎ সংবাদ শ্রবণে হস্তিনাবাসী সকলেই পাণ্ডবদিগের মৃত্যু অবধারণা করিয়া খেদযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনাদিরা অন্তরে হর্ষিত, বাহে শোক বিষাদ প্রকাশ করতঃ তাঁহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম শ্রাদ্ধাদি করিয়া আপনাকে নিঃস্বপত্ন জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

এখানে রাজা যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা তদ্দেশ হইতে অপসৃত হইয়া বহু কণ্টকাকীর্ণ অরুণ্যানি পর্য্যটন করিয়া কতকদিবসে হিড়িম্বদেশের উপবনে আসিয়া উপস্থিত হন। এক্ষণে ঐ রাজ্যের নাম (কাছাড় দেশ) সুকুমারাঙ্গী কুন্তী ও

সুকোমলাঙ্গ রাজকুমারগণ পথশ্রমাপনয়ন জন্য এক বৃহত্তর বটবিটপীতলে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দৌর্ব্বল্যাধি প্রযুক্ত অবসন্ন হইয়া বৃক্ষ মূলোপধানে মস্তক রাখিয়া সকলেই নিদ্রিত হন, কেবল ভীমসেন মাত্র জাগ্রদবস্থায় উপবিষ্ট থাকিলেন। এমত সময় হিড়িম্বা ভগ্নীর সহিত হিড়িম্ব রাক্ষস নরমাংস ভক্ষণেচ্ছু হইয়া ঐ স্থানে আগত হয়, এবং আহারানয়নার্থে ভগ্নীকে পাণ্ডব সন্নিধানে প্রেরণ করে, ভীমকে দেখিয়া নিশাচরী মন্মথশরে উন্মথিত চিত্তা ভ্রাতৃ আজ্ঞা বিস্মৃতা হইয়া বিবাহার্থে ভীমের পদতলে অবনতা হয়, অনন্তর ভীম ভীমপরাক্রম হিড়িম্ব নিশাচরকে বিনাশ করিয়া ভ্রাতৃ মাতৃ আজ্ঞানুসারে হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। তদ্গর্ব্ভজাত সন্তান (ঘটৎকচ) ঐ হিড়িম্বদেশে মাতামহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য করিয়াছিলেন। এই জতুগৃহদাহ প্রস্তাব কৌরাবাব্দের (৪৮০০০) বৎসর পরে প্রতীপাব্দের (১৯২০) বৎসরাতীতে হেমন্ত দ্বিতীয় মাসে শুক্লাদ্বাদশীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। যে দিবস গৃহদাহ হয় তৎ পুর্ব্বদিন একাদশীতে কুন্তী উপবাস করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই একাদশীকে সকলে ভীম একাদশী বলেন, পরদিন দ্বাদশী, তাহাতে পাণ্ডব মাতা পাবণার্থ মহা সমারোহে ব্রাহ্মণ ভোজন করান সেই পর্ব্বে অন্নার্থিনী পঞ্চপুত্র সহিত এক নিষাদী আসিয়া রাজদ্বারে নিশীতে নিদ্রিতা ছিল, সেই নিষাদীও ঐ গৃহদাহে ভস্মীভুতা হয়। অনন্তর কুন্তীর সহিত

পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডবেরা স্বপরিচয় গোপন করতঃ প্রচ্ছন্নরূপে ব্রহ্মচারী বেশ ধারণে একচক্রাগ্রামে এক ব্রাহ্মণ গৃহে বাস করিয়া থাকেন। তখন যুধিষ্ঠিরের বয়স একবিংশতি বর্ষ হইবেক। তথায় এক বৎসব কাল বাস করতঃ বকনাম ধারী এক রাক্ষসকে ভীম বধ করেন, পরে তথা হইতে আসিয়া পাঞ্চাল রাজ্যে দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক লক্ষভেদে পঞ্চভ্রাতায় দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বহু রাজার সহিত ভীমার্জ্জুনের এক প্রলয় যুদ্ধ হয়, বহু সৈন্য সামন্ত সহিত দুর্য্যোধনাদি অনেক রাজা পাণ্ডব ও দ্রুপদ রাজার উপর প্রকোপিত হইয়া সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু পাবণ্ড পক্ষীয় দ্রুপদের অল্প সৈন্য, সেই তুমুল যুদ্ধে পাণ্ডবের প্রতি পাছে অন্যায় আচরণ হয়, এ কারণ গুজরাটাধিপতি সসৈন্যে এবং দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ বলরাম সৌরসেনী সেনা সমন্বিত হইয়া তদ্‌যুদ্ধে মধ্যবর্ত্তী হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধনৈপুণ্যতায় স্বল্পসৈন্য সমাশ্রয়েই সকল রাজা পরাজিত হইয়াছিল। তাহাতে অপমানিত হইয়া দুর্য্যোধন স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতাকে সংবাদ করেন, প্রথমতঃ তৎ শ্রবণে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধান্ধ হইয়া প্রভুত বল সংগ্রহ করিয়া দ্রুপদরাজ্য লুণ্ঠনে অনুমতি করেন। পরে ভীষ্ম ও দ্রোণ এবং প্রধান মন্ত্রী বিদুরের সম্মতি না হওয়াতে তদ্বিষয়ে ক্ষান্তিগুণাপন্ন হইয়াছিলেন। অনন্তর দ্রুপদ রাজ্যে পাণ্ডবেরা ব্যক্তরূপে প্রকাশ পাইলে পর তাহাদিগের

সহিত সন্ধি সংস্থাপনার্থে বিদুর পঞ্চালরাজ্যে দূতরূপে গমন করতঃ উভয়ের শ্রেয় বিধানার্থ সন্ধিপত্র ধার্য্য করেন, অর্থাৎ উক্ত হস্তিনা রাজ্যকে দুই অংশ করিয়া অর্দ্ধেক যুধিষ্ঠিরকে অর্দ্ধেক দুর্য্যোধনকে প্রদান করেন। দুর্য্যোধন পিতৃ সিংহাসন হস্তিনায় অবস্থিত হইলেন, যুধিষ্ঠির যমুনাতীরে যে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে নগর ছিল, তাহাতে শিল্পীবর ময়দানব দ্বারা সুদৃঢ় দুর্গ ও তন্মধ্যে অপূর্ব্ব রাজসভা নির্ম্মাণ করাইয়া স্বীয় সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রাতীপাব্দের (১৯৪৭) বৎসরে পুষ্যযোগে রাজা যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অধ্যারূঢ় হন।

এক্ষণে দ্রৌপদী স্বয়ম্বর কালে যে যাদবী সেনার কথা উল্লেখ করা গিয়াছিল, তাহার পরিচয় কিঞ্চিৎ লিখনাবশ্যক হইল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের শৌর্য্যবীর্য্য, বুদ্ধিকৌশল ক্রিয়াদি অদ্ভুত বিষয় হয়, তাহা নর শরীরে যুগপৎ সম্ভাবিত নহে, এবং জ্ঞানকাণ্ডের নানা পথ শাস্ত্রদ্বারা প্রকাশ করা সামান্য জীবে সম্ভবে না; মহাপুরুষলক্ষণানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর ব্যতীত মনুষ্য বলিয়া অনুমান হয় না। তাঁহার অলৌকিক কার্য্য সকল তৎকালে প্রকাশ পাওয়াতে ঈশ্বরাবতার বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তারা বর্ণন করিয়াছেন। এবং বিচক্ষণ লোকেরা ও মহর্ষিগণেরা তাঁহাকে স্বরূপ লক্ষণে লক্ষিত দেখিয়া সর্ব্ব বেদবেদ্য পরমব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়াছেন। অপর কৃষ্ণশব্দের স্বরূপ ব্যুৎপত্তিতে ও শ্রীকৃষ্ণ পরম

ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু বেদান্তাদিতে (লোক বত্তু লীলা কৈবল্যং) অর্থাৎ পরব্রহ্মের নির্গুণতা সিদ্ধেও মনুষ্য বৎ লীলা করা আছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু এ গ্রন্থের অভিপ্রায় ব্রহ্ম বিচার নহে, সামান্য মনুষ্য রূপ পরিচয় দিয়া পুরাবৃত্তানুসন্ধান করাই মুখ্য তাৎপর্য্য হয়।

সন্দেহ নিরসন।

৩ অংশ।

অরে বৎস! জ্ঞানাভিমানিন্! যাবৎ ভ্রান্তি থাকে তাবৎ ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি হয়না। অতএব ভ্রান্তি নিরাস জন্য জপ পূজা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রথম কল্প হয়, অনন্তর যোগাভ্যাসে যত্নপর হইলে ক্রমে সত্ত্ব শুদ্ধি হয়, সত্ত্ব শুদ্ধে চিত্ত স্থির হইলেই তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা জন্মে। অপরি সমাপ্ত কর্ম্মীর তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা অসতী, তাহাতে জ্ঞান প্রাপ্তির কথা কি? ঘোরতর নরক যাতনাই ভোগ করিতে হয়। যে ব্রহ্মজ্ঞান ক্ষণমাত্র উদয় হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, সে জ্ঞান সহজ সাধ্য নহে, তাহা কেবল কথায় লাভ হয় না। অর্থাৎ বিনা কর্ম্মানুষ্ঠানে তত্ত্ব জ্ঞান জন্মে না এই নিমিত্তই কঠিন সধ্য বলিয়াছেন। কর্ম্মে মুক্তি নাই কেবল জ্ঞানেই মোক্ষ হয় কিন্তু বিনা কর্ম্মে সেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

নমুক্তি র্জপনাদ্ধোমা দুপবাসৈঃ শতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহ মিতিজ্ঞাত্বা মুক্তোভবতি দেহভৃৎ॥ ইতি
[মহানির্ব্বাণ তন্ত্রং।

কেবল জপ হোম বা শত শত ব্রতোপবাস দ্বারা জীবের মুক্তি হইতে পারে না। কেবল আমি ব্রহ্ম ইহা নিশ্চয় জানিলেই দেহধারি ব্যক্তি পরিমুক্ত হয়।

ইহাতে এমন বিবেচনা করিতে হইবে না, যে জপ পূজা হোম ব্রতোপবাসাদি না করিয়া কেবল আমি ব্রহ্ম মুখে বলিলেই জীব পরিমুক্ত হইবে? এই সকল কর্ম্ম করণানন্তর জ্ঞান জন্মিবে, জাতজ্ঞানে যখন মুক্তি হয়, তখন আর কর্ম্মের আবশ্যক থাকে না। অর্থাৎ কাম্য জপাদিকর্ম্মকে মুক্তি বিষয়ে হেয় করিয়া নিত্য কর্ম্মকে মুক্তির কারণ মান্য করিয়াছেন। যথা বেদাগম তন্ত্র পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেরই এক এমত হয়। যেহেতু জ্ঞান প্রশংসা সর্ব্বত্রেই আছে কিন্তু জ্ঞানের মূলকর্ম্ম ইহাও সকলে কহেন। যাবৎ ব্রহ্মভিন্ন জগৎভিন্ন দেখিবে তাবৎ কর্ম্মবিধেয়, যখন দ্বৈতজ্ঞানের অবসানে জগৎকে ব্রহ্ম বোধ হইবে তখন আর ব্যবহার সিদ্ধ কর্ম্মাকর্ম্ম কিছুই থাকিবে না।

জ্ঞানেন লভতে মোক্ষং জ্ঞানেন পাপনাশনং।
জ্ঞানাৎপবিত্রং সর্ব্বঞ্চ জ্ঞানেনৈব পবিত্রকং॥ ইতি
নিগম কল্পাদ্রুমং।

শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা জীবের সর্ব্বপ্রকার পাপ নাশ ও নিরতিশয় মোক্ষ লাভ হয়। এবং জ্ঞানেই সকল পবিত্র হয়, জ্ঞান হইতে আর পবিত্র কিছুই নাই।

যথাগ্নিনা দহেৎ সর্ব্বং কাষ্ঠগুল্ম ফলানিচ।
তথাজ্ঞানেন দহ্যন্তে সর্ব্ব কর্ম্ম ফলানিচ॥

যেমন কাষ্ঠ গুল্ম ও ফলাদি সকল এক অগ্নিতে ভস্মসাৎ হয়, সেইরূপ এক জ্ঞানদ্বারা সম্যক্ কর্ম্মের ফল ভস্মীভূত হয়।

জ্ঞানের প্রশংসা সর্ব্বত্রেই আছে, বিনাজ্ঞানে মোক্ষ নাই কিন্তু ইহা মৌখিক নহে আন্তরিক হয়। অর্থাৎ চিত্তে ধরিলে জ্ঞানের কার্য্য প্রকাশ পায়, জ্ঞানও দ্বিবিধ প্রকার হয়, যথা।

জ্ঞানঞ্চ দ্বিবিধঞ্চৈব ভেদাভেদ বিভেদতঃ।
ভেদজ্ঞানেন যৎ কার্য্যং পুণ্যং পাপং যুগে যুগে॥

ভেদ ও অভেদ রূপে জ্ঞানও দ্বিবিধ প্রকার হয়। ভেদাভেদ জ্ঞান দ্বারা সুকৃত দুষ্কৃতোৎপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎজ্ঞানে যুগে যুগে পাপ পুণ্যফল ভোগ করিতে হয়, তদনুরোধে পুনঃ পুনর্জন্ম গ্রহণ করতঃ ইহ সংসারে ভ্রাম্যমাণ হইতে হয়।

অভেদ জ্ঞানমানেন পূর্ব্ব কর্ম্ম প্রদহ্যতে।
অপরঞ্চ নভূয়েত অভেদী মুক্তিতাং ব্রজেৎ॥

অভেদ জ্ঞানদ্বারা জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকল দগ্ধ হইয়া যায়, ভোগানুরোধে আর তাহাতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অভেদ জ্ঞানী অর্থাৎ সমস্তই এক ব্রহ্ম যে জানে সেই ব্যক্তিই মুক্ত পুরুষ, সেই ব্রহ্ম তন্ময়তা লাভ করে।

আগামী ইহার পরিশেষ ব্যক্ত করিব।

অথ গৃহস্থধর্ম্ম কথন।

আদৌ আগমোক্ত বিবাহানুষ্ঠান সূত্র।

যথা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রং।

বিবাহেহহ্নি কৃতস্নানঃ কৃতনিত্য ক্রিয়ঃ কৃতী।
পঞ্চদেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য গৌর্য্যাদি মাতৃকা স্তথা।।

বরকর্ত্তা এবং কন্যাকর্ত্তা উভয়েই বিবাহ দিবসে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে কৃতস্নান হইয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতা এবং গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা করিবেন।

বসোর্দ্ধারাং কল্পয়িত্বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
জপ্ত্বায়ুষ্য জপং ধীমান ধিবাস্য সুতং সুতাং।।

অনন্তর বসুধারা সম্পাতনায়ুষ্য জপ করতঃ পুত্র বা পুত্রীর আচারতঃ অধিবাসন পূর্ব্বক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাচারণ করিবেন।

রাত্রৌ প্রতিশ্রুতং পাত্রং গীতবাদ্য পুরঃসরং।
ছায়া মণ্ডপ মানীয় উপবিশ্য বরাসনে।।

পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বরপাত্রকে অর্থাৎ কৃতসম্বন্ধ পাত্রকে রাত্রিকালে গীতবাদ্যাদি করতঃ মঙ্গল পুরঃসর ছায়ামণ্ডপে আনিয়া বরাসনে উপবেশন করাইবেন।

বাসবাভিমুখো দাতা পশ্চিমাভিমুখো বিশেৎ।
আচার্য্যঃ স্বস্তি বৃদ্ধিঞ্চ পুণ্যাহং ব্রাহ্মণৈর্ব্বদেৎ।।

দাতা পূর্ব্বাভিমুখ গৃহীতা পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন

করিবেন। পুরোহিত কর্ম্মারম্ভে স্বস্তিবাচন পুণ্যাহ স্বস্তি ঋদ্ধি ব্রাহ্মণগণের সহিত বলিবেন।

সাধুপ্রশ্নং বরং পৃচ্ছেদর্চ্চনা প্রশ্নমেবচ।
বরাৎ প্রশ্নোত্তরং নীত্বা পাদ্যাদ্যৈ র্বরমর্চ্চয়েৎ॥
সমর্পয়ামিবাক্যেন দেয়দ্রব্যং সমর্পয়েৎ॥

বরকে সাধুপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অর্চ্চন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। বরের মুখাচ্চ্যুত প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করতঃ পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। অর্থাৎ সমর্পয়ামি ইতিবাক্যে সম্যক্ দেয়দ্রব্য বরকে সমর্পণ করিবেন।

পাদয়ো রর্পয়েৎ পাদ্যং শিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
আচম্যং বদনে দদ্যাৎ গন্ধংমাল্যং সুবাসসী।
দিব্যাভরণ রত্নানি যজ্ঞসূত্রং সমর্পয়েৎ॥

পাদদ্বয়ে পাদ্যার্পণ, মস্তকোপরি অর্ঘ্য নিবেদন করিবেন। মুখে আচমনীয় দিয়া গন্ধপুষ্প মাল্য ও শোভন বস্ত্রযুগল প্রদান করিবেন। এবং মনোহর রত্নালঙ্কারাদি যজ্ঞসূত্র সমর্পণ করিবেন।

ততস্তু ভাজনে কাংশ্যে কৃত্বা দধিঘৃতং মধু।
সমর্পয়ামি বাক্যেন মধুপর্কং করেঽর্পয়েৎ॥

অনন্তর কাংশ্যপাত্রে ঘৃত মধু দধি পূর্ণ করতঃ মধুপর্কং সমর্পয়ামি বলিয়া বরহস্তে অর্পণ করিবেন।

বরোপি পাত্র মাদায়বামে পার্শ্বে নিধায়চ।
দক্ষাঙ্গুষ্ঠা নামিকাভ্যাং প্রাণাহুত্যুক্ত মন্ত্রকৈঃ।
পঞ্চধাঘ্রায় তৎপাত্র মুদীচ্যাং দিশি ধারয়েৎ।

বরও মধুপর্ক পাত্র বামহস্তে লইয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা গ্রহণ করতঃ প্রাণাহুতি মন্ত্রদ্বারা পাঁচবার আঘ্রাণ লইয়া তৎপাত্র উত্তরদিকে সংস্থাপন করিবেন।

মধুপর্কং সমাপ্যেবং পুনরাচমন দ্বয়ং।
দূর্ব্বাক্ষতাভ্যাং জামাতু র্বিধৃত্য জানুদক্ষিণং।

সম্প্রদাতা মধুপর্ক প্রদান সমাপন করতঃ পুনরাচমনীয় দ্বয় দিয়া, দূর্ব্বা আতপ তণ্ডুল দ্বারা জামাতার দক্ষিণ জানু ধারণ করিয়া মহাবাক্য প্রয়োগ করিবেন।

বিষ্ণুং স্মৃত্বা তৎসদিতি মাস পক্ষৌ তিথিং ততঃ।
সমুল্লিখ্য নিমিত্তানি বৃণুয়াদ্বর মুত্তমং॥

অনন্তর বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক তৎসৎ অদ্য উচ্চারণে মাস, পক্ষ, তিথি ও নিমিত্তোল্লেখ করতঃ বরের বরণ করিবেন।

গোত্র প্রবর নামানি প্রত্যেকং প্রপিতামহাৎ।
ষষ্ঠ্যন্তানি সমুচার্য্য বরস্য জনকাবধি।
দ্বিতীয়ান্তবরং ক্রূয়াদ্গোত্র প্রবরনামভিঃ।
তথৈব কন্যামুদ্দিশ্য ব্রাহ্মোদ্বাহেন পণ্ডিতঃ।
দাতুং ভবন্ত মিত্যুক্ত্বা বৃণেহমিতিকীর্ত্তয়েৎ॥

বরের গোত্র প্রবর উল্লেখ পূর্ব্বক প্রত্যেকে প্রপিতামাবধি

জনক পর্য্যন্ত ষষ্ঠ্যন্ত প্রয়োগ করতঃ বর নাম গোত্র প্রবরাদি দ্বিতীয়ান্ত সমুচ্চারণে কন্যারও সেইরূপ বাক্য প্রয়োগানন্তর (দাতুং ভবন্তং বৃণে) ইতি কীর্ত্তনে বরণ করিবেন।

ব্রতোস্মীতি বরো ব্রুয়াৎ ততোদাতা বদেদ্বরং।
যথাবিহিত মিত্যুক্ত্বা বিবাহ কর্ম্ম কুর্ব্বিতি।
বরোব্রুয়াৎ যথাজ্ঞানং করবাণি তদুত্তরং॥

অনন্তর বর (ব্রতোস্মি) বলিয়া স্বীকৃত হইবেন। দাতা, (যথাবিহিত বিবাহ কর্ম্ম কুরু) বর (যথা জ্ঞান করবাণি) বলিয়া অঙ্গীকার করিবেন।

ততঃ কন্যাং সমানীয় বস্ত্রালঙ্কার ভুষিতাং।
বস্ত্রান্তরেণ সংচ্ছাদ্য স্থাপয়েদ্বর সম্মুখে॥

অনন্তর বস্ত্রালঙ্কার ভুষিতা কন্যাকে ছুয়ামণ্ডপে আনয়ন করতঃ বর সংমুখে বস্ত্র আচ্ছাদন পুর্ব্বক স্থাপনা করিবেন।

পুনর্ব্বরং সমভ্যর্চ্চ্য বাসোঽলঙ্কারণাদিভিঃ।
বরস্য দক্ষিণেপাণৌ কন্যাপাণিং নিযোজয়েৎ॥

পুনর্ব্বার বরকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বরের দক্ষণ করে কন্যার হস্ত নিয়োজন করিবেন।

তন্মধ্যে পঞ্চরত্নানি ফলতাম্বুল মেববা।
দত্বার্চ্চয়িত্বা তনয়াং বরায় বিদুষে হর্পয়ে॥

তন্মধ্যে পঞ্চরত্ন ও ফল তাম্বুলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বিদুষবরে কন্যাকে সমর্পণ করিবেন।

প্রাগ্বৎত্রৈপুরুষাখ্যানং নিমিত্তাখ্যান মেবচ।
আত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য চতুর্থ্যন্তং বরং বদেৎ॥

পূর্ব্ববৎ গোত্র প্রবর পুরুষত্রয়ের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক নিমিত্তোল্লেখ এবং আত্ম কামনা উল্লেখ করিয়া চতুর্থ্যন্ত বর শব্দ প্রয়োগ করিবেন।

কন্যাভিধাং দ্বিতীয়ান্তাং অর্চ্চিতাং সমলঙ্কৃতাং।
সাচ্ছদনাং প্রজাপতি দেবতাকা মুদীরয়ন্।
তুভ্যমহ মিতি প্রোচ্য দদ্যাৎ সংপ্রদদেববদম্॥

অনন্তর দ্বিতীয়ান্ত গোত্র বর সমন্বিতা কন্যা, অর্চ্চিতা, সমলঙ্কৃতা, সবস্ত্রা, প্রজাপতি দেবতা বলিয়া তুভ্যমহং সংপ্রদদে বলিয়া দান করিবেন।

বরঃ স্বস্তীতি স্বীকুর্য্যাৎ সংপ্রদাতাবরং বদেৎ।
ধর্ম্মে চার্থেচ কামেচ ভবতা ভার্য্যয়া সহ।
বর্ত্তিতব্যং বরোবাঢ় মুক্ত্বা কামস্তুতিং পঠেৎ॥

বর স্বস্তি বলিয়া কন্যাকে ভার্য্যাত্বে স্বীকার করিবেন। অনন্তর সংপ্রদাতা বরকে বলিবেন। বৎস; তুমি এই ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মে অর্থে এবং কামে বর্ত্তিত হইও। বর বাঢ়ং বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া কাম স্তুতি পাঠ করিবেন॥

দাতাকামো গৃহীতাপি কামায়াদাচ্চকামিনীং।
কামেনত্বাং প্রগৃহ্নামি কামঃ পূর্ণোস্তু চাবয়োঃ॥

দাতাকাম, গ্রহীতাকাম কামার্থে কামিনী কামের নিমিত্ত

আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম, আমাদিগের কাম পরিপূর্ণ হউক্।

তভোবদেৎ সংপ্রদাতা কন্যাজামাতরং প্রতি।
প্রজাপতি প্রসাদেন যুবয়ো রভিবাঞ্ছিতং।।
পূর্ণমস্তু শিবঞ্চাস্তু ধর্ম্মং পালয়তং যুবা।।

অনন্তর সংপ্রদাতা কন্যা জামাতাকে কহিবেন। বৎস! প্রজাপতি প্রসাদে তোমাদিগের উভয়ের অভিবাঞ্ছিত মনোরথ পরিপুর্ণ হউক্। এবং পরম মঙ্গল হউক্ তোমরা উভয়ে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিহ।

ততআচ্ছাদ্য বস্ত্রেণ সংপ্রদাতা সুমঙ্গলৈঃ।
পরস্পর মুখালোকং কারয়েদ্বর কন্যয়োঃ।।

অনন্তর সংপ্রাদাতা বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ সুমঙ্গল দ্বারা পরস্পর বর কন্যার মুখাবলোকন করাইবেন।

ততোহিরণ্য রত্নানি যথাশক্ত্যা সুসারতঃ।
জামাত্রে দক্ষিণাং দদ্যাদচ্ছিদ্র মবধারয়েৎ।।

সুবর্ণ ও রত্নাদি যথা শক্তি জামাতাকে দক্ষিণা দিয়া অনন্তর সংপ্রদাতা কর্ম্মের অচ্ছিদ্রাব ধারণ করিবেন।

বরস্তু ভার্য্যায়াসার্দ্ধং তদ্রাত্রৌ দিবসেঽপিবা।
কুশণ্ডিকোক্ত বিধিনা বহ্নিস্থাপন মাচরেৎ।।

বরও সেইরাত্রে বা পরদিবসে ভার্য্যার সহিত কুশণ্ডিকা উক্ত [illegible] দ্বারা বহ্নিস্থাপন কর্ম্মের সমাচরণ করিবেন।

পূজা প্রকরণ পদ্ধতি।

অথ শৈব দ্বারপাল।

অথ নন্দীমহাকালৌ গণেশ বৃষভৌ পুনঃ।
ততোভৃঙ্গী রিটিস্কন্দঃ পার্ব্বতীশশ্চ সপ্তমঃ।
চণ্ডেশ্বরোষ্টকঃ শৈবা দ্বারপালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

অনন্তর শিব দ্বারপালগণকে শৈবেরা দ্বারদেশে পূজা করিবেন, নন্দী, মহাকাল, উর্দ্ধে, গণেশ, বৃষভ, ভৃঙ্গী ও কার্ত্তিকেয় এই চারিকে দুই২ পার্শ্বে, অধোদেহলীতে পার্ব্বতীশ, চণ্ডেশ্বর এই অষ্ট দিক্পালের পূজা করিবেন।

অথ গণেশ দ্বারপাল।

বক্র তুণ্ডৈকদংষ্ট্রৌচ মহোদর গজাননৌ।
লম্বোদরাখ্যশ্চ কঠৌ বিঘ্নরাজশ্চ সপ্তমঃ।
ধূম্ররাজো হষ্টমোজ্ঞেয়োগাণপত্যা ইতি ক্রমাৎ॥

বক্রতুণ্ড, একদন্ত, মহেশ্বর, গজানন, লম্বোদর, কঠ, বিঘ্নরাজ এবং ধুম্ররাজ এই অষ্টক্রমে গাণপত্য দ্বারপাল, উপরি উক্তক্রমে দ্বারদেশে পূজা করিবেক। আর দুর্গা-বিষয়ে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অষ্ট মাতৃকা দ্বারপালিকা হন।

অনন্তরং সাধকেন্দ্রো দিব্য দৃষ্ট্যবলোকনাৎ।
দিব্যান্নুৎসারয়ে দ্বিঘ্নানস্ত্রাদ্ভিশ্চান্ত রিক্ষাগান্।

পার্ষ্ণিঘাতৈস্ত্রিভির্ভৌমানিতি বিঘ্নান্নিবারয়েৎ।
কিঞ্চিৎ স্পৃশন বামশাখাং দেহলীং লঙ্ঘয়েত্ততঃ।
অঙ্গ সঙ্কোচয়ন্নন্তঃ প্রবিশেদ্দক্ষিণাং ঘ্রিণা॥

অনন্তর সাধক ঊর্দ্ধ দৃষ্টি দ্বারা অন্তরীক্ষ গত বিঘ্নগণকে অস্ত্র মন্ত্রে জলদ্বারা উৎসারণ করিবেন। পরে ভূমিতে পার্ষ্ণিঘাত দ্বারা ভূমিগত বিঘ্ন নিবারণ করিয়া, বামশাখা স্পর্শন করতঃ দেহলী লংঘন করিবেন। অনন্তর অঙ্গস্কোচ করিয়া দক্ষিণ চরণ দ্বারা পূজা গৃহে প্রবিষ্ট হইবেন॥

নির্ঘণ্টপত্র।

৭৫ সংখ্যা।

৭৬ সংখ্যা।

৭৯ সংখ্যা।

৮০ সংখ্যা।

৮১ সংখ্যা।

৮২ সংখ্যা।

শ্রিয়া নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতাজনহিতার্থায় নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ॥
শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন সম্পাদক।

☞ এই পত্রিকা প্রতিমাসে মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার মণ্ডল ইষ্ট্রিট ১২ নং ভবন হইতে বিতরণ হয়।

কলিকাতা চিতপুর রোড্ বটতলা ২৪৬ নং ভবনে
বিদ্যারত্নযন্ত্রে মুদ্রিতা।